বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০২০

INSURANCE DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY
IDRA
BANGLADESH

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

www.idra.org.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৭/এ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি) টাওয়ার (৮ম তলা), দিলকুশা বা/এ,

ঢাকা-১০০০

www.idra.org.bd

প্রকাশকাল	:	অক্টোবর ২০২২
প্রকাশক	:	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
নির্দেশনায়	:	মোহাম্মদ জয়নুল বারী, চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
সার্বিক তত্ত্বাবধান	:	জনাব মইনুল ইসলাম, সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা সম্পাদনা পরিষদ	:	ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ শাহ্ আলম, পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ শামসুল আলম খান, সহকারী পরিচালক মিজ্ তানিয়া আফরিন, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আবু মাহমুদ, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান, সহকারী পরিচালক জনাব হামেদ বিন হাসান, অফিসার জনাব মুহাম্মদ শামছুল আলম, অফিসার সৈয়দ শরীফুল হক, অফিসার
মুদ্রণ	:	বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

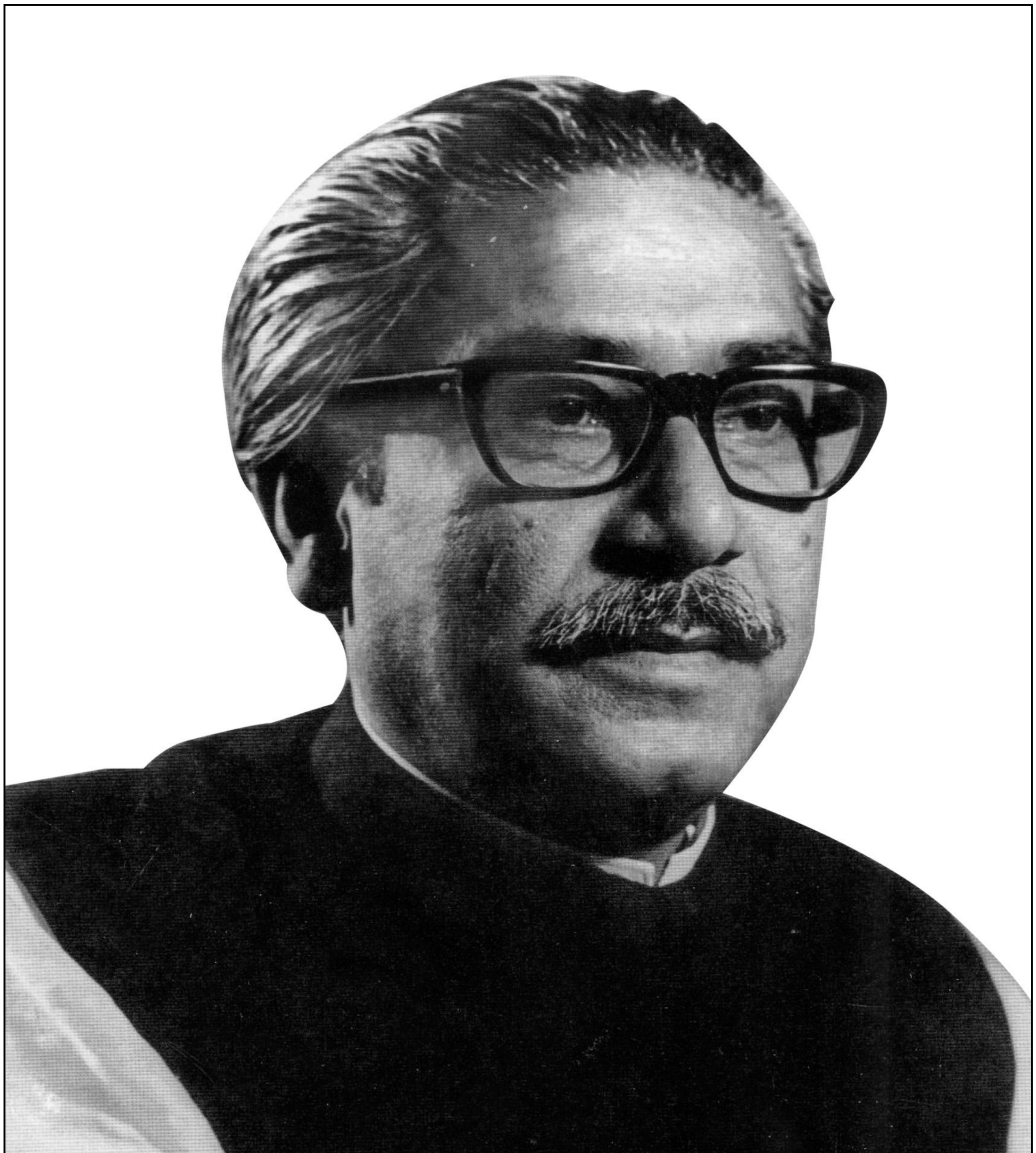

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	বাংলাদেশের বীমা শিল্প	১
০২	চেয়ারম্যানের বাণী	৩
০৩	কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তা	৫
০৪	বিশ্ব বীমা পরিস্থিতি	৯
০৫	বিশ্ব বীমায় বাংলাদেশের অবস্থান	১০
০৬	বাংলাদেশ বীমা শিল্পের পর্যালোচনা	১৩
০৭	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কার্যক্রম	১৫
০৮	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন এবং বীমা খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য	১৫
০৯	জাতীয় বীমা নীতিমালা, ২০১৪	১৫
১০	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম	১৫
১১	কর্তৃপক্ষের সভা	১৫
১২	বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ	১৫
১৩	বীমা জরিপকারী	১৬
১৪	এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান	১৬
১৫	লাইফ বীমা পরিকল্পের অনুমোদন	১৭
১৬	সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি (সিআরসি) কর্তৃক নন-লাইফ বীমা পরিকল্পের অনুমোদন	১৭
১৭	সমন্বয় সভা	১৭
১৮	বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন	১৮
১৯	পরিদর্শন	১৮
২০	জরিমানা আরোপ	১৮
২১	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ	১৯
২২	নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ	২০
২৩	লাইফ বীমার ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ	২০
২৪	ইনোভেশন টিম	২১
২৫	বাংলাদেশ বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প	২১
২৬	বীমা মেলার আয়োজন	২১
২৭	ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফেয়ার	২১
২৮	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন মেলা	২১

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
২৯	বীমা গ্রাহকদের আস্থার সংকট নিরসন	২১
৩০	অর্থ পাচার রোধে পদক্ষেপ	২২
৩১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২২
৩২	সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন	২২
৩৩	আইএআইএস এবং আফি এর সদস্যপদ গ্রহণ	২২
৩৪	তৃতীয় পুঁজিবাজার উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপরেখা প্রণয়ন	২২
৩৫	বীমাক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন	২৩
৩৬	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	২৩
৩৭	বীমা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সভা	২৩
৩৮	আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রতিবেদন	২৩
৩৯	আর্থিক তথ্য সংগ্রহ	২৩
৪০	প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বীমা	২৪
৪১	বীমা শিল্পের উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ হতে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম	২৪
৪২	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ	২৪
৪৩	বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন	২৪
৪৪	কর্তৃপক্ষের আয় এবং ব্যয়	২৪
৪৫	**লাইফ বীমা**	২৭
৪৬	প্রিমিয়াম	২৭
৪৭	লাইফ বীমা ব্যবসায় খাত ভিত্তিক প্রিমিয়াম আয়	২৮
৪৮	লাইফ বীমা ব্যবসায়ের প্রথম বর্ষ ও রিনিউয়াল প্রিমিয়াম আয়	২৯
৪৯	লাইফ বীমা ব্যবসায় মার্কেট শেয়ার	৩০
৫০	প্রিমিয়াম আয়ের দিক থেকে প্রথম ১০ টি বীমাকারী	৩৩
৫১	লাইফ বীমাকারীদের বীমা পলিসি	৩৩
৫২	লাইফ বীমাকারীদের নতুন ইস্যুকৃত পলিসি সংখ্যা	৩৪
৫৩	তামাদি (lapse) পলিসি	৩৫
৫৪	লাইফ ফান্ড	৩৬
৫৫	লাইফ বীমাকারীদের সম্পদ	৪০
৫৬	বিনিয়োগ	৪২
৫৭	বিনিয়োগ থেকে আয় বিবেচনায় বিনিয়োগের খাতসমূহ	৪৬
৫৮	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	৪৭

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
৫৯	দাবি নিষ্পত্তি	৪৮
৬০	বীমা দাবির সংখ্যা	৫১
৬১	পলিসি গ্রাহকের দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত	৫২
৬২	পরিশোধিত মূলধন	৫২
৬৩	লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট	৫২
৬৪	লাইফ বীমাকারীর শাখা	৫৩
৬৫	জনবল	৫৩
৬৬	লাইফ বীমাকারীর ট্যাক্স ও ভ্যাট	৫৪
৬৭	**নন-লাইফ বীমা**	৫৪
৬৮	প্রিমিয়াম	৫৪
৬৯	গ্রস প্রিমিয়ামের উপ-শ্রেণি ভিত্তিক বিশ্লেষণ	৫৫
৭০	নীট প্রিমিয়াম	৫৭
৭১	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের গ্রস প্রিমিয়াম এবং নীট প্রিমিয়াম	৫৮
৭২	মার্কেট শেয়ার	৫৯
৭৩	পলিসির সংখ্যা	৬০
৭৪	ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও	৬২
৭৫	কম্বাইন্ড রেশিও	৬৩
৭৬	সম্পদ	৬৪
৭৭	বিনিয়োগ	৬৭
৭৮	বিনিয়োগ আয়	৬৯
৭৯	দাবি নিষ্পত্তি	৭০
৮০	পরিশোধিত বীমা দাবির শতকরা হার	৭২
৮১	দাবির সংখ্যা	৭৩
৮২	শাখা	৭৪
৮৩	এজেন্ট	৭৪
৮৪	জনবল	৭৫
৮৫	পরিশোধিত মূলধন	৭৫
৮৬	স্ট্যাম্প ডিউটি	৭৬
৮৭	ট্যাক্স এবং ভ্যাট	৭৬

রূপকল্প

বীমায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করে জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি।

অভিলক্ষ্য

দেশের বীমা খাতকে কার্যকর ও দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বীমার আওতা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

লাইফ বীমাকারীর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নামের সংক্ষিপ্ত রূপ
১	আলফা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	আলফা
২	আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স	আস্থা
৩	বায়রা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বায়রা
৪	বেস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	বেস্ট
৫	চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	চার্টার্ড
৬	ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ডেল্টা
৭	ডায়মন্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ডায়মন্ড
৮	ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ফারইষ্ট
৯	গোল্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	গোল্ডেন
১০	গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	গার্ডিয়ান
১১	হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	হোমল্যান্ড
১২	যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	যমুনা
১৩	জীবন বীমা কর্পোরেশন	জীবীক/জেবিসি
১৪	লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ লিমিটেড	এলআইসি
১৫	মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মেঘনা
১৬	মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মার্কেন্টাইল
১৭	মেটলাইফ (আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি)	মেটলাইফ
১৮	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ন্যাশনাল
১৯	বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বেঙ্গল ইসলামী
২০	পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	পদ্মা
২১	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	পপুলার
২২	প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	প্রগতি
২৩	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	প্রাইম
২৪	প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রগ্রেসিভ
২৫	প্রটেক্টিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যূরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রটেক্টিভ
২৬	রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	রূপালী
২৭	সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সন্ধানী
২৮	সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সোনালী
২৯	সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সানফ্লাওয়ার
৩০	সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সানলাইফ
৩১	স্বদেশ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	স্বদেশ
৩২	ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	ট্রাস্ট
৩৩	জেনীথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	জেনীথ
৩৪	আকিজ তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	আকিজ তাকাফুল
৩৫	এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	এনআরবি ইসলামিক

নন-লাইফ বীমাকারীর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নামের সংক্ষিপ্ত রূপ
১	অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	অগ্রণী
২	এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	এশিয়া
৩	এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	এশিয়া প্যাসিফিক
৪	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	বিডি কো-অপরেটিভ
৫	বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বিডি জেনারেল
৬	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	বিডি ন্যাশনাল
৭	সেন্ট্রাল জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সেন্ট্রাল
৮	সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সিটি জেনারেল
৯	কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	কন্টিনেন্টাল
১০	ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ক্রিস্টাল
১১	দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	দেশ জেনারেল
১২	ঢাকা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	ঢাকা
১৩	ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইষ্টার্ণ
১৪	ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইস্টল্যান্ড
১৫	এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	এক্সপ্রেস
১৬	ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ফেডারেল
১৭	গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	গ্লোবাল
১৮	গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	গ্রীন ডেল্টা
১৯	ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইসলামী কমার্শিয়াল
২০	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বিডি
২১	জনতা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	জনতা
২২	কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	কর্ণফুলি
২৩	মেঘনা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মেঘনা
২৪	মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	মার্কেন্টাইল
২৫	নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	নিটল
২৬	নর্দান ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	নর্দান ইসলামী
২৭	প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্যারামাউন্ট
২৮	পিপলস্ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	পিপলস্
২৯	ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ফিনিক্স
৩০	পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	পাইওনিয়ার

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নামের সংক্ষিপ্ত রূপ
৩১	প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	প্রগতি
৩২	প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রাইম
৩৩	প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	প্রভাতী
৩৪	পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	পূরবী
৩৫	রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	রিলায়েন্স
৩৬	রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	রিপাবলিক
৩৭	রুপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	রুপালী
৩৮	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সাবীক/এসবিসি
৩৯	সেনাকল্যাণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সেনাকল্যাণ
৪০	সিকদার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সিকদার
৪১	সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	সোনার বাংলা
৪২	সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	সাউথ এশিয়া
৪৩	স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটড	স্ট্যান্ডার্ড
৪৪	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	তাকাফুল ইসলামী
৪৫	ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইউনিয়ন
৪৬	ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড	ইউনাইটেড

সংক্ষিপ্ত রূপ

মোট দেশজ উৎপাদন	জিডিপি
স্থায়ী আমানত	এফডিআর
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	ইডরা/কর্তৃপক্ষ/বীউনিক
এলায়েন্স অব ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান	আফি
ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইন্স্যুরেন্স সুপারভাইজার	আইএআইএস
ট্যাক্স ডিডাক্ট অ্যাট সোর্স	টিডিএস
ভ্যাট ডিডাক্ট অ্যাট সোর্স	ভিডিএস
নো ইয়োর কাস্টমার	কেওয়াইসি
সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি	সিআরসি
মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ (সেন্ট্রাল এন্ড ইস্টার্ন ইউরোপ)	সিইই
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	বিবিএস

সারণি ও সংযুক্তি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ১	গ্রস প্রিমিয়ামের প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যকৃত হার ২০১৯	১০
সারণি ২	অঞ্চলভিত্তিক লাইফ এবং নন-লাইফ ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম ২০১৯	১০
সারণি ৩	২০১৯ সালে কয়েকটি দেশের ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন এবং ডেনসিটি	১১
সারণি ৪	বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) , প্রিমিয়াম আয় এবং পেনিট্রেশন (২০১৫-১৯)	১১
সারণি ৫	জনসংখ্যা এবং বীমার ঘনত্ব (২০১৫-২০১৯)	১২
সারণি ৬	প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	১৩
সারণি ৭	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত বীমা নিবন্ধন সনদ প্রদান এবং নবায়ন ফি (২০১০-২০১৯)	১৬
সারণি ৮	জরিপকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন ফি (২০১১-২০১৯)	১৬
সারণি ৯	এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়ন ফি (২০১১- ২০১৯)	১৭
সারণি ১০	২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বীমা কোম্পানির পরিদর্শনের সংখ্যা	১৮
সারণি ১১	২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত জরিমানা	১৯
সারণি ১২	কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় বিবরণী (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০২০)	২৫
সারণি ১৩	লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং উপ-শ্রেণির শেয়ার (%) (২০১৫-২০১৯)	২৭
সারণি ১৪	লাইফ বীমা শিল্পের মোট প্রিমিয়াম আয়, রি-ইন্স্যুরেন্স, নিট প্রিমিয়াম এবং রিটেনশন % (২০১৫-২০১৯)	২৮
সারণি ১৫	গ্রুপ ও হেলথ্সহ ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ ও তদূর্ধ্ব বছরের প্রিমিয়াম আয় (২০১৫ -২০১৯)	৩০
সারণি ১৬	গ্রুপ ও হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স ব্যতিত বছরভিত্তিক প্রিমিয়াম আয় (২০১৫-২০১৯)	৩০
সারণি ১৭	বীমাকারীভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং মার্কেট শেয়ার ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯	৩১
সারণি ১৮	প্রিমিয়াম আয়ের ব্যপ্তি অনুযায়ী লাইফ বীমাকারীদের অবস্থান	৩২
সারণি ১৯	সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম আয়ের দিক দিয়ে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে প্রথম ১০টি বীমাকারী	৩৩
সারণি ২০	লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের পলিসির বিবরণ (২০১৫-২০১৯)	৩৪
সারণি ২১	লাইফ ফান্ড এবং লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি (২০১৫-২০১৯)	৩৬
সারণি ২২	লাইফ বীমাকারীদের ২০১৮ ও ২০১৯ সাল শেষে লাইফ ফান্ডের স্থিতি	৩৭
সারণি ২৩	লাইফ ফান্ডের পরিমাণের ভিত্তিতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে শীর্ষ দশ বীমাকারী	৩৯
সারণি ২৪	লাইফ ইন্স্যুরেন্সে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে খাতওয়ারী সম্পদের বিবরণ	৪১
সারণি ২৫	লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ থেকে আয়ের হার (২০১৫-২০১৯)	৪৩
সারণি ২৬	লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের বিবরণ (২০১৮- ২০১৯)	৪৩
সারণি ২৭	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় (২০১৫-২০১৯)	৪৭
সারণি ২৮	লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন উপ-শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০১৫-২০১৯)	৪৮
সারণি ২৯	লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বীমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ এবং নিষ্পত্তির হার (২০১৫- ২০১৯)	৪৯
সারণি ৩০	লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৫১
সারণি ৩১	বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং শতকরা নিষ্পত্তির হার (২০১৫- ২০১৯)	৫১
সারণি ৩২	পলিসি গ্রাহকের নীট দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত (২০১৫- ২০১৯)	৫২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ৩৩	লাইফ বীমা শিল্পে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ (২০১৫- ২০১৯)	৫২
সারণি ৩৪	লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট এবং এমপ্লয়ার অব এজেন্টের সংখ্যা (২০১৫- ২০১৯)	৫৩
সারণি ৩৫	লাইফ বীমাকারীর মোট শাখা অফিসের সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৫৩
সারণি ৩৬	লাইফ বীমা শিল্পে বীমাকারীর অফিসে মোট জনবলের সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৫৩
সারণি ৩৭	বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধের পরিমাণ (২০১৫-২০১৯)	৫৪
সারণি ৩৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০১৫-২০১৯)	৫৪
সারণি ৩৯	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি ব্যবসার শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয় (২০১৫-২০১৯)	৫৫
সারণি ৪০	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শ্রেণিভিত্তিক নীট প্রিমিয়াম ২০১৫-২০১৯ (সাবীক ছাড়া)	৫৭
সারণি ৪১	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় (সাবীক ছাড়া) রিটেনশনের শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)	৫৭
সারণি ৪২	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি গ্রস প্রিমিয়াম এবং গ্রস প্রিমিয়াম (পুনঃবীমাসহ) ২০১৫-২০১৯	৫৮
সারণি ৪৩	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক পুনঃবীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ (২০১৫-২০১৯)	৫৮
সারণি ৪৪	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের ২০১৯ সালের বীমাকারী ভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয়, মার্কেট শেয়ার এবং প্রবৃদ্ধির হার	৬০
সারণি ৪৫	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তক বীমা পলিসির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৬১
সারণি ৪৬	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও এর পরিবর্তন (২০১৫-২০১৯)	৬২
সারণি ৪৭	নন-লাইফ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও (২০১৫-২০১৯)	৬৩
সারণি ৪৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, কমিশন, এবং কম্বাইন্ড রেশিও (২০১৫-২০১৯)	৬৪
সারণি ৪৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ও ২০১৯ এ খাতভিত্তিক সম্পদের শেয়ার এবং পরিমাণ বিবরণ	৬৫
সারণি ৫০	২০১৮ ও ২০১৯ এ খাতভিত্তিক বিনিয়োগের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের শেয়ারের বিবরণ	৬৭
সারণি ৫১	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে আয়ের সাধারণ হার (২০১৫-২০১৯)	৭০
সারণি ৫২	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক ক্লেইম রেশিও (%) (২০১৫-২০১৯)	৭০
সারণি ৫৩	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০১৫-২০১৯)	৭১
সারণি ৫৪	শ্রেণিভিত্তিক মোট বীমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ (২০১৫- ২০১৯)	৭২
সারণি ৫৫	শ্রেণিভিত্তিক মোট বীমা দাবি পরিশোধের হার (২০১৫- ২০১৯)	৭৩
সারণি ৫৬	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৭৩
সারণি ৫৭	বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির শতকরা হার (২০১৫- ২০১৯)	৭৪
সারণি ৫৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় জনবলের সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৭৫
সারণি ৫৯	নন-লাইফ বীমাকারীর পরিশোধিত মূলধন (২০১৫-২০১৯)	৭৫
সারণি ৬০	নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক স্ট্যাম্প ডিউটি পরিশোধ (২০১৫-২০১৯)	৭৬
সারণি ৬১	নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধ (২০১৫-২০১৯)	৭৬

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১	বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ	৭৭
সংযুক্তি ২	বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত নন-লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ	৭৮
সংযুক্তি ৩	আইডিআরএ গঠনের পর হতে অনুমোদিত লাইফ বীমা পরিকল্প	৮০
সংযুক্তি ৪	আইডিআরএ কর্তৃক অনুমোদিত নন-লাইফ বীমা পরিকল্প	৮৭
সংযুক্তি ৫	বীমা সংক্রান্ত প্রকাশিত আইন বিধি প্রবিধানমালাসমূহ	৮৮
সংযুক্তি ৬	বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য জুন, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	৮৯
সংযুক্তি ৭	নন-লাইফ বীমাকারীর গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহ (২০১৫-২০১৯)	৯১
সংযুক্তি ৮	নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ (২০১৫-২০১৯)	৯৩

লেখচিত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
লেখচিত্র ১	বীমার পেনিট্রেশন (জিডিপিতে বীমার গ্রস প্রিমিয়ামের শতাংশ) (২০১৫-২০১৯)	১২
লেখচিত্র ২	বীমার ঘনত্ব (মাথপিছু গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ) (২০১৫-২০১৯)	১২
লেখচিত্র ৩	প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	১৩
লেখচিত্র ৪	বাংলাদেশের বীমা শিল্পে মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	১৪
লেখচিত্র ৫	বাংলাদেশের বীমাশিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	১৪
লেখচিত্র ৬	২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধির হার	২৭
লেখচিত্র ৭	২০১৮ সালে লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার	২৮
লেখচিত্র ৮	২০১৯ সালে লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার	২৯
লেখচিত্র ৯	লাইফ বীমা খাতে চলমান পলিসি সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৩৪
লেখচিত্র ১০	লাইফ বীমা খাতে নতুন ইস্যুকৃত পলিসি সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৩৫
লেখচিত্র ১১	লাইফ বীমা খাতে তামাদি পলিসি সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৩৫
লেখচিত্র ১২	লাইফ ফান্ডের স্থিতি (২০১৫-২০১৯)	৩৬
লেখচিত্র ১৩	লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি (২০১৫-২০১৯)	৩৭
লেখচিত্র ১৪	লাইফ ফান্ড অনুযায়ী ২০১৮ ও ২০১৯ সালে শীর্ষ দশ বীমাকারী	৩৯
লেখচিত্র ১৫	লাইফ বীমা শিল্পে সম্পদের পরিমান ও প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	৪০
লেখচিত্র ১৬	লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৮ সালে সম্পদের খাতসমূহ	৪১
লেখচিত্র ১৭	লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারী সম্পদের পরিমাণ (২০১৮-২০১৯)	৪২
লেখচিত্র ১৮	২০১৮ সালে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শতকরা হার	৪৪
লেখচিত্র ১৯	২০১৯ সালে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শতকরা হার	৪৪
লেখচিত্র ২০	২০১৮ সালে শীর্ষ দশ বিনিয়োগকারী কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠান	৪৫
লেখচিত্র ২১	২০১৯ সালে শীর্ষ দশ বিনিয়োগকারী কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠান	৪৫
লেখচিত্র ২২	লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে আয়ের বিভিন্ন খাতসমূহের হার (২০১৮-২০১৯)	৪৬
লেখচিত্র ২৩	লাইফ বীমা শিল্পে অতিরিক্ত ব্যবস্থপনা ব্যয় (২০১৫-২০১৯)	৪৭
লেখচিত্র ২৪	লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও	৪৮
লেখচিত্র ২৫	লাইফ বীমা শিল্পে বিভিন্ন উপ-শ্রেণির দাবির পরিমাণের শতকরা শেয়ার (২০১৫-২০১৯)	৪৯
লেখচিত্র ২৬	লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির নিষ্পত্তি পরিমাণের শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)	৫০
লেখচিত্র ২৭	লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বীমা দাবি পরিশোধের শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)	৫০
লেখচিত্র ২৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)	৫৫
লেখচিত্র ২৯	নন-লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	৫৬
লেখচিত্র ৩০	নন-লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (২০১৫-২০১৯)	৫৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
লেখচিত্র ৩১	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক রিটেনশনের শতকরা হার (সাবীক ব্যতীত)	৫৮
লেখচিত্র ৩২	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ ১০টি বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার (২০১৬-২০১৯)	৫৯
লেখচিত্র ৩৩	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক বীমা পলিসির প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	৬১
লেখচিত্র ৩৪	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক পলিসির শেয়ার (২০১৫-২০১৯)	৬১
লেখচিত্র ৩৫	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিবর্তনের হার (২০১৫-২০১৯)	৬২
লেখচিত্র ৩৬	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের রেশিও (২০১৫-২০১৯)	৬৩
লেখচিত্র ৩৭	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদের বিভিন্ন খাতের বিবরণ (২০১৬-২০১৯)	৬৫
লেখচিত্র ৩৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	৬৬
লেখচিত্র ৩৯	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর সম্পদের শেয়ার (২০১৫-২০১৯)	৬৬
লেখচিত্র ৪০	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৭-২০১৯)	৬৮
লেখচিত্র ৪১	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)	৬৮
লেখচিত্র ৪২	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৫-২০১৯)	৬৯
লেখচিত্র ৪৩	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদ ও বিনিয়োগের রেশিও (২০১৫-২০১৯)	৬৯
লেখচিত্র ৪৪	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমার উপ-শ্রেণিভিত্তিক ক্লেইম রেশিও	৭১
লেখচিত্র ৪৫	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির পরিমাণ (২০১৫-২০১৯)	৭২
লেখচিত্র ৪৬	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৭৩
লেখচিত্র ৪৭	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর শাখার সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৭৪
লেখচিত্র ৪৮	নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় এজেন্টের সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)	৭৫

বাংলাদেশের বীমা শিল্প

৭৯টি বীমা প্রতিষ্ঠান

৩৩টি লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান (একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন)

৪৬টি নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান (একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন)

১৩৭টি বীমা জরিপকারী

প্রায় ১৩ মিলিয়ন জনসাধারণ বীমার আওতায় (২০১৯)

বীমা শিল্পের বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	বিষয়	২০১৭	২০১৮	২০১৯
১	গ্রস প্রিমিয়াম (লাইফ) কোটি টাকায়	৮১৯৮.৪৬	৮৯৮৯.০৭	৯৫৯৯.৬৩
২	গ্রস প্রিমিয়াম (নন-লাইফ) কোটি টাকায়	২৯৮১.৪৩	৩৩৯৩.৯৪	৩৭৮৯.৭৮
৩	বীমা পলিসি (লাইফ) সংখ্যা	১০৯৫১৯২০	১০৭১৬৮৩২	৯৭৪১৩৩৫
৪	বীমা পলিসি (নন-লাইফ) সংখ্যা	২৪১৮৬৩০	২৯৩৬৮১৮	৩১১৪০৬৩
৫	সম্পদ (লাইফ) কোটি টাকায়	৩৭০৫২.৩৬	৩৮৬৮৭.৫১	৪১১৭৪.৬২
৬	সম্পদ (নন-লাইফ) কোটি টাকায়	১১১২৪.২৯	১১২৯৩.২৩	১২০৭ ৪.৭০
৭	বিনিয়োগ (লাইফ) কোটি টাকায়	২৯৯৩৪.৩৯	৩১০৮০.২৪	৩৩৮৩১.৪২
৮	বিনিয়োগ (নন-লাইফ) কোটি টাকায়	৫৮৫৪.৯৩	৫৯৮৪.৫৫	৬৩২৪.৬৭
৯	দাবি পরিমাণ (লাইফ) কোটি টাকায়	৬৮০৩.৪১	৭৩৩২.৮৬	৭২৬৪.৯২
১০	দাবি পরিমাণ (নন-লাইফ) কোটি টাকায়	২৭১৩.৫৪	৩১৩৩.০৪	২৫৬৩.৬৬
১১	দাবি নিষ্পত্তি (লাইফ) শতকরা হার %	৮১.৫৯	৮৮.৮৮	৮৯.৫৫
১২	দাবি নিষ্পত্তি (নন-লাইফ) শতকরা হার %	৩৫.৭৫	৪০.৮৭	৫২.০৭
১৩	এজেন্ট (লাইফ) সংখ্যা	৩৮১৮৩৯	৩৫৮৬০৪	৩৯৫৬৫১
১৪	এজেন্ট (নন-লাইফ) সংখ্যা	২৫৮১	২৬০৭	২৬৭৯
১৫	শাখা (লাইফ) সংখ্যা	৬৬৪৭	৬৩৪৯	৬১৪৬
১৬	শাখা (নন-লাইফ) সংখ্যা	১৩৫২	১৩৬৭	১৩৭৮
১৭	স্টাফ (লাইফ) সংখ্যা	২২৫৩০	২৩৬৫৪	২০৪৫৩
১৮	স্টাফ (নন-লাইফ) সংখ্যা	১৬৯৯৮	১৬৭৮৬	১৭২০৯

চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাণী

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন দু'টি একত্রে প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমাদের অগ্রযাত্রায় অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও প্রমিত মান বজায় রেখে বীমা শিল্পের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আমরা কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছতে সচেষ্ট রয়েছি। বীমা খাতের অগ্রযাত্রায় অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বীমা দাবি নিষ্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা। বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৯ সালে লাইফ বীমা খাতে প্রায় ৮৯.৫৫ শতাংশ দাবি নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে লাইফ বীমা খাতে দাবি নিষ্পত্তির হার প্রায় শতভাগে উন্নীত হবে।

সার্বিকভাবে ২০১৯ সালে লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা উভয় ব্যবসায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৭ সালে লাইফ এবং নন-লাইফ উভয় খাতের গ্রস প্রিমিয়াম ছিল ১১,১৭৯.৮৯ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,৩৮৯.৪১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে ১৯.৭৬% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। একইভাবে উক্ত সময়ে লাইফ ও নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯ সালের শেষে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫৩,২৪৯.৩২ কোটি টাকা এবং পূর্বের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১০.৫৩%। ২০১৯ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪০,১৫৬.০৯ কোটি টাকা এবং পূর্বের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১২.২০%। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক বিধি-প্রবিধান প্রবর্তনের কারণে বীমাখাতে গত কয়েক বছরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জিডিপি এবং মানব সম্পদ সূচকের প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা সূচক হ্রাসের সাথে বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছে সে সময়ে দেশের আর্থিক স্তম্ভগুলির অন্যতম বীমা খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা জরুরী। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত বীমা শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের এবং এ শিল্পের প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আমি আশা করি জনগণ বীমার আওতায় আসার সুফল সম্পর্কে সচেতন হবে। একই সাথে গ্রাহক হিসেবে বীমা পলিসির করণীয় সম্পর্কে অবহিত হবে। এর সুবাদে বীমা বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে দেশে বীমার পেনিট্রেশন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিজিটাল বীমা পরিকল্প সকল শ্রেণী পেশার নাগরিকের নিকট পৌঁছবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে নারীদের জন্য বীমা পরিকল্প বিপণন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করছেন, তাই বীমা পরিকল্প বিপণনে নারীদের সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএসডিপি) এর সুবিধাভোগী হবে পুরো বীমা খাত। বিআইএসডিপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বীমা খাতকে অটোমেশনের আওতায় আনা হবে।

বীমা খাতকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইউনিফাইড মেসেজিং প্লাটফর্ম (ইউএমপি) নামক State-of-the-Art টেকনোলজি সমৃদ্ধ একটি প্লাটফর্মের কার্যক্রম বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রিমিয়াম সংগ্রহ সংক্রান্ত সেবাসহ বীমা পলিসি গ্রাহকগণকে দ্রুত ও নির্ভূল সেবা প্রদনের লক্ষ্যে বেশ কিছু মডিউল সংযোজন করা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা খাতে যোগদানের তারিখকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে সরকার কর্তৃক ১ মার্চকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বীমা গ্রাহকগণের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বীমা পলিসি গ্রাহকগণের তহবিল এবং শেয়ার গ্রহীতাগণের তহবিল পৃথক করা আবশ্যক। আমরা বীমা গ্রাহকগণের সুরক্ষার জন্য সলভেন্সি মার্জিন প্রবিধানমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বীমা খাতের পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা বিতরণ চ্যানেল হিসেবে 'ব্যাংকাস্যুরেন্স' মডেলটির প্রবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে বীমার গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে বীমা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিষয়ে মূল্যবান অবদান রাখার জন্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত আমার সহকর্মীবৃন্দের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কর্তৃপক্ষের ভিশন ও মিশন অর্জন এবং বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কাজের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা প্রশংসার দাবি রাখে। কর্তৃপক্ষের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আগামী বছরগুলোতেও কর্তৃপক্ষের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাবেন বলে আমি আশা করি।

ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১	জনাব এম. শেফাক আহমেদ, একচ্যুয়ারি	চেয়ারম্যান	২৭ জানুয়ারি ২০১১	২৬ জানুয়ারি ২০১৪
২	জনাব মোঃ ফজলুল করিম	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)	২৯ জানুয়ারি ২০১৪	৩ মার্চ ২০১৪
৩	জনাব মোঃ কুদ্দুস খান	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)	৪ মার্চ ২০১৪	৮ এপ্রিল ২০১৪
৪	জনাব এম. শেফাক আহমেদ, একচ্যুয়ারি	চেয়ারম্যান	৯ এপ্রিল ২০১৪	৮ এপ্রিল ২০১৭
৫	জনাব গকুল চাঁদ দাস	চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব)	৯ এপ্রিল ২০১৭	২২ আগষ্ট ২০১৭
৬	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী	চেয়ারম্যান	২৩ আগষ্ট ২০১৭	২২ আগষ্ট ২০২০
৭	ড. এম.মোশাররফ হোসেন, এফসিএ	চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)	২৬ আগষ্ট ২০২০	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০
৮	ড. এম.মোশাররফ হোসেন, এফসিএ	চেয়ারম্যান	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০	১৪ জুন ২০২২
৯	জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী	চেয়ারম্যান	১৬ জুন ২০২২	-

কর্তৃপক্ষের সদস্য

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
	প্রশাসন অনুবিভাগ			
১	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা	সদস্য	৩০ মার্চ ২০১১	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
২	জনাব মোঃ কুদ্দুস খান	সদস্য	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩	জনাব গকুল চাঁদ দাস	সদস্য	১ মার্চ ২০১৭	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৪	জনাব মইনুল ইসলাম	সদস্য	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০	-
	লাইফ অনুবিভাগ			
১	ড. মোঃ জিয়াউল হক মামুন	সদস্য	৩০ জানুয়ারি ২০১১	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
২	জনাব সাঈদ আহমেদ খাঁন	সদস্য	২৯ এপ্রিল ২০১২	২৮ এপ্রিল ২০১৩
৩	জনাব সুলতান-উল-আবেদিন মোল্লা	সদস্য	৪ মার্চ ২০১৪	৩ মার্চ ২০১৭
৪	ড. এম.মোশাররফ হোসেন, এফসিএ	সদস্য	৪ এপ্রিল ২০১৮	২৫ আগষ্ট ২০২০
৫	জনাব কামরুল হাসান	সদস্য	২৬ জুন ২০২২	-
	নন-লাইফ অনুবিভাগ			
১	জনাব নব গোপাল বনিক	সদস্য	৩০ জানুয়ারি ২০১১	২৯ জানুয়ারি ২০১৪
২	জনাব জুবের আহমদ খাঁন	সদস্য	৪ মার্চ ২০১৪	৩ মার্চ ২০১৭
৩	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সদস্য	২৭ জুন ২০২২	-
	আইন অনুবিভাগ			
১	জনাব মোঃ ফজলুর করিম	সদস্য	৪ এপ্রিল ২০১১	৩ এপ্রিল ২০১৪
২	জনাব মোঃ মুরশিদ আলম	সদস্য	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪	১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩	জনাব বোরহান উদ্দিন আহমদ	সদস্য	২ অক্টোবর ২০১৭	১১ মে ২০২০
৪	জনাব মোঃ দলিল উদ্দিন	সদস্য	১০ জুন ২০২০	-

নির্বাহী পরিচালক

ক্রমিক	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১	ড. শেখ মহঃ রেজাউল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	৪ ডিসেম্বর ২০১৭	১৬ আগস্ট ২০২০
২	কাজী মনোয়ার হোসেন	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১৬ জুলাই ২০১৭	২২ অক্টোবর ২০১৯
৩	জনাব খলিল আহমদ	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	৪ জুন ২০১৭	২৮ জানুয়ারি ২০২০
৪	জনাব মোঃ হুসনুল মাহমুদ খান	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	৩০ মে ২০১৭	৪ জুলাই ২০১৭
৫	জনাব আশরাফ হোসেন	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২৪ অক্টোবর ২০১৯	২০ ডিসেম্বর ২০২০
৬	জনাব মোঃ সরওয়ার আলম	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২৬ জুলাই ২০২০	১৩ জানুয়ারি ২০২১
৭	জনাব মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১৭ জানুয়ারি ২০২০	০৪ মার্চ ২০২১
৮	জনাব এস এম শাকিল আখতার	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০	২০ ডিসেম্বর ২০২২
৯	জনাব মোঃ হারুন-অর রশিদ	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১	-
১০	ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১২ মে ২০২২	-
১১	জনাব মোহাম্মদ খালেদ হোসেন	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১৩ ডিসেম্বর ২০২২	-

পরিচালক

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	হতে	পর্যন্ত
১	জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২২ মে ২০১৯	১০ জুন ২০২০
২	ড. মহাঃ বশিরুল আলম	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১০ আগস্ট ২০১৭	২৪ মার্চ ২০১৯
৩	জনাব ফারুক আহম্মদ	পরিচালক (যুগ্মসচিব)	১২ আগস্ট ২০১৭	২২ মে ২০১৯
৪	জনাব মোঃ শাহ্ আলম	পরিচালক (উপ-সচিব)	০২ জুলাই ২০১৭	-
৫	জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক	পরিচালক (উপ-সচিব)	১১ জুলাই ২০১৭	১৫ অক্টোবর ২০২০
৬	জনাব কামরুল হক মারুফ	পরিচালক (উপ-সচিব)	১১ জুন ২০১৭	০৯ জুলাই ২০২০
৭	জনাব এস. এম. তারিক	পরিচালক (উপ-সচিব)	১১ জুন ২০১৭	১৩ জুলাই ২০১৭
৮	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	পরিচালক (উপ-সচিব)	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯	১৭ মে ২০২১
৯	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সোনার	পরিচালক (উপ-সচিব)	০৩ নভেম্বর ২০১৯	২৫ এপ্রিল ২০২২
১০	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	পরিচালক (উপ-সচিব)	১৫ জুলাই ২০২০	-
১১	মিজ্ নাজিয়া শিরিন	পরিচালক (উপ-সচিব)	১৬ জুলাই ২০২০	১৬ জুন ২০২২
১২	জনাব মোহাম্মদ শফিউদ্দিন	পরিচালক (উপ-সচিব)	১৩ জুলাই ২০২১	১৭ জুন ২০২২
১৩	জনাব মোহাঃ আব্দুল মজিদ	পরিচালক (উপ-সচিব)	৯ জানুয়ারি ২০২৩	-
১৪	জনাব সুবীর চৌধুরী	পরিচালক	১০ জানুয়ারি ২০২৩	-

উপ-পরিচালক

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব মোঃ সোলায়মান	উপ-পরিচালক	১০ জানুয়ারি ২০২৩

কর্মকর্তা

প্রশাসন অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	কাজী আব্দুল জাহিদ	সহকারী পরিচালক	১ সেপ্টেম্বর ২০০১*
২	জনাব মোঃ শামসুল আলম খান	সহকারী পরিচালক	২ মে ২০১২
৩	মিজ্ তানিয়া আফরিন	সহকারী পরিচালক	৭ মে ২০১২
৪	জনাব মোঃ ইখতিয়ার হাসান খান	সহকারী পরিচালক	১৪ মে ২০১৪
৫	মিজ্ তাহমিনা আক্তার	কর্মকর্তা	১ আগস্ট ২০১১
৬	জনাব সমীর চন্দ্র সরকার	কর্মকর্তা	৩ জানুয়ারি ২০১২
৭	জনাব হামেদ বিন হাসান	কর্মকর্তা	২ মে ২০১২
৮	জনাব অমিত মজুমদার	কর্মকর্তা	২ মে ২০১২
৯	জনাব মোঃ সোহেল রানা	কর্মকর্তা	২ মে ২০১২
১০	মির্জা আবু ইউসুফ	কর্মকর্তা	৩০ ডিসেম্বর ২০১৫
১১	জনাব সুস্ময় মন্ডল	কর্মকর্তা	২৩ আগস্ট ২০১২
১২	জনাব এমদাদুল হক	প্রোগ্রাম অপারেটর	২ মে ২০১২
১৩	জনাব সুফিয়া আক্তার	প্রোগ্রাম অপারেটর	২ মে ২০১২
১৪	জনাব আশরাফ আলী	কম্পিউটার অপারেটর	২০ জুলাই ২০২২
১৫	জনাব আলাউদ্দীন আহম্মেদ	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২ মে ২০১২
১৬	জনাব মোঃ মাসুম শাহরিয়ার	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৫ জুন ২০২১

লাইফ অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব মোঃ আবু মাহমুদ	সহকারী পরিচালক	২৬ আগস্ট ২০১২
২	জনাব তানজিদ-উল-ইসলাম	কর্মকর্তা	২ মে ২০১২
৩	জনাব রুকসানা আসাদ বন্যা	কর্মকর্তা	২ মে ২০১২
৪	জনাব মোঃ আশিকুর রহমান উজ্জল	কম্পিউটার অপারেটর	৬ জুন ২০২২
৫	জনাব আশিফুল হক	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৫ জুন ২০২১
৬	জনাব তাসলিমা আক্তার	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২৭ জুন ২০২১

নন-লাইফ অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদুল মুসলিম	সহকারী পরিচালক	২ মে ১৯৯৪*
২	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া	সহকারী পরিচালক	১ নভেম্বর ২০০১*
৩	কাজী সাদিয়া আরবী	কর্মকর্তা	৩ জানুয়ারি ২০১২
৪	জনাব আলা উদ্দিন	কর্মকর্তা	২ মে ২০১২
৫	জনাব ফারজানা খালেদ	কর্মকর্তা	২২ আগস্ট ২০১২
৬	সৈয়দ শরীফুল হক	কর্মকর্তা	২২ মে ২০১৪
৭	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	কর্মকর্তা	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩*
৮	কাজী শবনম ফেরদৌসী	কর্মকর্তা	২৫ জানুয়ারি ২০১৫
৯	জনাব সামিয়া আরা চৌধুরী	প্রোগ্রাম অপারেটর	২ মে ২০১২
১০	জনাব বিশ্বজিত রায়	কম্পিউটার অপারেটর	২০ জুলাই ২০২২
১১	জনাব ওমর বিন খলিল	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৫ জুন ২০২১
১২	মিজ্ মোসাঃ পাপিয়া সুলতানা	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৫ জুন ২০২১

আইন অনুবিভাগ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	যোগদানের তারিখ
১	জনাব মোঃ রশিদুল আহসান হাবিব	সহকারী পরিচালক	৪ সেপ্টেম্বর ২০১১
২	মিজ্ রুমানা জামান	সহকারী পরিচালক	৯ নভেম্বর ২০১৪
৩	মিজ্ ফাহমিদা সারওয়ার	কর্মকর্তা	৩ জানুয়ারি ২০১২
৪	জনাব মুহাম্মদ শামসুল আলম	কর্মকর্তা	২ মে ২০১২
৫	জনাব মো মোস্তফা আল মামুন	কর্মকর্তা	৩ জানুয়ারি ২০১২
৬	জনাব মোঃ বিপ্লব হোসেন	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৫ জুন ২০২১

*সিআরসি কর্তৃক নিয়োজিত

বিশ্ব বীমা পরিস্থিতি

বিশ্ব অর্থনীতির চিত্র

২০১৮ সালে বিশ্বের মোট জিডিপির পরিমাণ ছিল ৮৬.২০১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৭ সালে ছিল ৮১.১৮২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই বছরে উন্নত দেশসমূহ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও জাপানের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৮% যা ২০১৭ সালের ২.৩% এর চেয়ে কম। একই সময়ে, চীন, ভারত, ব্রাজিল ও রাশিয়ার মত উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৫% যা বিশ্বের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া ২০১৮ সালে পণ্য ও সেবার বাণিজ্যে ৩.৬% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও চায়নার মধ্যকার বাণিজ্যের যুদ্ধ বিশ্ব বাণিজ্যের গতিকে স্লথ করে দিয়েছে যার ফলে ২০১৯ সালে বিশ্বের মোট জিডিপির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭.৫৫৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রবৃদ্ধি ২.৯% এ নেমে আসে যা ২০০৮ ও ২০০৯ সালের Financial Crisis এর সময়ের পর থেকে সবচেয়ে কম। বিশ্ব বাণিজ্যের অস্থিরতা ২০১৯ সালেও অব্যাহত ছিল যার ফলে নীতি নির্ধারণী অনিশ্চয়তা ও বিনিয়োগ হ্রাসের কারণে বিশ্ববাণিজ্য প্রবৃদ্ধির হার ০.৩ তে নেমে আসে যা এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন।

বিশ্ব বীমার চিত্র

সুইস-রি এর তথ্য মতে ২০১৮ সালে বৈশ্বিক মোট প্রিমিয়াম আয় প্রথমবারের মত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অর্জন করে এবং মোট প্রিমিয়াম আয় ৫,১৯৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যা বিশ্বের মোট জিডিপির ৬%। নামিক এবং প্রকৃত উভয় ক্ষেত্রেই প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ২০১৭ সালের তুলনায় প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। মূলত লাইফ বীমা শিল্পের প্রিমিয়াম আয়ে প্রবৃদ্ধি কম হওয়ার কারণেই প্রবৃদ্ধির হার কমেছে। ২০১৮ সালে লাইফ বীমা খাতে মাত্র ০.২% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং মোট প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ২,৮২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চীন বিশ্বের বৃহত্তম লাইফ বীমার বাজার। মূলত চীনে লাইফ বীমা খাতে প্রবৃদ্ধির হার কম হওয়াতে বিশ্বের মোট লাইফ বীমা খাতে এবং সর্বোপরি সামগ্রিক বীমা খাতে এর প্রভাব পড়েছে। ২০১৮ সালে বিশ্বের নন-লাইফ বীমা খাতের প্রিমিয়াম আয়ে ৩% প্রবৃদ্ধি হয়ে ২,৩৭৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০১৮ সালে উদীয়মান বাজারে সর্বোচ্চ ৭.১% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং এশিয়া প্রশান্ত অঞ্চলে ৬.৪% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা বিশ্বের নন-লাইফ বাজারের মোট প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৮ সালে বিশ্বের মোট বীমার ৫৪.৩০% এসেছে লাইফ বীমা খাত হতে এবং অবশিষ্ট ৪৫.৭০% এসেছে নন-লাইফ বীমা খাত হতে।

২০১৯ সালে বিশ্বের বীমা শিল্পের মোট প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ৬,২৯২.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ৪৬.৩৪% এসেছে লাইফ বীমা খাত হতে এবং ৫৩.৬৬% এসেছে নন-লাইফ বীমা খাত হতে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৯ সালে লাইফ বীমা ও নন-লাইফ বীমা খাতের মোট প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২,৯১৬.২৭ এবং ৩,৩৭৬.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উন্নত অর্থনীতির (Advance economy) দেশসমূহের মোট প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.১% তবে উদীয়মান বাজারে সর্বাধিক অর্থাৎ ৬.৬% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৯ সালে লাইফ বীমার প্রবৃদ্ধির হার ২.২% এ নেমে আসে তবে তা সর্বশেষ ১০ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ১.৫% এর চেয়ে বেশি। অন্যদিকে নন-লাইফ বীমা খাতে ১০১৯ সালের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫% যা বিগত ১০ বছরের গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে সামান্য বেশি।

বিশ্ব বীমায় বাংলাদেশের অবস্থান

২০১৯ সালে বাংলাদেশে মোট বীমা প্রিমিয়ামের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.১ শতাংশ এবং বিশ্বব্যাপী মোট বীমা প্রিমিয়ামের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৯ শতাংশ (সারণি ১)। বিশ্বব্যাপী মোট প্রিমিয়ামের মধ্যে লাইফ বীমা ব্যবসার অংশ ছিল ৪৬.৩০ শতাংশ। বাংলাদেশে মোট প্রিমিয়াম আয়ের ৭০ শতাংশ এসেছে লাইফ বীমা খাত হতে এবং নন-লাইফ ব্যবসায়ের অংশ ছিল ৩০.০০ শতাংশ (সারণি ২)।

সুইস রি (Swiss Re) কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী লাইফ বীমা ব্যবসায় ৮৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৫ তম। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী লাইফ বীমা প্রিমিয়াম ২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় একই সময়ে বাংলাদেশে লাইফ বীমা প্রিমিয়ামে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৩ শতাংশ (সারণি ১)।

সারণি ১

গ্রস প্রিমিয়ামের প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যকৃত প্রবৃদ্ধি হার ২০১৯ (শতকরা হিসাবে)

অঞ্চল/দেশ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ
উন্নত বাজার	১.৩	২.৭	২.১
ইমার্জিং বাজার	৫.৬	৭.৭	৬.৬
এশিয়া	২.৬	৭.৬	৪.৪
ভারত	৭.৩	৫.৭	৬.৯
বাংলাদেশ	১.৩	৭.৪	৩.১
বিশ্ব	২.২	৩.৫	২.৯

সূত্র: সুইস রি, সিগমা নং ৪/২০২০

২০১৯ সালে বাংলাদেশের নন-লাইফ বীমা খাতের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৪ শতাংশ। একই সময়ে বিশ্বব্যাপী নন-লাইফ বীমা খাতে প্রিমিয়ামের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির ছিল ৩.৫ শতাংশ (সারণি ১)। ২০১৯ সালে নন-লাইফ বীমা বাজারে বাংলাদেশের স্থান ছিল ৮৬তম।

সারণি ২

অঞ্চলভিত্তিক লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম ২০১৯ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অঞ্চল/দেশ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ
উন্নত বাজার	২২৯৮.৭ (৪৪.৮০)	২৮৩২.২২ (৫৫.২০)	৫১৩০.৯২ (১০০.০০)
ইমার্জিং বাজার	৬১৭.৫৭ (৫৩.১৬)	৫৪৪.১১ (৪৬.৮৪)	১১৬১.৬৮ (১০০.০০)
উন্নত এশিয়া-প্যাসিফিক	৬৪৫.১৬ (৬৯.০০)	২৮৯.২০ (৩১.০০)	৯৩৪.৩৬ (১০০.০০)
ইমার্জিং এশিয়া-প্যাসিফিক	৪৬৯.০৩ (৫৭.৮০)	৩৪২.০২ (৪২.২০)	৮১১.০৫ (১০০.০০)
ভারত	৭৯.৬৭ (৭৪.৯০)	২৬.৬৪ (২৫.১০)	১০৬.৩১ (১০০.০০)
বাংলাদেশ	১.০৩ (৭০.০০)	০.৪৪ (৩০.০০)	১.৪৭ (১০০.০০)
বিশ্ব	২৯১৬.২৭ (৪৬.৩০)	৩৩৭৬.৩৩ (৫৩.৭০)	৬২৯২.৬০ (১০০.০০)

সূত্র: সুইস রি, সিগমা নং ৪/২০২০, নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা শতকরা হিসেবে প্রদর্শন করছে

বাংলাদেশের বীমা পেনিট্রেশন এবং ডেনসিটি

বীমা পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব পরিমাপ করে একটি দেশের বীমা খাতের উন্নয়নের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মোট প্রিমিয়াম আয়কে মোট জিডিপির সাথে তুলনা করে পেনিট্রেশনের হার পরিমাপ করা হয় এবং মোট প্রিমিয়াম আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে বীমার ঘনত্ব পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে ২০১৭ সালে পেনিট্রেশন ০.৫৫ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে গিয়ে ২০১৮ সালে ০.৫৭ শতাংশ হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে পেনিট্রেশনের হার হ্রাস পেয়ে ০.৪৯ শতাংশ হয়েছে। বীমা ঘনত্বের পরিমাণ ২০১৭ সালে ৮.০ মার্কিন ডলার থেকে ২০১৮ সালে ৯.০০ মার্কিন ডলারে পৌঁছে এবং ২০১৯ সালে তা অপরিবর্তিত (৯.০০) ছিল (সুইস রি, সিগমা রিপোর্টের বিভিন্ন প্রকাশনা) (সারণি ৩)। বাংলাদেশের বীমাকারীদের সরবরাহকৃত নিরীক্ষিত তথ্যাদি থেকে বীমা পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব হিসেব করে উপস্থাপন করা হয়েছে (সারণি ৪, ৫ এবং লেখচিত্র ১, ২)।

বাংলাদেশে বীমার পেনিট্রেশন এবং ঘনত্ব কম হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের বাজারে কৃষি বীমা, সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা, দুর্যোগ বীমা এবং যানবাহনে চলাচলরত যাত্রীদের কোন বীমা সুবিধা বর্তমানে নেই যার ফলে ১৬৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র প্রায় ১৩ মিলিয়ন মানুষ বীমার আওতায় রয়েছে। তদুপরি, বীমা পণ্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বীমাকারীদের অনীহা রয়েছে। উপরন্তু উদ্ভাবনী বা ডিজিটাল পণ্যের অভাবে বাংলাদেশের বীমা খাত সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারছে না।

সারণি ৩

২০১৯ সালে কয়েকটি দেশের ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন এবং ডেনসিটি

দেশ	জিডিপি র‍্যাঙ্ক	প্রিমিয়াম র‍্যাঙ্ক	প্রিমিয়াম (ইউএস মিলিয়ন)	মার্কেট শেয়ার (%)	পেনিট্রেশন (%)	ডেনসিটি (ইউএস ডলার)	প্রবৃদ্ধি (%)
ইউএসএ	১	১	২৪৬০১২৩	৩৯.১	১১.৪৩	৭৪৯৫	৩.৯
ভারত	৬	১১	১০৬৩০৭	১.৬৯	৩.৭৬	৭৮	৯.২
মালেশিয়া	৩৬	৩৩	১৭১৫০	০.২৭	৪.৭২	৫৩৬	৩.৩
ফিলিপাইন	৩৭	৪৬	৩১৯৫	০.১	১.৭২	৫৭	৩.৭
বাংলাদেশ	৪৩	৬৯	১৪৭৫	০.০২	০.৪৯	৯	৭.৬
শ্রীলংকা	৬৫	৭৫	১০৯০	০.০২	১.২৫	৫১	-২.৪
ভিয়েতনাম	৪০	৪৫	৭৩৬৮	০.১২	২.২৪	৭৬	২১.৪

সূত্র: সুইস রি, সিগমা নং ৪/২০২০

সারণি ৪

বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), প্রিমিয়াম আয় এবং পেনিট্রেশন (২০১৫-১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	জিডিপি (চলতি মূল্যে) (কোটি টাকায়)	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)		পেনিট্রেশন %		
		লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ এবং নন-লাইফ
২০১৫	১৫১৫৮০২.৩০	৭৩১৬.০৯	২৬৪৩.০১	০.৪৮	০.১৭	০.৬৬
২০১৬	১৭৩২৮৬৩.৯০	৭৫৮৮.৪৫	২৭৭২.৮৮	০.৪৪	০.১৬	০.৬০
২০১৭	১৯৭৫৮১৫.২০	৮১৯৮.৪৬	২৯৮১.৪৩	০.৪১	০.১৫	০.৫৭
২০১৮	২২৫০৪৭৯.৩০	৮৯৮৯.০৭	৩৩৯৩.৯৪	০.৪০	০.১৫	০.৫৫
২০১৯	২৫৪২৪৮২.৬০	৯৫৯৯.৬৩	৩৭৮৯.৭৮	০.৩৮	০.১৫	০.৫৩

সূত্র: জিডিপি –বিশ্বব্যাংক এবং প্রিমিয়াম –আইডিআরএ

লেখচিত্র ১

বীমার পেনিট্রেশন (জিডিপিতে বীমার গ্রস প্রিমিয়ামের শতাংশ) (২০১৫-২০১৯)

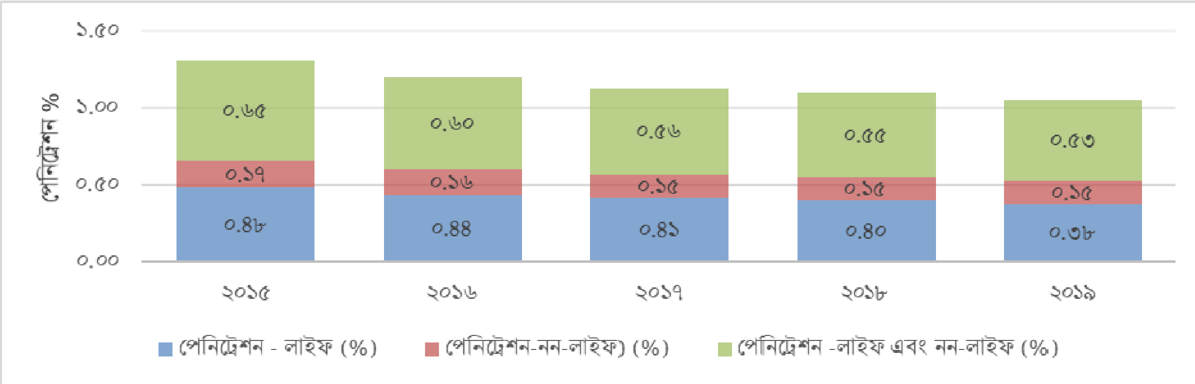

সারণি ৫

জনসংখ্যা এবং বীমার ঘনত্ব (২০১৫-২০১৯)

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)	বীমার ঘনত্ব (টাকায়)			ঘনত্ব (ইউএস ডলার)
		লাইফ	নন-লাইফ	মোট ব্যবসা	
২০১৫	১৬.১২	৪৫৩.৮৫	১৬৩.৯৬	৬১৭.৮১	৭.৯৫
২০১৬	১৬.৩০	৪৬৫.৬৯	১৭০.১৭	৬৩৫.৮৫	৮.১২
২০১৭	১৬.৪৭	৪৯৭.৮৭	১৮১.০৬	৬৭৮.৯৩	৮.৫৮
২০১৮	১৬.৪৬	৫৪৬.১২	২০৬.১৯	৭৫২.৩১	৮.৯৭
২০১৯	১৬.৭৫	৫৭৩.২০	২২৬.২৯	৭৯৯.৪৯	৯.৪৭

সূত্র: জনসংখ্যা—বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং প্রিমিয়াম—আইডিআরএ

লেখচিত্র ২

বীমার ঘনত্ব (মাথাপিছু গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ) (২০১৫-২০১৯)

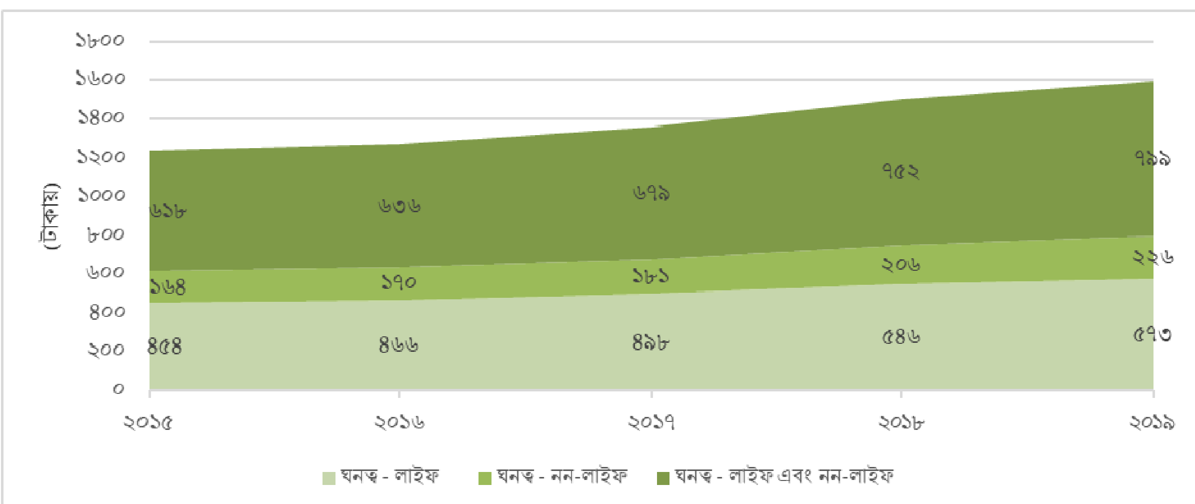

বাংলাদেশের বীমা শিল্পের পর্যালোচনা

বীমা খাতে অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও প্রিমিয়াম আয়ে প্রতিবছর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বীমা খাত (লাইফ ও নন-লাইফ) থেকে প্রাপ্ত মোট গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১০.৭৬% এবং ৮.১৩% যা পূর্ববর্তী ২০১৭ সালে ছিল ৭.৯০%। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে মোট প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২,৩৮৩.০১ এবং ১৩,৩৮৯.৪১ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী ২০১৭ সালে ছিল ১১,১৭৯.৮৯ কোটি টাকা (সারণি ৬ এবং লেখচিত্র ৩)।

সারণি ৬

প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

সাল	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)			প্রবৃদ্ধি - (%)		
	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ	লাইফ	নন-লাইফ	লাইফ ও নন-লাইফ
২০১৫	৭৩১৬.০৯	২৬৪৩.০১	৯৯৫৯.১০	৩.৩৯	৮.০৭	৪.৫৯
২০১৬	৭৫৮৮.৪৫	২৭৭২.৮৮	১০৩৬১.৩৩	৩.৭২	৪.৯১	৪.০৪
২০১৭	৮১৯৮.৪৬	২৯৮১.৪৩	১১১৭৯.৮৯	৮.০৪	৭.৫২	৭.৯০
২০১৮	৮৯৮৯.০৭	৩৩৯৩.৯৪	১২৩৮৩.০১	৯.৬৪	১৩.৮৪	১০.৭৬
২০১৯	৯৫৯৯.৬৩	৩৭৮৯.৭৮	১৩৩৮৯.৪১	৬.৭৯	১১.৬৬	৮.১৩

সূত্র: প্রিমিয়াম –সকল লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত এবং আইডিআরএ

লেখচিত্র ৩

প্রিমিয়াম আয় এবং বীমা শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)

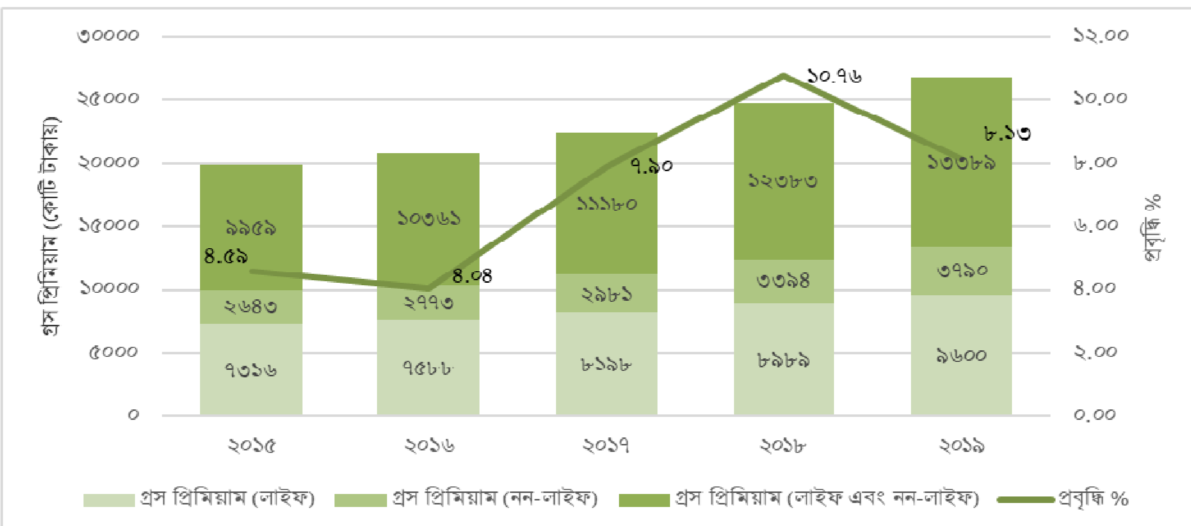

বীমা সম্পর্কে প্রচার প্রচারণা এবং লাইফ বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকে প্রিমিয়ামের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে যেখানে ২০১৭ সালে লাইফ বীমা খাতে গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.০৪ % সেখানে ২০১৮ সালে হয়েছিল ৯.৬৪% এবং ২০১৮ ও ২০১৯ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি হার ছিল যথাক্রমে ১৩.৮৪% ও ১১.৬৬% (২০১৭: ৭.৫২%) (সারণি ৬ এবং লেখচিত্র ৩)।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সাল পর্যন্ত বীমা শিল্পের মোট সম্পদের সিংহ ভাগ অর্থ্যাৎ ৩৮৬৮৮ কোটি টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৪১১৭৫ কোটি টাকা লাইফ বীমাকারীর আওতায় ছিল। লাইফ বীমাকারীদের মোট সম্পদ ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ৬.৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-লাইফ বীমা বীমাকারীদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে ছিল ১১২৯৩ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে ১২০৭৫ কোটি টাকা হয়েছে, এতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯২%। লাইফ এবং নন-লাইফ বীমাখাতে সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে বীমা শিল্পে সম্পদের বৃদ্ধি পায়, ২০১৮ সালে সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার ৩.৭৫% যা ২০১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৫৪% হয়। মূলত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বীমাকারীর সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র ৪)।

লেখচিত্র ৪

বাংলাদেশের বীমাশিল্পে মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)

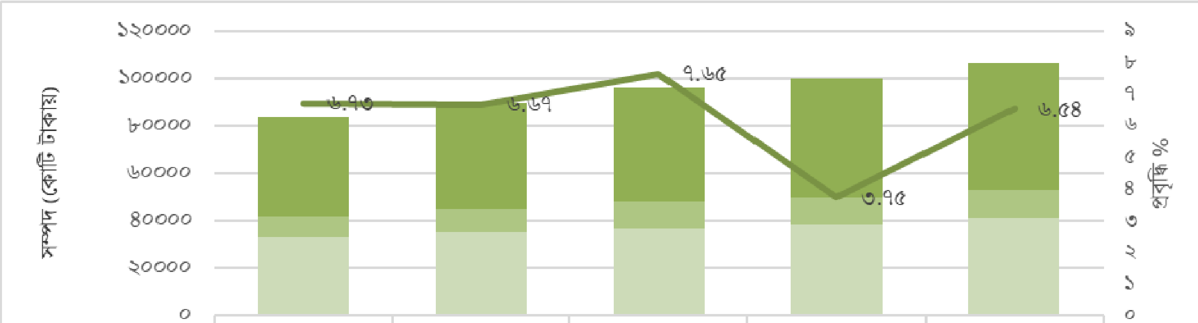

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোট সম্পদ	৪১৯৫২	৪৪৭৫১	৪৮১৭৭	৪৯৯৮১	৫৩২৪৯
নন-লাইফ	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪	১১২৯৩	১২০৭৫
লাইফ	৩৩২৮৯	৩৫০১৪	৩৭০৫২	৩৮৬৮৮	৪১১৭৫
প্রবৃদ্ধি %	৬.৭৩	৬.৬৭	৭.৬৫	৩.৭৫	৬.৫৪

সূত্র: সম্পদ - সকল লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত এবং আইডিআরএ

লেখচিত্র ৫

বাংলাদেশের বীমাশিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)

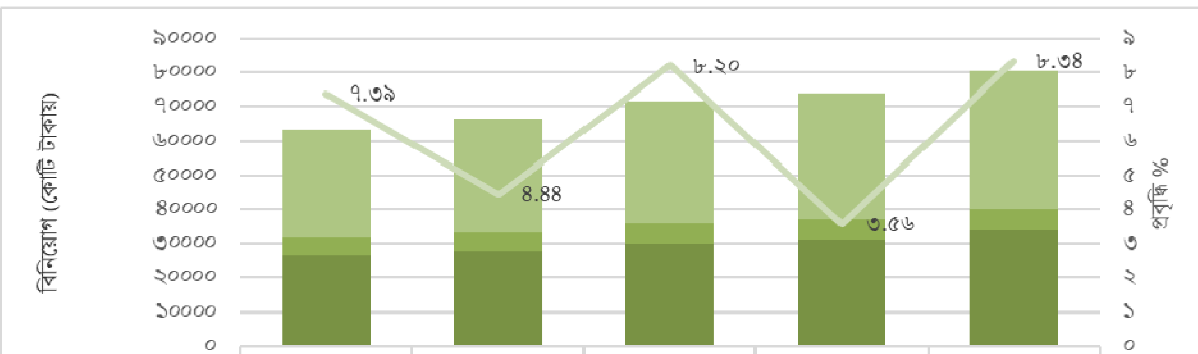

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোট বিনিয়োগ	৩১৬৭২	৩৩০৭৭	৩৫৭৮৯	৩৭০৬৫	৪০১৫৬
নন-লাইফ	৪৮৮৪	৫১৮৯	৫৮৫৫	৫৯৮৫	৬৩২৫
লাইফ	২৬৭৮৮	২৭৮৮৮	২৯৯৩৪	৩১০৮০	৩৩৮৩১
প্রবৃদ্ধি %	৭.৩৯	৪.৪৪	৮.২০	৩.৫৬	৮.৩৪

সূত্র: বিনিয়োগ - সকল লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত এবং আইডিআরএ

লাইফ ও নন-লাইফ বীমা খাতে ২০১৭ সালে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৮.২০% এবং এই হার ২০১৮ সালে উল্লেখযোগ্য হারে কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩.৫৬%। সামগ্রিকভাবে প্রতি বছর বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে তবে প্রবৃদ্ধি হার ছিল ক্রমহ্রাসমান। ২০১৯ সালে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.৩৪%। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১৭ সালের ৩৫,৭৮৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৪০,১৫৬ কোটি টাকা হয়েছে (লেখচিত্র ৫)। ২০১৯ সালের হিসেব অনুযায়ী মোট সম্পদের ৭৫.৪১% বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন এবং বীমা খাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শাসনামলে বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বীমা আইন, ১৯৩৮ কে রহিত করে বীমা আইন, ২০১০ এবং একই সাথে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে ১৮ মার্চ ২০১০ সালে সরকার কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক ২৬ জানুয়ারি ২০১১ সালে চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্যের সমন্বয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারি ২০১১ সালে চেয়ারম্যান এবং দু'জন সদস্যের যোগদানের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন সদস্য, তিনজন নির্বাহী পরিচালক, তিনজন পরিচালক এবং ৭৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের অবহেলিত বীমা খাত-কে বিকশিত এবং দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এ খাতের প্রতি তিনি সুনজর দিয়েছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশনা এবং বীমা শিল্পের জন্য সময়ে সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ এ শিল্পের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে। আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নির্দেশনা মোতাবেক বীমা শিল্পের উন্নয়নে বীমা গ্রাহকের বীমা দাবি নিষ্পত্তি, বীমা শিল্পে ডিজিটাইজেশন, মানুষ্য সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য বীমা এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বীমার পরিধি বিস্তৃত করাসহ স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বীমার সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রচার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করতে সরকারের বৃহৎ প্রকল্পসমূহ এখন দেশীয় বীমার আওতাভুক্ত। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্প, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইন প্রকল্প, মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি।

জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪

বীমা শিল্পের উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ১১ জুন ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত একটি গেজেটের মাধ্যমে জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ প্রণয়ন করে। জাতীয় বীমা নীতিমালায় নির্দেশিত ৫০টি কর্মপরিকল্পনার মধ্যে ইতোমধ্যে ১২ টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

কর্তৃপক্ষের সভা

কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের ১২৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত নীতি নির্ধারণী পর্যায়সহ ১১৭৩টি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার শতকরা প্রায় আটানব্বই ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ

বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিবন্ধিত ৩২ টি লাইফ এবং ৪৫ টি নন-লাইফ বেসরকারি বীমা কোম্পানি রয়েছে। ২০১৯ সালে কর্তৃপক্ষ থেকে নতুন বীমা কোম্পানি হিসেবে আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ কে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। তবে ২০১৮ সালের পূর্বে ১৪ টি লাইফ এবং ২ টি নন-লাইফ বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধনকৃত বীমা কোম্পানিসমূহের তালিকাসহ পরিশোধিত মূলধনের পাবলিক অংশের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার তথ্য (সংযুক্তি ১) এবং (সংযুক্তি ২) তে বিস্তারিত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বীমা কোম্পানির নিবন্ধন সনদ নবায়নের পূর্বে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং ত্রৈমাসিক রিটার্ন বিশ্লেষণ করে কোম্পানির অবস্থা নিরূপন করা হয়। নিবন্ধন সনদ নবায়ন ফি বাবদ কর্তৃপক্ষের আয় সারণী ৭-এ বর্ণিত রয়েছে:

সারণি-৭

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত নিবন্ধন সনদ প্রদান এবং নবায়ন ফি (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর) [মিলিয়ন টাকায়]

বৎসর	লাইফ	নন-লাইফ	মোট ফিস
২০১০-১১	০	০.৪২	০.৪২
২০১১-১২	১৯২.৯১	৫২.২৮	২৪৫.১৯
২০১২-১৩	২৪৭.৪৬	৭৭.৮২	৩২৫.২৮
২০১৩-১৪	২১৮.৭৭	৬৮.২৪	২৮৭.০১
২০১৪-১৫	২১৯.২৩	৭৫.৫০	২৯৪.৭৩
২০১৫-১৬	২৩৪.১৫	৭৮.০৮	৩১২.২৩
২০১৬-১৭	২৪২.২৬	৮৬.৬০	৩২৮.৮৬
২০১৭-১৮	২৩০.২৩	১১০.২৬	৩৪০.৪৯ (অনিরীক্ষিত)
২০১৮-১৯	৭৮.২৪	২৭.৪৩	১০৫.৬৭ (অনিরীক্ষিত)
২০১৯-২০২০	৮৪.৪৫	৩০.০৮	১১৪.৫৩ (অনিরীক্ষিত)

বীমা জরিপকারী

২০১৯ সাল শেষে বাংলাদেশে মোট ১৩৭ টি লাইসেন্সধারী বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এর মধ্যে ৯৪টি ঢাকা বিভাগে, ৩৯টি চট্রগ্রাম বিভাগে, ৩টি খুলনা বিভাগে এবং ১টি রাজশাহী বিভাগে। বর্তমানে বাংলাদেশে বীমা জরিপকারী প্রতিষ্ঠান সাত শ্রেণি যেমন- (১) অগ্নি (২) মটর (৩) নৌ-কার্গো (৪) নৌ-হাল (৫) এভিয়েশন (৬) ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (৭) বিবিধ জরিপ কাজ পরিচালনা করছে। ২০১৮ সালে প্রণয়নকৃত বিধিমালায় তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সালে মোট ১৩৭ টি জরিপকারী প্রতিষ্ঠান থেকে লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ কর্তৃপক্ষের আয় সারণী ৮-এ বর্ণিত রয়েছে:

সারণি-৮

জরিপকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন ফি (২০১১-২০১৯ অর্থবছর)

বৎসর	মিলিয়ন টাকায়
২০১০-১১	০.২০
২০১১-১২	০.৫৯
২০১২-১৩	০.৫৪
২০১৩-১৪	০.৫৬
২০১৪-১৫	০.৫৪
২০১৫-১৬	০.৫৪
২০১৬-১৭	০.৫২
২০১৭-১৮	০.৫৫ (অনিরীক্ষিত)
২০১৮-১৯	০.৫৯ (অনিরীক্ষিত)
২০১৯-২০২০	০.৫৩ (অনিরীক্ষিত)

এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান

কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান করে। বীমা শিল্পে ২০১৯ সালের শেষ দিকে ৩৩টি লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪,৮৪,৬৯৬ জন এবং ৪৫টি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২,৪৭৮ জন এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। বর্ণিত আয় সারণি ৯-এ উল্লেখ করা হল:

সারণি ৯

এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু এবং নবায়ন ফি (২০১১- ২০১৯ অর্থবছর) (মিলিয়ন টাকায়)

বৎসর	এজেন্ট ফি (লাইফ)	এজেন্ট ফি (নন-লাইফ)	মোট এজেন্ট ফি
২০১০-১১	৪.৩১	০.২৫	৪.৫৬
২০১১-১২	১৯.৬৭	১.৯৮	২১.৬৫
২০১২-১৩	১১.০৩	২.২৬	১৩.২৬
২০১৩-১৪	১৭.৮৯	০.৪৫	১৮.৪৩
২০১৪-১৫	২৩.১৬	০.৪৪	২৩.৬০
২০১৫-১৬	১০.১৩	০.৫২	১০.৬৫
২০১৬-১৭	৮.৫৪	০.৪১	৮.৯৫
২০১৭-১৮	৭.১৬	০.৩৬	৭.৫২ (অনিরীক্ষিত)
২০১৮-১৯	৮.১২	.৪৮	৮.৬০ (অনিরীক্ষিত)
২০১৯-২০২০	৫.৬১	.৩৪	৫.৯৫ (অনিরীক্ষিত)

বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ৫৮(১) এর বিধান মোতাবেক ‘কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা অর্জন বা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বীমা এজেন্ট বা এজেন্ট নিয়োগকারী বা ব্রোকার ব্যতীত অন্য কাহাকেও কমিশন বা অন্য কোন নামে কোন পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক পরিশোধ করিবে না বা প্রদান করার জন্য কোন চুক্তি করিবে না।’ অতিরিক্ত কমিশন প্রদান রোধকল্পে কর্তৃপক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

লাইফ বীমা পরিকল্পের অনুমোদন

বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ১৬ এর বিধান মোতাবেক ২০১৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল সময়কালের মধ্যে বেশ সংখ্যক বিভিন্ন প্রকৃতির লাইফ বীমা পরিকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদনকৃত বীমা পরিকল্প, যেমন- ক্ষুদ্র বীমা, সঞ্চয়ী বীমা, পেনশন বীমা, রাইডার হিসেবে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু (এডিএবি) এবং স্থায়ী অক্ষমতা (পিডিএবি) এবং স্বাস্থ্য সেবা, মেয়াদী বীমা, শিশু সুরক্ষা বীমা, হজ্ব বীমা, দেনমোহর বীমা, এডুকেশন এক্সপেন্স এ্যাস্যুরেন্স প্ল্যান, মর্টগেজ এ্যাস্যুরেন্স প্ল্যান, ফ্যামিলি প্রটেকশন প্ল্যান এবং এসএমই লোন প্রটেকশন প্ল্যান (**সংযুক্তি ৩**) রয়েছে।

এছাড়া বিদেশে বিশেষত মধ্য প্রাচ্যে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের বীমার সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের এই বীমা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি (সিআরসি) কর্তৃক নন-লাইফ বীমা পণ্যের অনুমোদন

বীমা আইন, ১৯৩৮ এর ৩বিবিবি ধারায় ১৯৯০ সালের ৬ মে প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক নন-লাইফ বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য নতুন বীমা পণ্য, প্রিমিয়াম রেট ও অন্যান্য শর্তাদি নির্ধারণের জন্য সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি গঠন করেন। তৎপরবর্তীতে বীমা আইন, ২০১০ এর ১৭ ধারা ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ১৫ ধারা মোতাবেক সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি উক্ত কাজগুলি করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ নতুন বীমা পণ্য, প্রিমিয়াম রেট ও অন্যান্য শর্তাদি অনুমোদন দিয়ে থাকে। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ সিআরসি এর সুপারিশের ভিত্তিতে নন-লাইফ বীমা ব্যবসার জন্য ফায়ার ও মেরিন শ্রেণির ট্যারিফ রেট সংশোধন করে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে যা এর পূর্বে ২০০০ সালে সংশোধিত হয়েছিল। বীমা অধিদপ্তর হতে কর্তৃপক্ষ গঠনের পর ২০১৯ সাল পর্যন্ত সিআরসি-এর মোট ১৬৮ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহের মাধ্যমে নন-লাইফ বীমাকারীর বেশ কিছু সংখ্যক পরিকল্প কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে এবং সংযুক্তি ৪ এ সকল পরিকল্প বর্ণিত রয়েছে।

সমন্বয় সভা

বীমা কোম্পানিসমূহের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত প্রতি তিন মাসে সমন্বয় সভা করা হয় এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে কোম্পানিসমূহের আর্থিক বিবরণীর তুলনামূলকচিত্র উক্ত সভায় তুলে ধরা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন

বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর অধীনে ৯ টি বিধিমালা এবং ১৫ টি প্রবিধানমালা প্রণয়নপূর্বক গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে (সংযুক্তি ৫)। এছাড়া বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিধি এবং প্রবিধানামালা চূড়ান্তকরণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত বিধি এবং প্রবিধানমালা বাস্তবায়নের সাথে সাথে বীমা শিল্পের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সম্ভবপর হবে। তদুপরি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এবং বীমা আইন, ২০১০ এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নির্ভর করবে এই দু'টি আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল বিধি প্রবিধান প্রণয়নের ওপর। বীমা এজেন্ট নিয়োগ ও নিবন্ধন প্রবিধানমালা, পরিদর্শন ও তথ্য চাহিবার ক্ষমতা প্রবিধানমালা, লাইফ বীমাকারীর উদ্বৃত্ত বন্টন প্রভৃতি প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবিধানমালা যেমন হিসাব ও স্থিতিপত্র, সলভেন্সী মার্জিন এবং ব্যাংকএ্যাস্যুরেন্স সম্পর্কিত বিধি বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

পরিদর্শন

কর্তৃপক্ষ ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একাধিক অনসাইট পরিদর্শন করেছে (সারণি-১০)। অনসাইট পরিদর্শন পরিচালনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বীমা আইন অনুসারে বীমা প্রতিষ্ঠান বীমা ব্যবসা পরিচালনা করছে কিনা তা যাচাই করা। তাছাড়া, প্রিমিয়াম গ্রহণ ব্যতিরেকে পলিসি আন্ডার রাইটিং করা বা কম প্রিমিয়াম জমা করে পলিসি আন্ডার রাইটিং করা এবং অতিরিক্তি কমিশন প্রদান না করাসহ বিভিন্ন বিষয়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সাথে যাচাই করা হয়।

সারণি-১০

২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বীমা কোম্পানিতে পরিদর্শনের সংখ্যা

বৎসর	পরিদর্শনের সংখ্যা
২০১১	৭
২০১২	১৪৩
২০১৩	২০
২০১৪	১৬
২০১৫	৯০
২০১৬	২৪
২০১৭	০
২০১৮	২৬
২০১৯	৩০

বীমা আইন এবং কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট সার্কুলারে উল্লেখিত বিধি বিধান এবং নির্দেশনা পরিপালনের বিষয় পরীক্ষা করার লক্ষ্যে মূলত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনসাইট পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অ্যান্টি মানিলন্ডারিং হলো বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় এবং বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবিধানের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং বিরোধী বিধি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এন্টি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিষয়গুলিও পরিদর্শন সময় যাচাই করা হয়। অনসাইট পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষিত বিষয়গুলি বীমাকারীদেরকে জানিয়ে কর্তৃপক্ষে শুনানির মাধ্যমে বীমা আইনের বিধান মোতাবেক পরিদর্শন দলের প্রতিটি পর্যবেক্ষণ নিষ্পত্তি করা হয়।

জরিমানা আরোপ

বীমা শিল্পকে শৃঙ্খলায় আনয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন দলকে নিয়মিত বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়সমূহে প্রেরণ করা হয়। বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি পরিদর্শন ম্যানুয়াল তৈরি করে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। পরিদর্শন দলের প্রতিবেদন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনিয়ম বা আইন লঙ্ঘন বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা কোম্পানির জবাবের জন্য শুনানির আয়োজন করা হয়। শুনানির পর অনিয়ম বা আইন লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে বীমা আইন, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপসহ বিভিন্ন নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রদান করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ হতে ৩৫৬ টি অন-সাইট পরিদর্শন করে, বীমা প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তি এবং বিবিধ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭.৪৬ মিলিয়ন টাকা জরিমানা আরোপ করেছে যা সারণি ১১-তে বর্ণিত রয়েছে।

সারণি ১১

২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত জরিমানা [মিলিয়ন টাকায়]

বছর	লাইফ	নন-লাইফ	মোট জরিমানা
২০১০-১১	০.১০	১.৫৭	১.৬৭
২০১১-১২	৯.৪৮	১৩.৮৭	২৩.৩৫
২০১২-১৩	২.৮৮	৮.৬৫	১১.৫৩
২০১৩-১৪	৩.৭৩	৪.০৫	৭.৭৮
২০১৪-১৫	৩.৩৬	১১.০৮	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	৪.০৩	৪৫.২৫	৪৯.২৮
২০১৬-১৭	৩.৬৩	৩৩.৯৯	৩৭.৬২
২০১৭-১৮	২.৪২	১৯.৩৭	২১.৭৯ (অনিরীক্ষিত)
২০১৮-১৯	০	১৬.০৫	১৬.৫ (অনিরীক্ষিত)
২০১৯-২০২০	৮.১	৫.৬	১৩.৫ (অনিরীক্ষিত)

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- সকল বীমা পলিসিতে বীমা গ্রাহকের ফোন নম্বর সংরক্ষণ এবং KYC নিশ্চিত করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
- বীমা দাবি দ্রুত নিষ্পত্তি, বীমা পলিসির কোন সমস্যার দ্রুত সমাধানসহ বীমা পলিসি সংক্রান্ত সকল তথ্য সহজেই বীমা গ্রাহক যাতে জানতে পারে এজন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক সকল বীমাকারী কর্তৃক হট লাইন নম্বর চালু করা হয়েছে
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যতিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হবে না মর্মে একটি সার্কুলারের মাধ্যমে বীমাকারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়
- বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের ইতিবাচক ধারণা এবং বীমা শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপি ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রচারণার অংশ হিসেবে সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সভা ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়
- বীমাখাতের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বীমাকারী কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে বীমা দাবির অর্থ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়
- কর্তৃপক্ষ সকল স্টেকহোল্ডারদের সুবিধার্থে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্তসহ একটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করেছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ প্রদানের সুবিধাও রয়েছে
- বীমাগ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার বা অন্যান্য স্টেকহোল্ডার বা সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ গ্রহণের দুই দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য বীমাকারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়
- বীমাকারীর পরিচালনাপর্ষদ, নিরীক্ষা কমিটি, দাবি কমিটি, নির্বাহী কমিটি ইত্যাদি সভার কার্যবিবরণীসহ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়
- ভূমি, ভবন, ফ্ল্যাট ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়/বিক্রয়/হস্তান্তর/লিজ/অনুদান সম্পর্কিত তথ্য ও দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য বীমা কোম্পানিসমূহকে চেক লিস্টসহ নির্দেশনা প্রদান করা হয়
- লাইফ ও নন-লাইফ বীমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করার কাজকে ত্বরান্বিত করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বীমা কোম্পানিসমূহকে চেক লিস্টসহ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে

- বীমা কোম্পানিসমূহকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) [০.০১ মিলিয়ন] টাকার উর্ধ্বে লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়
- নাগরিক সুবিধা প্রদানের জন্য সিটিজেন চার্টার তৈরি করে কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়
- গতানুগতিক বীমা পলিসির পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্ভাবনী বীমা পরিকল্প চালু করার জন্য কোম্পানিসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানির হিসাবসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ নিরীক্ষার জন্য টার্ম অব রেফারেন্স তৈরিপূর্বক নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়

নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ

- টেরিফ রেইট লংঘন বন্ধ করার নির্দেশনা
- বাকিতে ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশনা
- পরিচালকদের নিজস্ব কোম্পানিতে ব্যবসা সীমিত করার নির্দেশনা
- পরিচালকদের যুগপৎ অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালক না থাকার নির্দেশনা
- জরিপকারীদের মাশুল ও অন্যান্য খরচাদি পুনঃনির্ধারণ
- বীমা আইনের বিধান অনুযায়ী সেন্ট্রাল রেটিং কমিটির মাধ্যমে প্রিমিয়াম ট্যারিফ নির্ধারণ
- পুনঃবীমা সম্পর্কিত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশনা
- বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশনা
- এজেন্ট ব্যতিত অন্য কাউকে প্রিমিয়ামের উপর শতকরা হারে পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক প্রদান না করার নির্দেশনা।

লাইফ বীমার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ

- লাইফ বীমাকারীর অর্জিত প্রিমিয়ামের উপর প্রদেয় কমিশন পরিশোধ এবং তামাদি পলিসি নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্কুলার জারি এবং তা বাস্তবায়ন
- লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমাতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একাধিক বৈঠক
- নতুন অনুমোদন প্রাপ্ত লাইফ কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোসহ ব্যবসায়িক বিবিধ বিষয় এবং পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য সমন্বয় সভায় নির্দেশনা প্রদান
- কমিশনভিত্তিক জনবলের স্তর পুনর্বিন্যাসকরণ
- কোম্পানির সম্পদের বিনিয়োগের সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ বিবরণী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশনা
- বছর শেষে বীমাকারীর ব্যবসার হিসাব সমাপন করে প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের নির্দেশনা
- লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহে একচ্যুয়ারিদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি বীমা কোম্পানিতে একচ্যুয়ারিয়াল বিভাগ প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা।

ইনোভেশন টিম

কর্তৃপক্ষের একজন পরিচালক এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট 'ইনোভেশন টিম' গঠিত হয়েছে। ইনোভেশন টিম নিয়মিতভাবে বীমা ব্যবসার বিকাশ, দাবি নিষ্পত্তি, সেবা সহজিকরণ এবং বিভিন্ন অনিয়ম প্রতিরোধের জন্য নতুন উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ করছে। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণকে পাবলিক সার্ভিসেস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা অনেক উন্নত হওয়ার ফলে কর্তৃপক্ষের পরিসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ২০১৭ সালে কর্তৃপক্ষের বার্ষিক উদ্ভাবনী পরিকল্পনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়, যা সরকারের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। তদুপরি, উদ্ভাবনী কার্যক্রমে জড়িত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণকে 'এটুআই' দ্বারা বেশ কয়েকবার সেবা সহজিকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী দল নিরলসভাবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প

বীমা খাতের উন্নয়নের জন্য ১১৮.৫০ কোটি টাকার সরকারি অর্থায়ন এবং বিশ্বব্যাংক এর ৫১৩.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ৬৩২.০০ কোটি টাকার অর্থায়নে Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনকে পেশাদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হবে এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। দেশের সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসলে বীমা খাতের উন্নয়নের সাথে সাথে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হবে, ফলশ্রুতিতে বীমা গ্রাহকদের আস্থার সংকট নিরসন হবে এবং বীমা খাতের প্রিমিয়াম আয়সহ সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

বীমা মেলার আয়োজন

বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির তথা বীমার বার্তা সকলের নিকট পৌছানোর লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৬ সালে দেশে প্রথমবারের মতো বীমা মেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের সহযোগিতায় ঢাকায় ২০১৬ সালে, সিলেটে ২০১৭ সালে, চট্রগ্রামে ২০১৮ সালে এবং খুলনাতে ২০১৯ সালে বীমা মেলার আয়োজন করা হয়। প্রায় সকল বীমা প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এই বীমা মেলার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, বীমা দাবির অর্থ পরিশোধ, বিভিন্ন বীমা পণ্যের প্রচার ও বিক্রয়, বীমা শিল্পের কর্মক্ষেত্রের উন্নতি, বীমা দাবি নিষ্পত্তির তথ্য, কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য এবং বীমা বেনিফিট সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা। ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রথম সার্ক ইন্স্যুরেন্স সামিট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফেয়ার

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে অংশগ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল পরিসেবা সম্পর্কিত সেমিনারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং পুরস্কার লাভ করে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন মেলা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসারে কর্তৃপক্ষ বীমা কোম্পানিসমূহকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এ ধরণের মেলায় বীমা কোম্পানিসমূহ জনসাধারণের কাছে যাওয়ার প্রচুর সুযোগ পায়। এটি বীমাখাতের বিকাশে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে।

বীমা গ্রাহকদের আস্থার সংকট নিরসন

বীমার প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থার সংকট এ শিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বীমা গ্রাহকদের প্রাপ্য দাবির অর্থ যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে পরিশোধ না করার কারণে গ্রাহকদের মধ্যে আস্থার সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলশ্রুতিতে বীমা আর্থিক খাতের অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। বীমা খাতের আস্থার সংকট নিরসণ করার লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিম্নেবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

ক) বীমা গ্রাহকদের যে সকল অভিযোগ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে জমা হয় সে গুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একজন সদস্যের নেতৃত্বে একটি সেল গঠন করা হয়েছে এবং পাঁচজন কর্মকর্তা এ বিষয়টি সার্বক্ষণিক তদারকি করছে।

খ) বীমাকারীর ওয়েবসাইটে দাবি সংক্রান্ত তথ্য এবং বীমা পণ্য সম্পর্কিত ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে আপালোড করার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রতিটি কোম্পানি জনসচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে সেগুলো তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে।

বিগত বছরগুলোতে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে বীমা দাবি নিষ্পত্তি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে লাইফ ও নন-লাইফ সেক্টরে মোট উত্থাপিত বীমা দাবির পরিমাণ ছিল ১০৪৬৫.৯০ কোটি টাকা যার মধ্যে লাইফ-এ বীমা দাবি পরিশোধের হার ৮৮.৮৮% এবং নন-লাইফ-এ বীমা দাবি পরিশোধের হার ছিল ৪০.৮৭%। কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টার ফলে ২০১৯ সালে লাইফ ও নন-লাইফ খাতে উত্থাপিত মোট ৯৮২৮.৫৮ কোটি টাকা বীমা দাবির বিপরীতে লাইফ খাতে ৮৯.৫৫% বীমা দাবি এবং নন-লাইফ খাতে ৫২.০৭% বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।

অর্থ পাচার রোধে পদক্ষেপ

অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কে একটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আই.ডি.আর.এ) পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে। অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে কর্তৃপক্ষ হতে বীমা কোম্পানিসমূহকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে, আগস্ট ২০১৭, সেপ্টেম্বর ২০১৮ এবং ডিসেম্বের ২০১৯ সালে কক্সবাজারে চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (CAMLCO) এর সম্মেলন করা হয়। এছাড়াও, মানি-লন্ডারিং বিষয়ে গত জুন ২০১৯ সালে বীমা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকল বীমা কোম্পানি ও কর্পোরেশনসমূহ সকল ক্যামলকো-কে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স সেল (এফআইসি) গঠন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহকদের জন্য Know Your Customer (KYC) ফর্ম প্রবর্তন করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং একই সাথে কর্তৃপক্ষ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালনের বিষয়টি খুব সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এখন বিএফআইইউ এর সাথে একত্রিতভাবে কাজ করছে এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

বীমা শিল্পে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের একটি কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে কর্তৃপক্ষে একটি সভা করা হয়। উক্ত সভার নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানেও শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠিত হয়েছে এবং উক্ত কমিটি নিয়মিত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরকার প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয় এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা পরিচালনা

কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এবং বাংলা ভাষা সার্কুলেশন আইন, ১৯৮৭ এর ৩ ধারা অনুযায়ী রিট পিটিশন নং ১৬৯৬/২০১৪ এর আদেশ কার্যকর করার জন্য কাজ করছে। দেশের বাইরে যোগাযোগ ব্যতিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও কর্তৃপক্ষ বাংলা ব্যবহার করে সব ধরণের যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। জনগণের সুবিধার্থে সকল বীমা কোম্পানি এবং কর্পোরেশনসমূহকে প্রস্তাব পত্র ও পলিসি ডকুমেন্ট বাংলায় এবং একই সাথে বাংলার পাশাপাশি ২য় ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

আইএআইএস এবং এএফআই এর সদস্যপদ গ্রহণ

যুগপোযোগী ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বীমা খাতের তদারকি ও উন্নয়নের যাত্রাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ আইএআইএস এবং এএফআই এর সদস্য হয়েছে।

তৃতীয় পুঁজিবাজার উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন

তৃতীয় পুঁজিবাজার উন্নয়ন কর্মসূচির (সিডিএমপি ৩) রূপরেখা প্রণয়নে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত দ্যা এরিস গ্রুপ এবং ক্যাপিটাল গ্রুপ এর দু'জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

বীমাক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন

গ্রাহক পর্যায়ে তথ্যের অপর্যাপ্ততা বীমা শিল্পের অন্যতম বড় একটি সমস্যা। গ্রাহকরা সময় সময় বিভিন্ন তথ্য জানতে চায় যেমন: বীমার টাকা জমা হল কিনা? পরবর্তী কিস্তি কখন জমা দিতে হবে? জমার রশিদ যদি হারিয়ে যায় তাহলে কি হবে? এসকল প্রশ্নের উত্তর যখন গ্রাহকরা পায় না তখন তাদের মধ্যে এক ধরণের অনাস্থা তৈরি হয় যার ফলে অনেক পলিসি গ্রাহক কিছুদিন প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেওয়ার পর আর প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে উৎসাহিত হয় না। আবার অনেকে দিলেও সব সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। এসকল বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ Unified Messaging Platform (UMP) নামক একটি প্রযুক্তি বিগত ২০১৯ সালে গ্রহণ করে। আগামীতে প্রিমিয়াম জমার পর বীমা গ্রাহকের নিকট SMS প্রেরণ, প্রিমিয়াম রিমাইন্ডার মেসেজ প্রেরণ, বকেয়া প্রিমিয়ামের জন্য এসএমএস, ইলেকট্রনিক প্রিমিয়াম রিসিপ্ট প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাইজেশন সেবা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

ওয়ার্কশপ/সেমিনার

কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সালে বীমা বিষয়ে বেশ কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প’ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে নভেম্বর ৫-৭, ২০১৯ তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ অনুষ্ঠিত ১৫তম আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রবীমা সম্মেলন, SDG অর্জনে বীমা শিল্পের ভূমিকা, এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৯ এর খসড়ায় ব্যাংকাস্যুরেন্স অন্তর্ভুক্তি, হাওড় এলাকায় কৃষি বীমা সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতা, স্বাস্থ্য বীমা, বীমা সম্পর্কে সচেতনতা, অবলিখন কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, UMP (Unified Massaging Platform) পরিচালনা, তথ্য প্রযুক্তির মৌলিক ব্যবহার, উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করা হয়। এই সকল সেমিনার ও ওয়ার্কশপে স্থানীয় বীমা ব্যক্তিত্বসহ আন্তর্জাতিক বীমা পেশাদাররা উপস্থিত ছিলেন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কর্মকর্তাগণ, বীমাকারীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তাগণও এই সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন।

বীমা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সভা

কর্তৃপক্ষের নিকট ২০১৯ সালে উত্থাপিত লাইফ বীমা দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত শুনানি, ই-মেইল এবং পত্রে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ৪৩,৭৬৪ টি বীমা দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের নিকট ২০১৯ সালে উত্থাপিত নন-লাইফের ৩৮ টি বীমা দাবির মধ্যে ২৮ টি বীমা দাবি নিষ্পত্তি করা হয়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ৭৩ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি) প্রবিধানামালা, ২০১২' এর বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধিসহ পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হয়। ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত এই বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি ১১২টি সভা করে ৩২টি অভিযোগের মধ্যে ২৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। বীমা আইনের প্রত্যক্ষ নির্দেশনার পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বীমা সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপি সরাসরি জনসম্মুখে বীমা গ্রাহকের চেক হস্তান্তরের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে অন্য একটি নির্দেশনাও জারি করার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিত এসকল চেক বীমা গ্রাহকের মাঝে হস্তান্তর করা হয়।

আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রতিবেদন

বীমাকারী থেকে প্রাপ্ত আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করে। এই সকল প্রতিবেদনে বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রিমিয়াম আয়, সম্পদের পরিমাণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, স্থায়ী আমানতের পরিমাণসহ বিভিন্ন আর্থিক তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

আর্থিক তথ্য সংগ্রহ

বীমা শিল্পের দক্ষতা বিশ্লেষণের জন্য কর্তৃপক্ষ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বীমা শিল্পের তথ্য এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। এতে মোট সম্পদ, বীমা ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রস প্রিমিয়াম, কমপ্রিহেনসিভ ইনকাম, বীমা কোম্পানিসমূহের আর্থিক অবস্থা, বিভিন্ন রেশিও যেমন- রিটেনশন রেশিও, ক্লেইম রেশিও, কম্বাইন্ড রেশিও, ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও এবং ইল্ড অব লাইফ ফান্ড রেশিও ইত্যাদি রয়েছে।

প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বীমা

প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ শ্রম বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রবাসে যায়। প্রবাসে তারা নানা প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করে থাকে। প্রবাসে অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে মারা যায় আবার অনেকে মানসিক সমস্যায় ভোগে। প্রবাসীকর্মীদের এ দুরবস্থা বিবেচনায় নিয়ে প্রবসীকর্মীদের জন্য বীমা সুবিধা চালুর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা প্রস্তুত করে। এর আলোকে জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রবাসগামী সকল কর্মী বর্তমানে বীমার আওতায় চলে এসেছে।

এ বীমা স্কিম এর আওতায় দুই ধরণের বীমা সুবিধা রয়েছে। প্রথমটির প্রিমিয়াম হার ৯৯০ টাকা এবং বীমা অংকের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয়টির প্রিমিয়ামের পরিমাণ ২,৪৭৫ টাকা এবং বীমা সুবিধার পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। গ্রাহকের মৃত্যুতে বীমা অংকের শতভাগ প্রদান করা হবে। তাছাড়া, চোখ, হাতসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের হানি হলেও বীমা অংকের শতভাগ প্রদান করা হবে। তাছাড়া, আংশিক অঙ্গাহানির ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে আংশিক বীমা দাবি পরিশোধ করা হবে।

বীমা শিল্পের উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ হতে প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সময়ে সময়ে দেয়া নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বীমা শিল্পের বিকাশে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা', হাওড় এলাকায় কৃষি বীমা, সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা, বেকারত্ব বীমা, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীদের জন্য বীমা, খেলোয়াড়দের জন্য বীমা, ব্যক্তিগত সুরক্ষায় স্বল্প অংকে সুরক্ষা বীমা, রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য বীমা, বাধ্যতামূলক ভবন বীমা ছাড়াও দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক একচ্যুয়ারি সৃষ্টির জন্য সরকারিভাবে বৃত্তি প্রদান, শেয়ারবাজারে বীমা কোম্পানিসমূহের তালিকাভুক্ত করণের উদ্যোগ, ব্যাংকাসুরেন্স পদ্ধতি চালুকরণে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ সকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বীমা শিল্প দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ

বীমা আইন, ২০১০ এর ৮০ ধারা এবং বীমা কোম্পানি (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ) প্রবিধানমালা, ২০১২ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বীমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ অনুমোদন প্রদান করে। ২০১৯ সালে লাইফ বীমায় ১১ জন এবং নন-লাইফ বীমায় ৭ জন প্রস্তাবিত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন বীমা কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন।

বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন

বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ১৪ এর বিধান, বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপন (লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন) প্রবিধানমালা, ২০১২ এবং বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের জন্য লাইসেন্স ফি বিধিমালা, ২০১২ এর বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ থেকে বীমা কোম্পানিসমূহের শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১০১ টি লাইফ এবং ২০১২ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৩৬৫ টি নন-লাইফ বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন কর্তৃপক্ষ থেকে দেয়া হয়।

কর্তৃপক্ষের আয় এবং ব্যয়

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ১৬ ধারায় উল্লেখিত বিধান মোতাবেক সংগৃহীত আয় যেমন-নিবন্ধন নবায়ন ফি, এজেন্ট লাইসেন্স ফি, আরোপিত জরিমানা ইত্যাদি থেকে কর্তৃপক্ষের অফিস ভাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি, অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, গাড়ির জ্বালানি এবং রক্ষণাবেক্ষণ, স্টেশনারিসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হয়। সরকারের নিকট থেকে ৮০ লক্ষ টাকা অনুদান নিয়ে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আয় থেকে ১২৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ১০ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সারণি-৫৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-১২

কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় বিবরণী (২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর)

অর্থ বছর	আয়	টাকার পরিমাণ	ব্যয়	টাকার পরিমাণ
২০১০-১১	সরকারি অনুদান	৮০,০০,০০০	ব্যয়	৩৩,৫৭,১৪৩
	ফি থেকে আয়	৭১,৫৭,০৫৪	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	১,১৭,৯৯,৯১১
	মোট	১,৫১,৫৭,০৫৪	মোট	১,৫১,৫৭,০৫৪
২০১১-১২	ফি ও অন্যান্য থেকে থেকে আয়	২৯,১৭,৮৪,৩৭৯	ব্যয়	২,৩৪,৩৮,৪৬৪
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	১,৬৭,১৬,৮৯৬		
	অন্যান্য আয়	৩৬,৬৫০	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৮,৫০,৯৯,৪৬১
	মোট	৩০,৮৫,৩৭,৯২৫	মোট	৩০,৮৫,৩৭,৯২৫
২০১২-১৩	ফি থেকে আয়	৩৫,২৭,৩৩,০২৬	ব্যয়	৩,৮৬,২৮,০৭৮
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৪,৮৭,০০,০৯৯		
	অন্যান্য আয়	২,৭৮,৯১৭	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩৬,৩০,৮৩,৯৬৪
	মোট	৪০,১৭,১২,০৪২	মোট	৪০,১৭,১২,০৪২
২০১৩-১৪	ফি থেকে আয়	৩১,৯৪,৪৪,০৬০	ব্যয়	৭,৬৬,৩৫,৯৬৭
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৬,৮১,০১,২৯৩		
	অন্যান্য আয়	৯৮,০৮৬	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩১,১০,০৭,৪৭১
	মোট	৩৮,৭৬,৪৩,৪৩৯	মোট	৩৮,৭৬,৪৩,৪৩৯
২০১৪-১৫	ফি ও অন্যান্য থেকে থেকে আয়	৩৩,৭১,২৭,৮৫৫	ব্যয়	৯,৯০,৯৭,০৬৭
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৭,৩৮,৩৩,৮৩৩		
	অন্যান্য আয়	৭,৩৭,৩৪৬	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩১,২৬,০১,৯৬৭
	মোট	৪১,১৬,৯৯,০৩৪	মোট	৪১,১৬,৯৯,০৩৪
২০১৫-১৬	ফি থেকে আয়	৩৭,৫৮,৫৬,৩২৮	ব্যয়	৭,৯৬,২৫,৬৪৪
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৭,৮৮,৭০,০৫৬		
	অন্যান্য আয়	৩,৬৪,৬২১	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩৭,৫৪,৬৫,৩৬১
			আয়কর	(৯,৩৮,৬৬,৩৪০)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৮,১৫,৯৯,০২১
	মোট	৪৫,৫০,৯১,০০৫	মোট	৪৫,৫০,৯১,০০৫

অর্থ বছর	আয়	টাকার পরিমাণ	ব্যয়	টাকার পরিমাণ
২০১৬-১৭	ফি থেকে আয়	৩৭,৭৭,৩৯,৫৩৮	ব্যয়	৮,৯৭,৯৮,৩৩৫
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৬,৩১,৯৯,৯৩৭		
	অন্যান্য আয়	২৩,৮৫,২২৮	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৩৫,৩৫,২৬,৩৬৮
			আয়কর	(৮,৮৩,৮১,৫৯২)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৬,৫১,৪৪,৭৭৬
	মোট	৪৪,৩৩,২৪,৭০৩	মোট	৪৪,৩৩,২৪,৭০৩
২০১৭-১৮ (অনিরীক্ষিত)	ফি থেকে আয়	৩৭,২৯,৩৯,২৬৬	ব্যয়	১২,৯১,১৪,৪৭৫
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৩,৭৬,০০,০০০		
	অন্যান্য আয়	২৯,৩৫,১৯৯	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২৮,৪৩,৫৯,৯৮৯
			আয়কর	(৭,১০,৮৯,৯৯৭)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	২১,৩২,৬৯,৯৯২
	মোট	৪১,৩৪,৭৪,৪৬৫	মোট	৪১,৩৪,৭৪,৪৬৫
২০১৮-১৯ (অনিরীক্ষিত)	ফি থেকে আয়	১৩,০৩,২৩,৪৭৭	ব্যয়	১১,৪১,৯৭,৯১৩
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৫,৫৫,৬৮,৩৩৩		
	অন্যান্য আয়	২৩,৩৮,৭৩৬	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৭,৪০,৩২,৬৩৩
			আয়কর	(১,৮৫,০৮,১৫৮.২৫)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৫,৫৫,২৪,৪৭৪.৭৫
	মোট	১৮,৮২,৩০,৫৪৬	মোট	১৮,৮২,৩০,৫৪৬
২০১৯-২০ (অনিরীক্ষিত)	ফি থেকে আয়	১৩,২১,৪৪,৪২১	ব্যয়	৯,৪৩,৯৭,৬৪৬
	স্থায়ী আমানত এবং ব্যাংক হিসাব থেকে সুদ	৭,০৬,৮৮,২৯৯		
	অন্যান্য আয়	২১,০৩,৭৪০	ব্যয় অতিরিক্ত আয়	১১,০৫,৩৮,৮১৪
			আয়কর	(২,৭৬,৩৪,৭০৩.৫০)
			ব্যয় অতিরিক্ত আয়	৮,২৯,০৪,১১০.৫০
	মোট	২০,৪৯,৩৬,৪৬০	মোট	২০,৪৯,৩৬,৪৬০

লাইফ বীমা

প্রিমিয়াম

লাইফ বীমা খাতে ২০১৮ সালে ৮,৯৮৯.০৬ কোটি টাকার প্রিমিয়াম আয় অর্জিত হয়েছে যা ২০১৭ সালে ছিল ৮১৯৮.৪৬ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে লাইফ বীমা খাতে ৯.৪৬% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা ২০১১ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ। মূলত লাইফ বীমাকারীদের জোরালো প্রচেষ্টা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক চাঙ্গাভাবের কারণে এ বছর উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি কিছুটা মন্থর ছিল। তা সত্ত্বেও ২০১৯ সালে ৬.৭৯% এর মত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়ে মোট প্রিমিয়াম আয় ৯,৫৯৯ কোটি টাকায় পৌঁছে এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতে প্রিমিয়াম আয় ৯,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অর্জন করে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে এবং বীমাকারীদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এক্ষেত্রে মানুষের ভোগযোগ্য আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। মানুষের আয়ের একটি অংশ বীমায় বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং এ সুযোগকে বীমাকারীরা কাজে লাগাতে পারলে আগামী বছরগুলোতে প্রিমিয়াম আয় আরও বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০% এর মত লোকের বিভিন্ন বীমা সুবিধা রয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের বৃহৎ অংশ বীমার আওতার বাইরে। এ বৃহৎ অংশকে বীমার আওতায় নিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে যা সামগ্রিক প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

সারণি ১৩

লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং উপ-শ্রেণির শেয়ার (%) (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

সাল	একক	ক্ষুদ্র বীমা	গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য	ইসলামী	মোট
২০১৫	৪৮০২.১৯	১২৯০.৮৫	৩৩৪.২৪	৮৮৮.৮১	৭৩১৬.০৯
	(৬৫.৬৪)	১৭.৬৪	৪.৫৭	১২.১৫	১০০
২০১৬	৫০৮০.৭৩	১১৮০.২৭	৩৬৩.৬১	৯৬৩.৮৫	৭৫৮৮.৪৫
	৬৬.৯৫	১৫.৫৫	৪.৭৯	১২.৭	১০০
২০১৭	৫৫৫৮.৮৮	১২০২.১৭	৪৯১.৭৩	৯৪৫.৬৭	৮১৯৮.৪৬
	৬৭.৮	১৪.৬৬	৬	১১.৫৩	১০০
২০১৮	৫৯৬৬.৩৭	১৩৮৯.২০	৫৮৯.১৭	১০৪৪.৩৩	৮৯৮৯.০৭
	৬৬.৩৭	১৫.৪৫	৬.৫৫	১১.৬২	১০০
২০১৯	৬৩৪৭.৯৪	১৪৮১.৬২	৬৯৭.০০	১০৭৩.০০	৯৫৯৯.৫৬
	৬৬.১৩	১৫.৪৩	৭.২৬	১১.১৮	১০০

লেখচিত্র ৬

২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের প্রিমিয়াম আয়ের প্রবৃদ্ধির হার

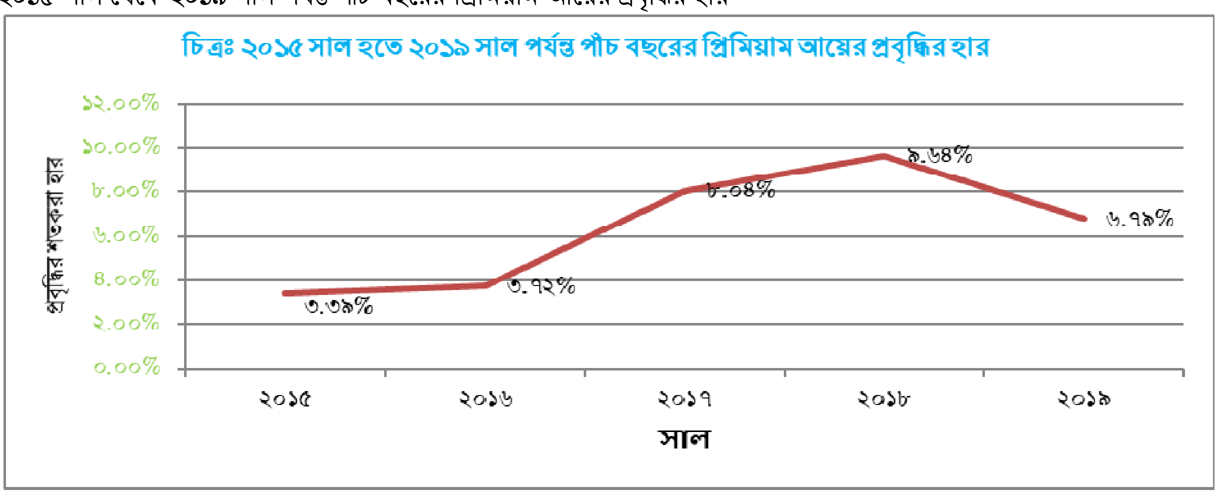

সারণি ১৪

লাইফ বীমা শিল্পের মোট প্রিমিয়াম আয়, রি-ইন্স্যুরেন্স, নিট প্রিমিয়াম এবং রিটেনশন (%) (২০১৫-২০১৯)

সাল	মোট প্রিমিয়াম আয় (কোটি টাকা)	রি-ইন্স্যুরেন্স বাবদ প্রিমিয়াম (কোটি টাকা)	নিট প্রিমিয়াম (কোটি টাকা)	রিটেনশন (%)
২০১৫	৭৩১৬.০৯	১৬.৫৩	৭২৯৯.৫৭	৯৯.৭৭%
২০১৬	৭৫৮৮.৪৫	২৩.৩৪	৭৫৬৫.১১	৯৯.৬৯%
১০১৭	৮১৯৮.৪৬	২৯.৮৩	৮১৬৮.৬৩	৯৯.৬৪%
২০১৮	৮৯৮৯	২.৯০	৮৯৬৩.২২	৯৯.৬২%
২০১৯	৯৫৯৯	৪৫.২৮	৯৫৫৪.৪০	৯৯.৮২%

খাত ভিত্তিক প্রিমিয়াম আয়

২০১৮ ও ২০১৯ সালে যথাক্রমে ৮,৯৮৯ ও ৯৫৯৯ কোটি টাকার প্রিমিয়াম আয় অর্জিত হয়েছে। প্রিমিয়াম আয়কে চারটি শ্রেণিতে যথা: একক (ব্যক্তিক পলিসি), মাইক্রো (ক্ষুদ্র) ইন্স্যুরেন্স, গ্রুপ ও হেলথ এবং ইসলামী তাকাফুল এই চার ভাগে বিভাজন করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সারণি ১৩ ও ১৪ এবং পাই চার্ট ৭ ও ৮ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৮ সালের প্রিমিয়াম আয়ের পোর্টফলিও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মোট ব্যবসায়ের ৬৬% হল একক বীমা ব্যবসা। একক বীমা ব্যবসা বলতে বোঝায় বিভিন্ন মেয়াদী পলিসি যেগুলো সরাসরি কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম আয় এসেছে মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স খাত হতে যেখানে মোট প্রিমিয়াম আয়ের ১৫% অর্জিত হয়েছে এছাড়া ইসলামী তাকাফুল হতে ১২% এবং গ্রুপ বা হেলথ হতে ৭% প্রিমিয়াম আয় অর্জিত হয়েছে।

লেখচিত্র ৭

২০১৮ সালে লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (%)

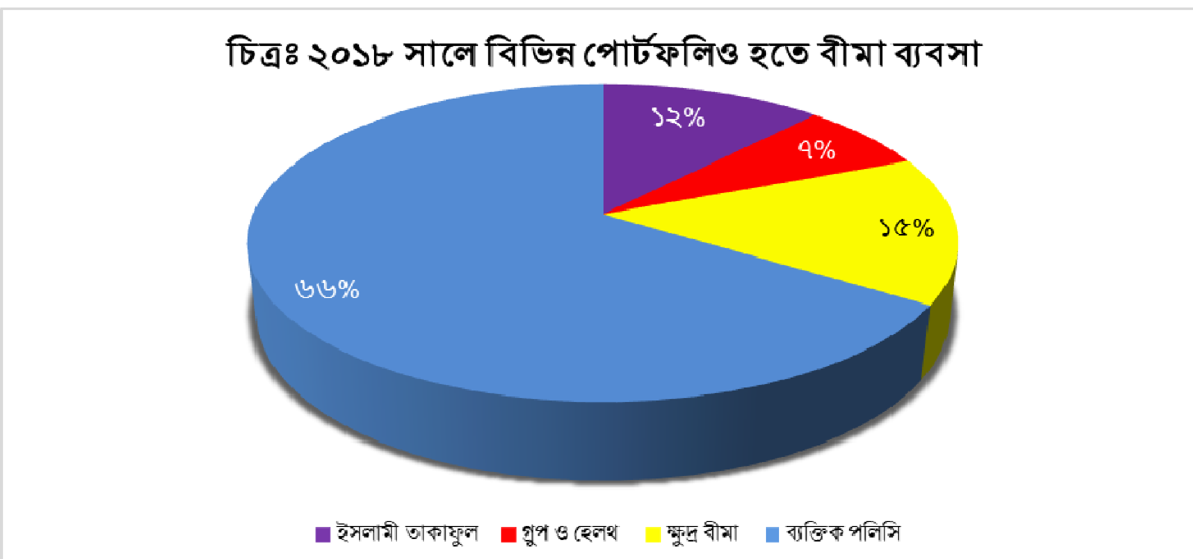

২০১৯ সালের পোর্টফলিও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালেও একক বীমা হতে ৬৬% প্রিমিয়াম আয় অর্জিত হয়েছে। এছাড়া মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স খাতে অর্জিত প্রিমিয়াম আয় ২০১৮ সালের তুলনায় ১% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১৬% হয়েছে। কিন্তু ইসলামী তাকাফুল খাতে ২০১৮ সালের তুলনায় ১% কমে ২০১৯ সালে ১১% হয়েছে। এছাড়া গ্রুপ ও হেলথ খাত হতে ২০১৮ সালেও ৭% প্রিমিয়াম আয় অর্জিত হয়েছে।

লেখচিত্র ৮

২০১৯ সালে লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (%)

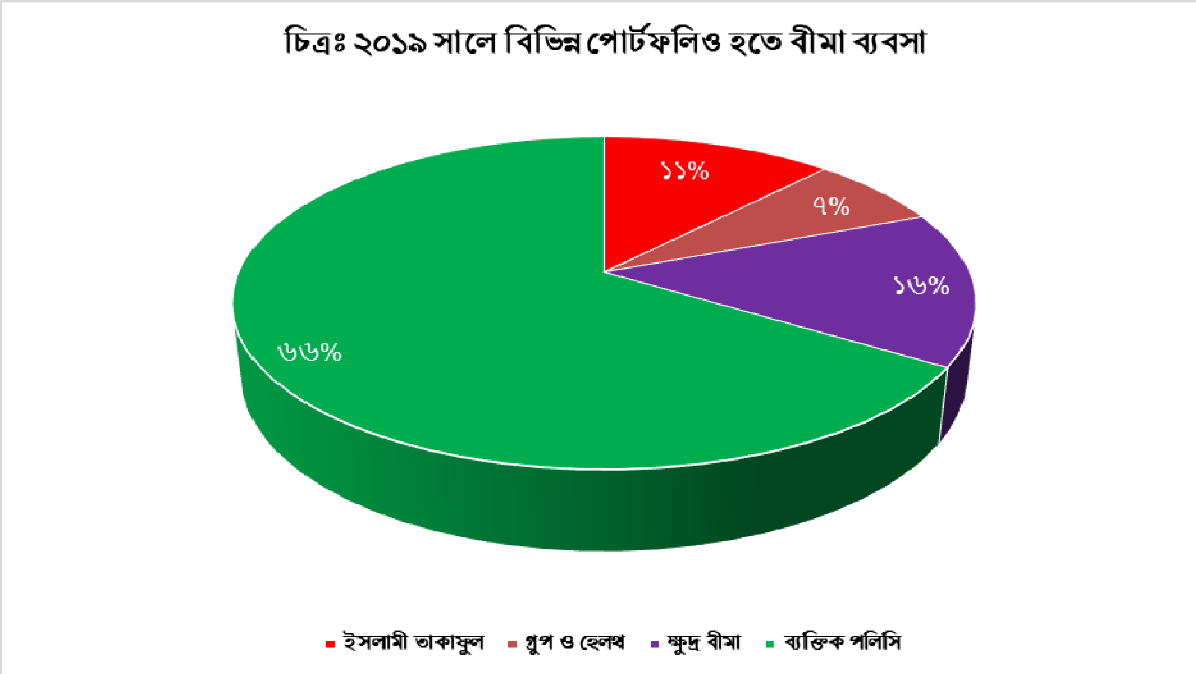

নতুন বিপণন ব্যবস্থা চালু, মানুষের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন বীমা পরিকল্প উদ্ভাবন ও গ্রাহকসেবা বৃদ্ধি করা গেলে আরও অধিক পরিমাণ মানুষকে বীমার আওতায় আনার সুযোগ তৈরি হবে। এক্ষেত্রে বীমাকারীদেরকে অবশ্যই গ্রাহকদের সুবিধার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রাহক সেবা শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রথম বর্ষ ও রিনিউয়াল/নবায়ন প্রিমিয়াম আয়

বীমা খাতের নবায়ন প্রিমিয়াম আয় কম হওয়ার অন্যতম কারণ হল পলিসি হোল্ডারদের পলিসি নবায়নের হার অত্যন্ত কম। বীমাকারীরা প্রতি বছর যে পরিমাণ প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম অর্জন করে থাকে তার মধ্যে কম সংখ্যক পলিসিই নবায়ন হয়ে থাকে। সারণি ১৫ ও সারণি ১৬ তে প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়, দ্বিতীয় বর্ষে নবায়ন প্রিমিয়াম আয় ও তৃতীয় বর্ষের নবায়ন প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণি ১৫ তে উল্লিখিত প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়ে গ্রুপ ও হেলথ যোগ করে দেখানো হয়েছে কিন্তু সারণি ১৬ এ প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়ের সাথে গ্রুপ ও হেলথ প্রিমিয়াম আয় বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে। সাধারণত গ্রুপ ও হেলথ ইন্স্যুরেন্স এক বছর বা দুই বছরের জন্য করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গ্রুপ ও হেলথ পলিসিগুলোর নবায়ন হওয়ার সুযোগ নেই। বীমাগ্রহীতা যদি বীমাকারীর সাথে পুনরায় চুক্তি নবায়ন করে থাকে তাহলে এটি প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয় হিসেবেই বিবেচিত হবে।

সারণি ১৬ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালে গ্রুপ ও হেলথ ব্যতিত মোট প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয় ছিল ২,৩০১ কোটি টাকা যার মধ্যে ২০১৮ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষে ১,২৫৮.৫০ কোটি টাকা নবায়ন বাবদ এসেছে। এক্ষেত্রে টাকার অংকে ৫৪.৭০% পলিসি নবায়ন হয়েছে বাস্তবে কতটি পলিসি নবায়ন বাবদ এসেছে তা পলিসির সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে। অন্যদিকে ২০১৮ সালে প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়ের ২,৬২২.২৯ কোটি টাকা (সারণি ১৬) যার মধ্যে ১,২৩১.৮৩ কোটি টাকা উক্ত প্রিমিয়াম আয় হতে পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১৯ সালে নবায়ন হিসেবে অর্জিত হয়েছে যা ২০১৮ সালের প্রিমিয়াম আয়ের ৪৭%। এক্ষেত্রে টাকার অংকে ৫৩% পলিসির অর্থ নবায়ন হয়নি।

সারণি ১৫

গ্রুপ ও হেলথসহ ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ এবং ৩য় বর্ষ ও তদুর্ধ্ব বছরের প্রিমিয়াম আয় (২০১৫ -২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়	রিনিউয়াল/নবায়ন প্রিমিয়াম আয়	
		দ্বিতীয় বর্ষ	তৃতীয় বর্ষ বা তদুর্ধ্ব
২০১৫	২৮০১.০৮	৮৫৩.৯৪	৪৩৬০.৭১
২০১৬	২৪০৯.২১	৯৫৭.৭৪	৪২২১.১৬
২০১৭	২৭৯২.৯২	৯৫৯.৫৭	৪৪৪৫.৯৭
২০১৮	৩২১১.৪৬	১২৫৮.৫০	৪৫১৯.১১
২০১৯	৩৩৭১.৭১	১২৩১.৮৩	৪৯৯১.৬৯

সারণি ১৬

গ্রুপ ও হেলথ ইন্স্যুরেন্স ব্যতিত বছরভিত্তিক প্রিমিয়াম আয় (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

সাল	গ্রুপ ও হেলথ ইন্স্যুরেন্স ব্যতিত বছর ভিত্তিক প্রিমিয়াম আয়	রিনিউয়াল/নবায়ন প্রিমিয়াম আয়	
		দ্বিতীয় বর্ষ	তৃতীয় বর্ষ বা তদুর্ধ্ব
২০১৫	২৪৬৬.৮৪	৮৫৩.৯৪	৪৩৬০.৭১
২০১৬	২০৪৫.৬০	৯৫৭.৭৪	৪২২১.১৬
২০১৭	২৩০১.১৯	৯৫৯.৫৭	৪৪৪৫.৯৭
২০১৮	২৬২২.২৯	১২৫৮.৫০	৪৫১৯.১১
২০১৯	২৬৭৪.৭১	১২৩১.৮৩	৪৯৯১.৬৯

পলিসি নবায়ন না হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল প্রথম বর্ষ ব্যবসায়ের লক্ষ্য পূরণের জন্য মানসম্পন্ন পলিসি ক্রয় না করা, গ্রাহক সেবার ঘাটতি, বিদ্যমান গ্রাকদের প্রতি কম যত্নবান হওয়া ইত্যাদি। প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয়ের বৃহৎ একটি অংশ ব্যয় হয়ে যায়, বীমাকারীরা বীমা চুক্তির প্রকৃত সুবিধা ভোগ করার জন্য পলিসির নবায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি কিন্তু পলিসি নবায়ন কম হওয়ার কারণে এর প্রভাব বীমাকারীর অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের ওপর পড়ে। এছাড়া নবায়ন প্রিমিয়াম আয় বেশি হলে বীমাকারীরা অধিক পরিমাণ অর্থ অনুমোদিত সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করতে পারে যা গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রচারমূলক কাজে ব্যয় করার সুযোগ তৈরি করে। বর্তমানে সমগ্র লাইফ খাতে যে হারে নবায়ন প্রিমিয়াম আয় আসে তা থেকে বীমাকারীর অপরিহার্য খরচ চালানো দুরূহ হয়। সেক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন ও বিজ্ঞাপন খাতে অর্থ ব্যয় করা যায় না। এছাড়া কর্মীদেরকে উচ্চ হারে বেতন প্রদান করা যায় না যা আবার মানসম্পন্ন কর্মী নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে থাকে। সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বীমাকারীদেরকে নবায়ন প্রিমিয়াম আয়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে এ বিষয়ে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অল্পসংখ্যক বীমাকারী রয়েছে যাদের প্রথম বর্ষ প্রিমিয়াম আয় কম কিন্তু তাদের নবায়ন প্রিমিয়াম আয় ভাল যা তাদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে দৃঢ় করে।

মার্কেট শেয়ার

লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতে মেটলাইফ ২০১৮ সালে মোট প্রিমিয়ামের ২৯.৩০% অর্জন করে যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৩০.১৭%। এর পরেই রয়েছে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ, ২০১৮ সালে যাদের মোট মার্কেট শেয়ার ছিল ১১.৭৮% এবং ন্যাশনাল লাইফ ১০.৭৫ % মার্কেট শেয়ার দখল করে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৮ সালে অন্যান্য কোম্পানির মধ্যে পপুলার লাইফ ৮.৯৪%, ডেল্টা লাইফ ৭.৩৯%, জীবন বীমা কর্পোরেশন ৫.৭১%, মেঘনা লাইফ ৪.৮২ এবং প্রাইম ইসলামী লাইফ ৪.০৩% মার্কেট শেয়ার রয়েছে। এছাড়াও সারণি ১৭ থেকে দেখা যায় যে ০ থেকে .৫% এর মধ্যে মার্কেট শেয়ার রয়েছে এমন বীমাকারীরর সংখ্যা ১২ টি যথাঃ আলফা, বায়রা, বেস্ট. চাটার্ড, ডায়মন্ড, গোল্ডেন, যমুনা, এলআইসি, মার্কেন্টাইল, এনআরবি গ্লোবাল, প্রটেক্টিভ, স্বদেশ, ট্রাস্ট ও জেনিথ লাইফ।

২০১৯ সালেও বীমাকারীদের মার্কেট শেয়ার সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও অধিকাংশ কোম্পানি তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান ধরে রেখেছে। ন্যাশনাল লাইফ ২০১৮ সালের ১০.৭৫% মার্কেট শেয়ার ২০১৯ সালে ১১.২৩% এ উন্নীত করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম অর্জনকারী বীমাকারী হিসেবে তাদের অবস্থান উন্নীত করেছে এবং ফারইস্ট ইসলামী লাইফের প্রিমিয়াম আয় ২০১৮ সালে ছিল ১০৫৮.৭৮ কোটি টাকা যা ২০১৯ সালে সামান্য কমে দাঁড়িয়েছে ১০৫৬ কোটি টাকা। তাদের প্রিমিয়াম আয়ে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তাদের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়ে তৃতীয় অবস্থানে চলে এসেছে। এছাড়া, পপুলার লাইফ, ডেল্টা লাইফ, মেঘনা লাইফ ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের ২০১৯ তাদের পূর্বের অবস্থান ধরে রেখেছে। সারণি ১৭ ও ১৮ তে বিস্তারিত তথ্যাদি বর্ণিত রয়েছে যা দেখা যেতে পারে।

সারণি ১৭

বীমাকারীভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম এবং মার্কেট শেয়ার ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯

	২০১৬		২০১৭		২০১৮		২০১৯	
	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার
বীমাকারী	(কোটি টাকায়)	(%)	(কোটি টাকায়)	(%)	(কোটি টাকায়)	(%)	(কোটি টাকায়)	(%)
আলফা	৫.৫৩	০.০৭	৬.০৯	০.০৭	৬.৯২	০.০৮%	৩.৮৬	০.০৪%
বায়রা	১৮.০৮	০.২৪	১৩.৯৯	০.১৭	১০.৭৮	০.১২%	৬.০৬	০.০৬%
বেস্ট	৮.১	০.১১	১১.৩৪	০.১৪	১৮.৩৩	০.২০%	১৮.৯৭	০.২০%
চার্টার্ড	৭	০.০৯	৮.৫১	০.১	১১.০২	০.১২%	১৬.৭৪	০.১৭%
ডায়মন্ড	৪.০১	০.০৫	১৩.৩৮	০.১৬	১১.৪৫	০.১৩%	১২.৪৮	০.১৩%
ডেল্টা	৫৮৮.৬৬	৭.৭৬	৬২৫.১	৭.৬৩	৬৬৪	৭.৩৯%	৭১০.৯	৭.৪১%
ফারইষ্ট	৯২৫.৫	১২.২	১০১২.০৪	১২.৩৫	১০৫৮.৭৮	১১.৭৮%	১০৫৬.০৪	১১.০০%
গোল্ডেন	৩১.৭৭	০.৪২	২৫.০৫	০.৩১	২৩.০৯	০.২৬%	১৭.০৭	০.১৮%
গার্ডিয়ান	৪৬.১২	০.৬১	১৫০.৭১	১.৮৪	২০৯.০৩	২.৩৩%	২৮১.৭১	২.৯৩%
হোমল্যান্ড	১১৭.২৮	১.৫৫	১১৩.২৬	১.৩৮	১১৪.৩	১.২৭%	১০৮.৩৭	১.১৩%
যমুনা	৯.৪৩	০.১২	১০.৭৫	০.১৩	৮.৪২	০.০৯%	৯.৯২	০.১০%
জীবীক	৪১২.৫১	৫.৪৪	৪৭৪.৭২	৫.৮	৫১৩.৪৫	৫.৭১%	৫৭৪.১২	৫.৯৮%
এলআইসি	০.১৪	০	৭.২৯	০.০৯	৮.৪৮	০.০৯%	১১.৯৫	০.১২%
মেঘনা	৪২৪.২৬	৫.৫৯	৪২৮.৬১	৫.২৩	৪৩২.৯১	৪.৮২%	৪৩৫.০৮	৪.৫৩%
মার্কেন্টাইল	৮.৩১	০.১১	১০.২৩	০.১২	১১.০৭	০.১২%	১৭.১৯	০.১৮%
মেটলাইফ	২১৩৩.৭৬	২৮.১৪	২৪২৮.১৪	২৯.৬৪	২৬৬৩.৫৬	২৯.৬৩%	২৮৯৬.৫৩	৩০.১৭%
ন্যাশনাল	৮১১.০৬	১০.৭	৮৭১.১১	১০.৬৩	৯৬৬.১৪	১০.৭৫%	১০৭৮.১৮	১১.২৩%
বেঙ্গল ইসলামী	৩.৩৭	০.০৪	৩.১৬	০.০৪	৬.১২	০.০৭%	৮.৯	০.০৯%
পদ্মা	১৩৩.০৬	১.৭৫	১০৮.৫৩	১.৩২	৫৮.৮৮	০.৬৫%	৬৬.২১	০.৬৯%
পপুলার	৬০০.৫৭	৭.৯২	৫০১.১৬	৬.১২	৮০৩.৯৮	৮.৯৪%	৮০৮.৩৬	৮.৪২%
প্রগতি	২২০.৫	২.৯১	২৩১.৯৬	২.৮৩	২৫৫.৯৯	২.৮৫%	২৯২.৩৮	৩.০৫%
প্রাইম	৩১২.১২	৪.১২	৩৪৭.১২	৪.২৪	৩৬২.২৭	৪.০৩%	৩৬৪.৪১	৩.৮০%

	২০১৬		২০১৭		২০১৮		২০১৯	
	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার	গ্রস প্রিমিয়াম	মার্কেট শেয়ার
প্রগ্রেসিভ	৮০.৫৫	১.০৬	৭৪.৬১	০.৯১	৬৫.২	০.৭৩%	৬০.৫৮	০.৬৩%
প্রটেক্টিভ	৭.৪৩	০.১	১২.১৯	০.১৫	২৪.০১	০.২৭%	৩১.৩২	০.৩৩%
রুপালী	২০২.২৫	২.৬৭	২০৪.৮২	২.৫	২১৫.৭৮	২.৪০%	২৩৭.৬	২.৪৮%
সন্ধানী	১৮১.০৫	২.৩৯	১৮২.০৯	২.২২	১৫৬.৭৯	১.৭৪%	১৮৩.১৩	১.৯১%
স্বদেশ	১.৮৯	০.০২	৩.২৯	০.০৪	২.৬৩	০.০৩%	৬.০২	০.০৬%
সোনালী	১৯.৫৫	০.২৬	৪০.৭৫	০.৫	৬৭.৭৯	০.৭৫%	৮১.০৮	০.৮৪%
সানফ্লাওয়ার	১১৮.৭৩	১.৫৭	১১৯.৬৩	১.৪৬	১০৪.৮৫	১.১৭%	৮১.৭১	০.৮৫%
সানলাইফ	১১৩.৭২	১.৫	১০৮.৪৭	১.৩২	৮০.৭১	০.৯০%	৮১.০৩	০.৮৪%
ট্রাস্ট	২০.১৪	০.২৭	১৮.৬৬	০.২৩	২২.৮১	০.২৫%	২৬.২৫	০.২৭%
জেনীথ	১৬.৯৭	০.২২	২৪.৯২	০.৩	২৯.৫২	০.৩৩%	১৫.৫	০.১৬%
মোট	৭৫৮৩.৫	১০০	৮১৯১.৭	১০০	৮৯৮৯.০৭	১০০.০০%	৯৫৯৯.৬৩	১০০.০০%

সারণি ১৮

প্রিমিয়াম আয়ের ব্যপ্তি অনুযায়ী লাইফ বীমাকারীদের অবস্থান

শ্রেণি বিন্যাস	বীমাকারীর নাম-২০১৮	বীমাকারীর নাম-২০১৯
০ থেকে .৫ এর মধ্যে আছে	আলফা, বায়রা, বেস্ট. চাটার্ড, ডায়মন্ড, গোল্ডেন, যমুনা, এলআইসি, মার্কেন্টাইল, এনআরবি গ্লোবাল, প্রটেক্টিভ, স্বদেশ, ট্রাস্ট, জেনিথ	আলফা, বায়রা, বেস্ট, চাটার্ড, ডায়মন্ড, গোল্ডেন, যমুনা, এলআইসি, মার্কেন্টাইল, এনআরবি গ্লোবাল, প্রটেক্টিভ, স্বদেশ, ট্রাস্ট, জেনিথ
০.৫ এর চেয়ে বেশি কিন্তু ১ এর মধ্যে	পদ্মা, প্রগ্রেসিভ, সোনালী, সানলাইফ	পদ্মা, প্রগ্রেসিভ, সোনালী, সানলাইফ,
১ থেকে বেশি কিন্তু ২ এর মধ্যে	হোমল্যান্ড, সন্ধানী, সানফ্লাওয়ার	হোমল্যান্ড, সন্ধানী
২ এর চেয়ে বেশি এবং ৩ এর মধ্যে	গার্ডিয়ান, প্রগতি, রুপালি	গার্ডিয়ান, রূপালী
৩ এর চেয়ে বেশি এবং ৪ এর মধ্যে		প্রগতি, প্রাইম
৪ থেকে বেশি এবং ৫ এর মধ্যে	মেঘনা লাইফ, প্রাইম লাইফ	মেঘনা লাইফ
৫ থেকে ১০ এর মধ্যে	ডেল্টা লাইফ, জীবন বীমা কর্পোরেশন, পপুলার	ডেল্টা লাইফ, জীবন বীমা কর্পোরেশন, পপুলার
১০ থেকে ১৫ এর মধ্যে	ফারইস্ট লাইফ, ন্যাশনাল লাইফ	ফারইস্ট লাইফ, ন্যাশনাল লাইফ
১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে		
২৫ এর উর্ধ্বে	মেটলাইফ	মেটলাইফ

প্রিমিয়াম আয়ের দিক থেকে প্রথম ১০ টি বীমাকারী

প্রিমিয়াম আয়ের দিক থেকে মেটলাইফ ২০১৮ সালেও যথারীতি তাদের সর্বোচ্চ অবস্থান ধরে রেখেছে (সারণি ১৯)। ২০১৮ সালে মেটলাইফের প্রিমিয়াম আয় ছিল ২,৬৬৩.৫৬ কোটি টাকা। ফারইস্ট ইসলামী লাইফ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যাদের প্রিমিয়াম আয় ১,০৫৮.৭৮ কোটি টাকা এবং মোট প্রিমিয়াম আয়ের মোট ১১.২৩ শতাংশ। তৃতীয়, চুতর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ন্যাশনাল লাইফ, পপুলার লাইফ ও ডেল্টা লাইফ। এছাড়া, ৫১৩.৪৫ কোটি টাকা নিয়ে জীবন বীমা কর্পোরেশন ৬ষ্ঠ স্থানে এবং ৪৩২.৯১ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় নিয়ে মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স তালিকার ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে রয়েছে। তালিকার অন্যান্য কোম্পানিগুলো হল প্রাইম লাইফ, প্রগতি লাইফ ও রূপালী লাইফ।

২০১৯ সালে অধিকাংশ বীমাকারী তাদের পূর্বের অবস্থান ধরে রেখেছে। ফারইস্ট ইসলামী লাইফকে পিছনে ফেলে ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দ্বিতীয় অবস্থানে চলে এসেছে এবং কোম্পানিটি তৃতীয় কোম্পানি হিসেবে ১,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। ২০১৮ সালে দশম স্থানে থাকা রূপালী লাইফ ২০১৯ সালে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি এবং গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ২০১৯ সালে প্রথম ১০টি কোম্পানির সংক্ষিপ্ত তালিকায় প্রবেশ করেছে। ২০১৩-২০১৪ সালে লাইসেন্স পাওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে গার্ডিয়ান লাইফ প্রথম বীমাকারী যারা দ্রুত ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

সারণি ১৯

সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম আয়ের দিক দিয়ে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে প্রথম ১০টি বীমাকারী (কোটি টাকায়)

বীমাকারী	প্রিমিয়াম আয় (২০১৮ সাল)	বীমাকারী	প্রিমিয়াম আয় (২০১৯ সাল)
মেটলাইফ	২৬৬৩.৫৬	মেটলাইফ	২৮৯৬.৫৩
ফারইষ্ট	১০৫৮.৭৮	ন্যাশনাল	১০৭৮.১৮
ন্যাশনাল	৯৬৬.১৪	ফারইষ্ট	১০৫৬.০৪
পপুলার	৮০৩.৯৮	পপুলার	৮০৮.৩৬
ডেল্টা	৬৬৪.০০	ডেল্টা	৭১০.৯০
জীবীক	৫১৩.৪৫	জীবীক	৫৭৪.১২
মেঘনা	৪৩২.৯১	মেঘনা	৪৩৫.০৮
প্রাইম	৩৬২.২৭	প্রাইম	৩৬৪.৪১
প্রগতি	২৫৫.৯৯	প্রগতি	২৯২.৩৮
রূপালী	২১৫.৭৮	গার্ডিয়ান	২৮১.৭১

লাইফ বীমাকারীদের বীমা পলিসি

পলিসি বিক্রির সাথে প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠী বীমার আওতায় এসেছে। সারণি- ২০ এ বর্তমানে চলমান পলিসি, বছর ভিত্তিক ইস্যুকৃত পলিসি, বছরভিত্তিক লেপস/তামাদি পলিসি, স্যারেন্ডার পলিসি ও পুনরুজ্জীবিত পলিসির সংখ্যা (মিলিয়নে) বর্ণিত রয়েছে। ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এ পাঁচ বছরের চলমান পলিসির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলমান পলিসির সংখ্যা ধীরে ধীরে কমেছে যা লেখচিত্র ৯ তে বর্ণিত রয়েছে। ২০১৫ সাল শেষে চলমান পলিসির সংখ্যা ছিল ১১.৫২ মিলিয়ন যা ২০১৮ সালে কমে দাঁড়ায় ১০.৭২ মিলিয়নে এবং ২০১৯ সালে আরও কমে দাঁড়ায় ৯.৭৫ মিলিয়নে। যে সকল পলিসি মেয়াদউত্তীর্ণ হয় তারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বীমার বাহিরে চলে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের বীমা শিল্পের প্রধান সমস্যা হল মাত্রাতিরিক্ত হারে পলিসি তামাদি (lapse) হয়ে থাকে। ২০১৫ হতে ২০১৯ সাল নতুন ইস্যুকৃত পলিসির বিপরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পলিসি তামাদি (lapse) হয়েছে, যাদের সামান্য অংশই আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ২০১৮ সালে ইস্যুকৃত পলিসির সংখ্যা ছিল ১.৭৮ মিলিয়ন যার বিপরীতে লেপস/তামাদি হয়েছে ১.৫০ মিলিয়ন অর্থাৎ মাত্র (১.৭৮-১.৫০) ০.২৭৮৬ মিলিয়ন পলিসি চলমান পলিসির সাথে যুক্ত হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক গ্রাহক তাদের পলিসিটি চলমান রাখছে না। এছাড়াও অনেক গ্রাহক পলিসি সমর্পণ করে থাকে, ২০১৮ সালে সমর্পণকৃত পলিসির সংখ্যা ০.০৭৯১ মিলিয়িন বা ৭০৯০০ টি। তামাদি ও সমর্পণ এ ধরণের নেতিবাচক চিত্রের বিপরীতে ০.৫০০৫ মিলিয়ন পলিসি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে যা চলমান পলিসির সাথে যোগ হয়েছে।

২০১৯ সালেও একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়, ২০১৯ সালে মোট ইস্যুকৃত পলিসির সংখ্যা ১.৬৮ মিলিয়ন যার বিপরীতে তামাদি ও সমর্পণকৃত পলিসির সংখ্যা যথাক্রমে ১.৪৫ ও .০৮২২ মিলিয়ন। অর্থাৎ ইস্যুকৃত পলিসির বিপরীতে ০.১৪৭৮ মিলিয়ন পলিসি বীমা শিল্পে ধরে রাখতে পেরেছে এবং ১.৫৩১৩ পলিসি বীমার আওতার বাহিরে চলে গিয়েছে। ২০১৯ সালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পলিসি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে যার পরিমাণ ০.৭১১৭ মিলিয়ন যা চলামন পলিসির সাথে যোগ হয়েছে।

সারণি ২০

লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের পলিসির বিবরণ (২০১৫-২০১৯) (মিলিয়ন টাকায়)

সাল	বছর শেষে চলমান পলিসির সংখ্যা	চলতি বছরে ইস্যুকৃত পলিসির সংখ্যা	চলতি বছরে লেপস/তামাদি পলিসির সংখ্যা	চলতি বছরে স্যারেন্ডার পলিসির সংখ্যা	চলতি বছরে পুনরুজ্জীবিত পলিসির সংখ্যা
২০১৫	১১.৫২২২	১.৭৩৯২	১.৬৮৫৯	০.০৯২৮	০.৩১৪৩
২০১৬	১০.৫০৬১	১.৯৩২৫	১.৪০৮২	০.০৫২৫	০.৪৪৬৩
২০১৭	১০.৯৫১৯	১.৮৩৯১	১.০০৫৫	০.১৫৭৪	০.৩৮০৩
২০১৮	১০.৭১৬৮	১.৭৭৫৩	১.৪৯৬৮	০.০৭৯১	০.৫০০৫
২০১৯	৯.৭৪১৩	১.৬৭৩৫	১.৪৪৯১	০.০৮২২	০.৭১১৭

লেখচিত্র ৯ এ দেখা যাচেছ যে, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে চলমান পলিসির সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমেছে। নতুন পলিসি বিক্রি করা হলে বা কোন পলিসি পুনরুজ্জীবিত হলে চলমান পলিসির (In force Policy) সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আবার পলিসি মেয়াদউত্তীর্ণ হলে বা পলিসি সমর্পণ করা হলে চলমান পলিসির (In force Policy) পুনরুজ্জীবিত সংখ্যা হ্রাস পায়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৮ ও ২০১৯ সালে চলমান পলিসির সংখ্যা আশংকাজনক হারে কমছে। ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার বিপরীতে ২০১৯ সাল শেষে চলমান পলিসির সংখ্যা ৯.৭৪১৩ মিলিয়ন অর্থাৎ দেশের ৬.০৮ শতাংশ জনগণ বীমার আওতায় রয়েছে।

লেখচিত্র ৯

লাইফ বীমা খাতে চলমান পলিসি সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

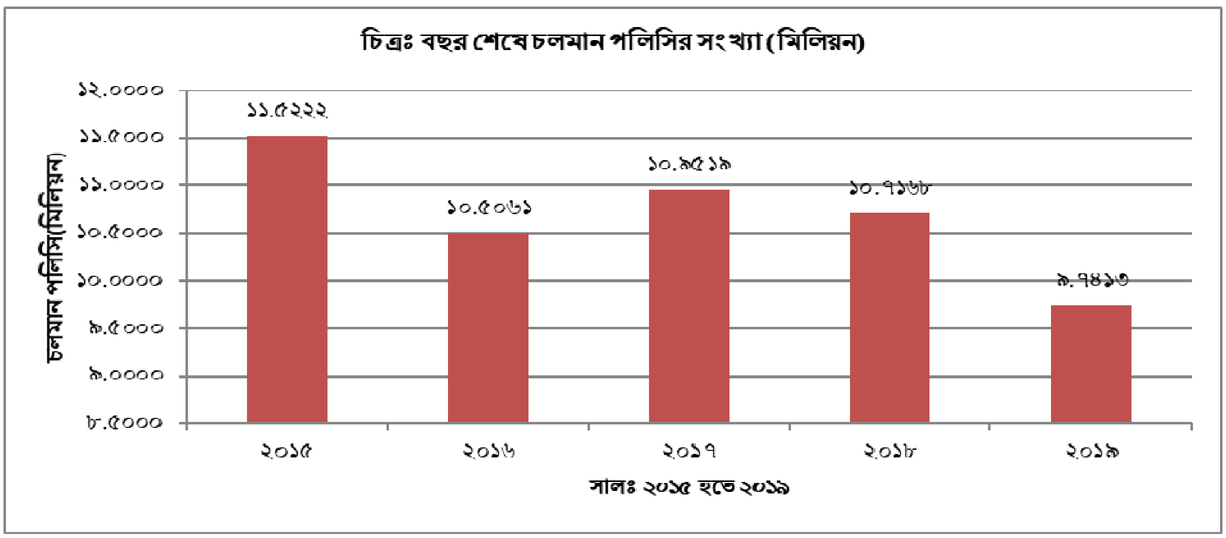

নতুন ইস্যুকৃত পলিসি সংখ্যা

নতুন পলিসি বিক্রির মাধ্যমে বীমাহীন ব্যক্তিদেরকে বীমার আওতায় আনা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে বীমায় অন্তর্ভুক্ত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। লেখচিত্র ১০-এ দেখা যায়, ২০১৬ সাল হতে নতুনভাবে ইস্যুকৃত পলিসির সংখ্যা ১.৯৩ মিলিয়ন। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৩.৪৭% পলিসি কম ইস্যু হয়েছে এবং ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ৫.৭৩% পলিসি কম ইস্যু হয়েছে।

লেখচিত্র ১০

লাইফ বীমা খাতে নতুন ইস্যুকৃত পলিসি সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

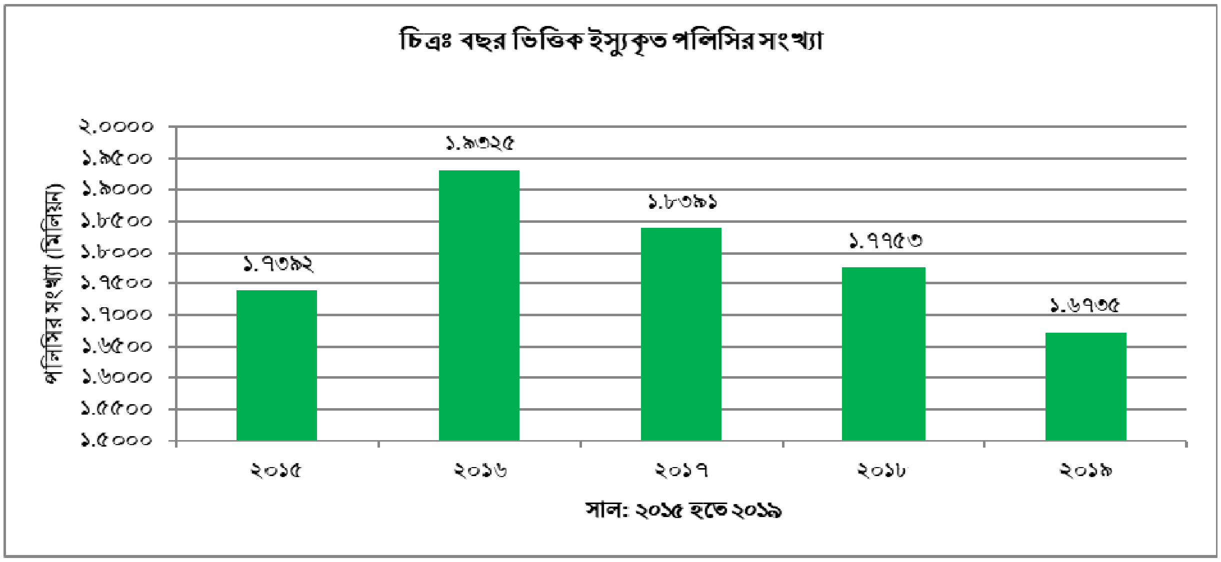

তামাদি (lapse) পলিসি

প্রতিবছর যে সংখ্যক নতুন পলিসি ইস্যু করা হয়ে থাকে তা বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর তুলনায় কম নয়। কিন্তু আগত গ্রাহকদেরকে বীমার আওতায় ধরে রাখা এ শিল্পের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। লেখচিত্র ১১-তে দেখা যাচ্ছে যে, বিপুল সংখ্যক বীমা পলিসি প্রতিবছর তামাদি হয়ে যাচ্ছে। ২০১৭ সালে মোট তামাদি পলিসির সংখ্যা ছিল ১ মিলিয়ন যা ২০১৮ ও ২০১৯ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১.৫০ ও ১.৪৫ মিলিয়ন। এ হার কমাতে না পারলে কিছু সংখ্যক বীমাকারী দ্রুত আর্থিক স্থিতিশীলতা হারাবে।

লেখচিত্র ১১

লাইফ বীমা খাতে তামাদি পরিসি সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

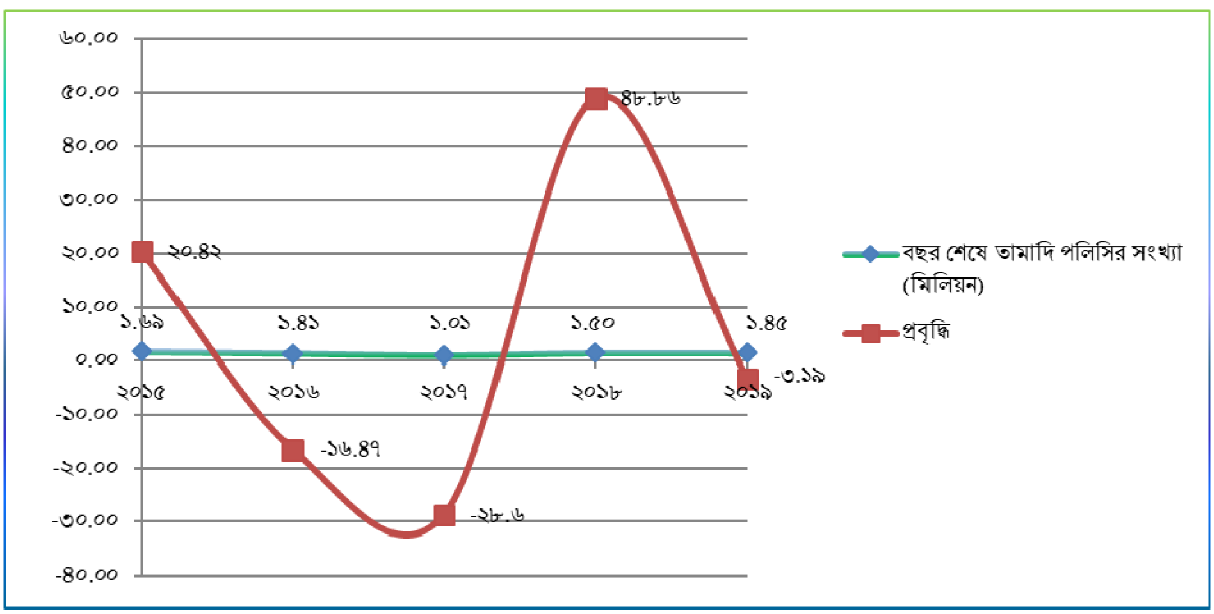

লাইফ ফান্ড

কোম্পানির মোট সম্পদ হতে বর্হিদায়, মালিকানা তহবিল ও বাধ্যতামূলকভাবে ক্যাপিটালের সাথে যে অর্থ সরকারি সিকিউরিটিজে জমা দেওয়া হয় সেগুলো বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ লাইফ ফান্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। বীমা আইনের ৩২ ধারা মোতাবেক বীমাকারীদের দায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লাইফ ফান্ডের ব্যবহার রয়েছে। প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পেলে লাইফ ফান্ড বৃদ্ধি পায় আবার ব্যবস্থাপনা ব্যয়সহ বীমা দাবির অর্থ লাইফ ফান্ড হ্রাস করে থাকে। লাইফ ফান্ডের হ্রাস বা বৃদ্ধি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং স্বাভাবিক বিষয়। বীমা দাবি পরিশোধ না করে লাইফ ফান্ড ধরে রাখার কোন সুযোগ নেই, এক্ষেত্রে এ লাইফ ফান্ডের বৃদ্ধি কোম্পানির জন্য কোন ফলাফল নিয়ে আসবে না। লাইফ ফান্ডের মাধ্যমে এ সেক্টরের আকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। মৃত্যু দাবি ও মেয়াদউত্তীর্ণ দাবির চেয়ে ইস্যুকৃত পলিসির সংখ্যা বেশি হলে স্বাভাবিকভাবেই লাইফ ফান্ড বৃদ্ধি পাবে। বিগত পাঁচ বছরের লাইফ ফান্ডের চিত্র সারণি ২১ এবং লেখচিত্র ১২ তে প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি ২১

লাইফ ফান্ড এবং লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

সাল	লাইফ ফান্ড	লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি
২০১৫	২৮৩৮৩	৬.৬৫%
২০১৬	২৯৫৫৪	৪.১৩%
২০১৭	৩০৮৮৭	৪.৫১%
২০১৮	৩২০৮২	৩.৮৭%
২০১৯	৩৩৮৬৪	৫.৫৬%

সারণি ২১ থেকে দেখা যায় যে, লাইফ ফান্ড প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এ পাঁচ বছরে গড়ে ৩.৮৬% হারে লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে লাইফ ফান্ড ৩.৮৭% বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,০০৮২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে লাইফ ফান্ডের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৯ সালে লাইফ ফান্ডের স্থিতি ছিল ৩৩,৮৬৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৯ সালে লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৫৬ %।

লেখচিত্র ১২

লাইফ ফান্ডের স্থিতি (২০১৫-২০১৯)

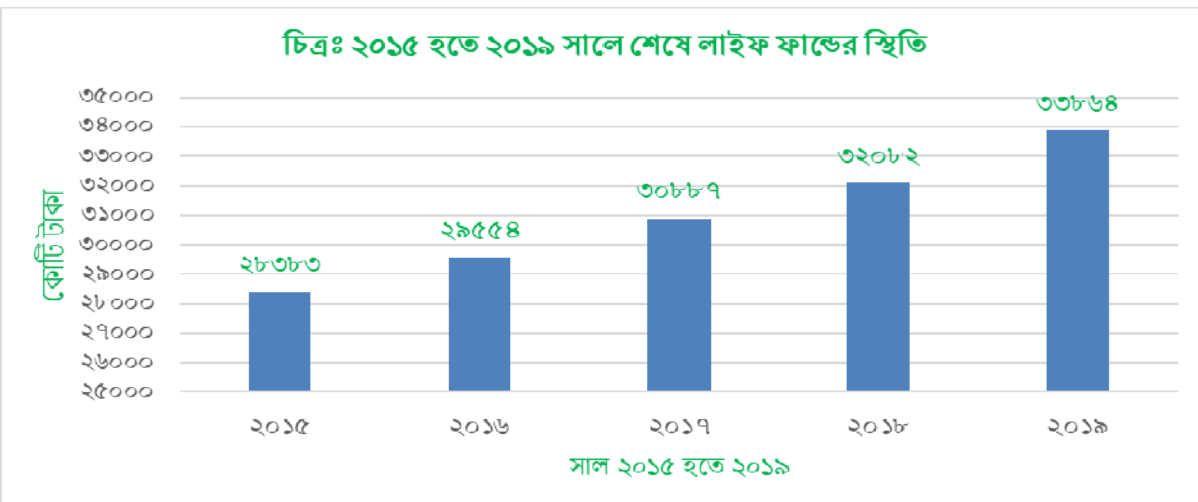

লেখচিত্র ১৩ তে লাইফ ফান্ডের হ্রাস বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধির হার স্থির (stable) নয় এবং প্রতি বছর উত্থান ও পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬৫% যা ২০১৬ সালে কমে দাঁড়ায় ৪.১৩%। ২০১৭ সালে এ হার সামান্য বাড়লেও ২০১৮ সালে তা কমে ৩.৮৭% এ নেমে আসে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি আবার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫৬% এ দাঁড়ায়।

লেখচিত্র ১৩

লাইফ ফান্ডের প্রবৃদ্ধি (২০১৫-২০১৯)

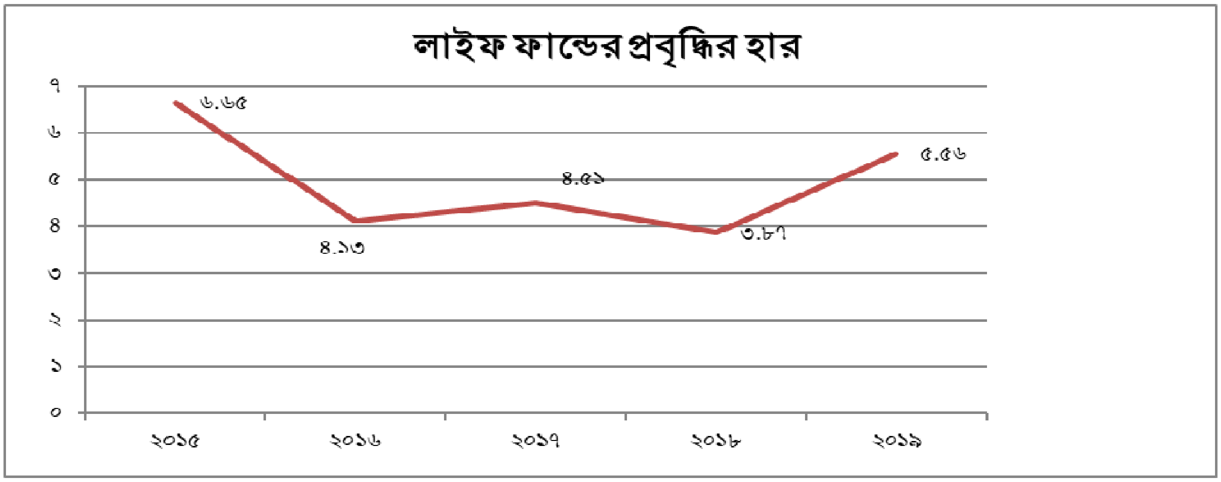

সারণি ২২

সকল লাইফ বীমাকারীদের ২০১৮ ও ২০১৯ সাল শেষে লাইফ ফান্ডের স্থিতি (কোটি টাকায়)

লাইফ বীমাকারীদের তালিকা	২০১৮	২০১৯
আলফা	১.১৮	-০.২০
আস্থা		০.০০
বায়রা	৭৮.৩১	৬৬.০৫
বেস্ট	২.৫৫	৪.৪৫
চার্টার্ড	৪.২৪	১০.০৬
ডায়মন্ড	-৪.১৮	-৩.৪০
ডেল্টা	৩৮২৯.৬৭	৩৯৮৯.৩৫
ফারইষ্ট	৩৩৩২.৯৩	৩৩৬৯.০৪
গোল্ডেন	৭০.০৩	৬৭.৯৫
গার্ডিয়ান	১৬৬.২৮	২৩৪.৪২
হোমল্যান্ড	২৮৩.১৮	২৭০.১৯
যমুনা	-৩.৮৪	-৩.৬২
জীবীক	১৯২৫.৮০	২০৪৯.৩৭
এলআইসি	০.১৪	৪.৫১
মেঘনা	১৬৮৬.৭৩	১৭৯০.৭৭
মার্কেন্টাইল	৩.৭২	৯.৫২
মেটলাইফ	১১৯৪১.৮০	১৩১৫৪.৬১

ন্যাশনাল	৩৪৬১.৫৬	৩৬৯৯.২৬
বেঙ্গল ইসলামী	-২.১৯	-১.১১
পদ্মা	৫৮.২৫	২০.৯৮
পপুলার	১৭৮৮.৬৬	১৬৯৪.৮৬
প্রগতি	৫৫৪.৯৪	৫৬৮.৩৫
প্রাইম	৮৮০.৯৯	৮৮২.০৩
প্রগ্রেসিভ	২৭৫.৬০	২৭৬.৯৬
প্রটেক্টিভ	০.১২	৪.০৮
রূপালী	৪৫০.৪০	৪৭৬.২১
সন্ধানী	৮৩৭.২৭	৮০২.৩৩
স্বদেশ	৬০.১৫	৯৫.৩৩
সোনালী	২৪০.৮৬	১৯২.১৫
সানফ্লাওয়ার	১৬৪.১৯	১৪২.৮৮
সানলাইফ	-২.৭১	-২.১৩
ট্রাস্ট	০.৩৭	৩.১১
জেনীথ	-৫.৩১	-৩.৯৯

লাইফ ফান্ডের পরিমাণের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ বীমাকারী

লাইফ ফান্ডের দিক দিয়ে প্রথম ১০ টি বীমাকারীর তালিকা সারণি- ২৩ এ বর্ণিত রয়েছে। লাইফ বীমা খাতে মেটলাইফের লাইফ ফান্ডের পরিমাণ বিবেচনায় প্রথম অবস্থানে রয়েছে। মেটলাইফ বীমাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হওয়ায় দীর্ঘ সময় যাবৎ উক্ত কোম্পানিতে লাইফ ফান্ড পুঞ্জীভূত হয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় মেটলাইফের লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ১১,৯৪২ কোটি টাকা এবং একমাত্র বীমা কোম্পানি যেটি ১০,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অর্জন করেছে। ২০১৮ সালের তথ্যাদি অনুযায়ী ডেল্টা লাইফ, ন্যাশনাল লাইফ, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ তালিকায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। উক্ত কোম্পানিগুলোর লাইফ ফান্ড ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ কোটি টাকার মধ্যে রয়েছে। সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশনের লাইফ ফান্ডের আকৃতির দিক দিয়ে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। তালিকায় ষষ্ঠ থেকে দশম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পপুলার লাইফ, মেঘনা লাইফ, প্রাইম ইসলামী লাইফ, সন্ধানী লাইফ এবং প্রগতি লাইফ। ২০১৯ সালে লাইফ ফান্ডের ভিত্তিতে কোম্পানিগুলোর তালিকায় ব্যাপক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ২০১৮ সালে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ৬ষ্ঠ অবস্থানে ছিল কিন্তু ২০১৯ সালে কোম্পানিটি ৭ম অবস্থানে চলে যায় যা মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তার অবস্থান উন্নতি করে ৬ষ্ঠ স্থানে চলে আসে।

লেখচিত্র ১৪

লাইফ ফান্ড অনুযায়ী ২০১৮ ও ২০১৯ সালে শীর্ষ দশ বীমাকারী

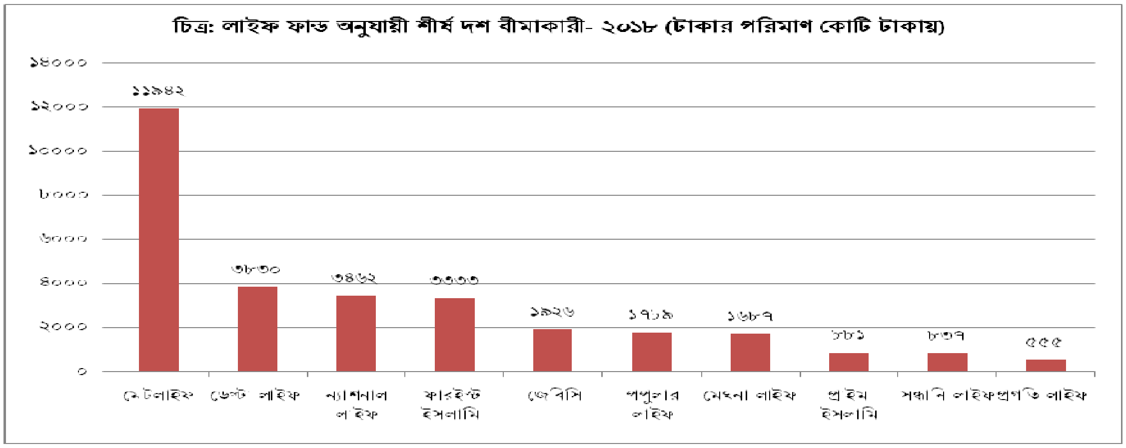

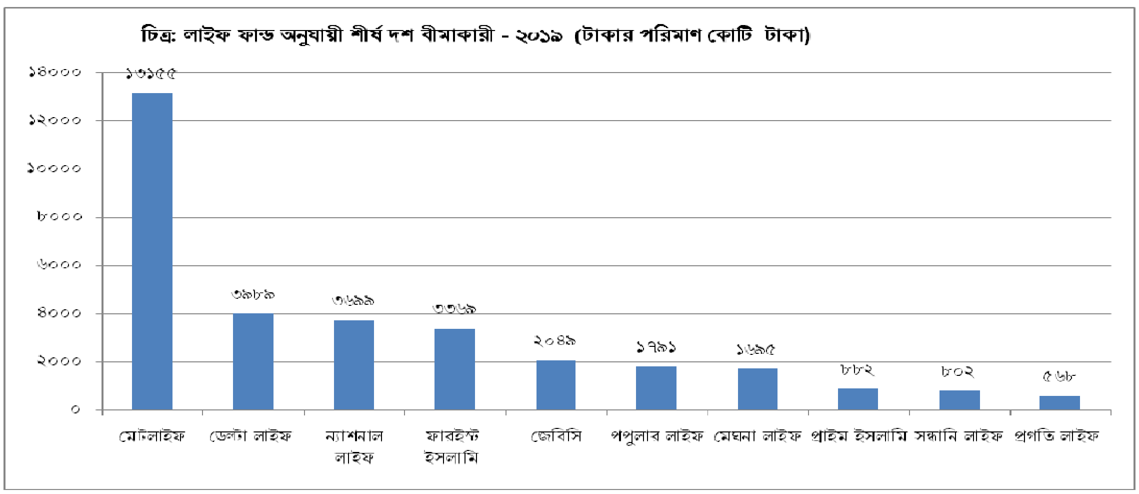

সারণি ২৩

লাইফ ফান্ডের পরিমাণের ভিত্তিতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে শীর্ষ দশ বীমাকারী (কোটি টাকায়)

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	২০১৮	কোম্পানির নাম	২০১৯
১	মেটলাইফ	১১,৯৪২	মেটলাইফ	১৩,১৫৫
২	ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	৩,৮৩০	ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	৩,৯৮৯
৩	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	৩,৪৬২	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	৩,৬৯৯
৪	ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ	৩,৩৩৩	ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স	৩,৩৬৯
৫	জীবন বীমা কর্পোরেশন	১,৯২৬	জীবন বীমা কর্পোরেশন	২,০৪৯
৬	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	১,৭৮৯	মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	১,৭৯১
৭	মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	১,৬৮৭	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	১,৬৯৫
৮	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ	৮৮১	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ	৮৮২
৯	সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	৮৩৭	সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ	৮০২
১০	প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ	৫৫৫	প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ	৫৬৮

বীমাকারীদের সম্পদ

প্রিমিয়াম আয় ও বিনিয়োগ থেকে আয় বৃদ্ধির সাথে লাইফ ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের মোট সম্পদ আয় প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। লেখচিত্র ১৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৭ সালে লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৭,০৫২ কোটি টাকা যা ৩.৬১% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ৩৮,৩৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বিগত ৫ বছরের মধ্যে লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতের মোট সম্পত্তির সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৮ সালের ৩৮,৩৮৮ কোটি টাকা থেকে মোট সম্পদ ৭.২৬% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৪১,১৭৫ কোটি টাকায় পৌঁছে এবং প্রথম বারের মত জীবন বীমা শিল্পের মোট সম্পদ ৪০,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে।

লেখচিত্র ১৫

লাইফ বীমা শিল্পে সম্পদের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)

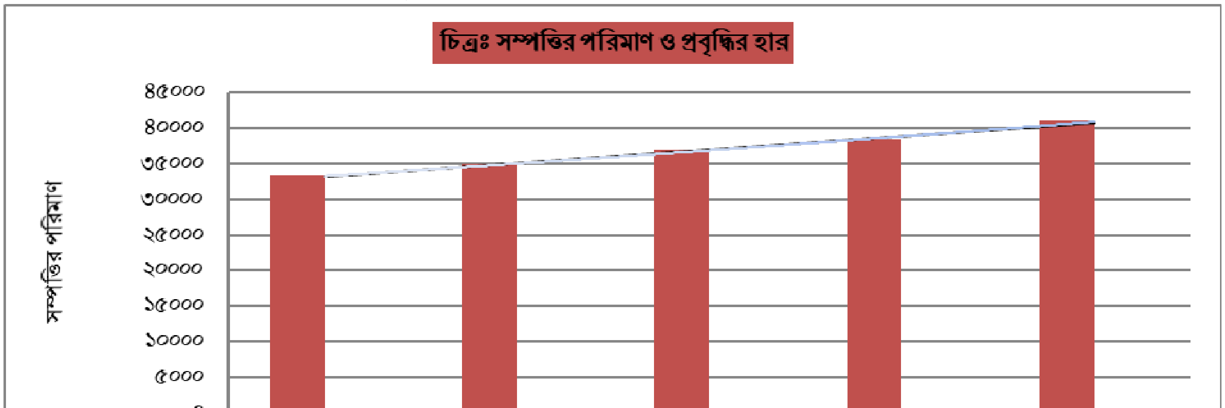

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
সম্পত্তির পরিমাণ	৩৩২৮৯	৩৫০১৪	৩৭০৫২	৩৮৩৮৮	৪১১৭৫
প্রবৃদ্ধির হার	৬.০৪	৫.১৮	৫.৮২	৩.৬১	৭.২৬

সম্পদের মিশ্রণ

লাইফ বীমাকারীদের মোট সম্পদের মিশ্রণ কে ১৬টি শ্রেণিতে বিভাজন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। লাইফ বীমা শিল্পের সম্পত্তির মিশ্রণ সারণি- ২৪ ও লেখচিত্র- ১৬ বর্ণিত রয়েছে। সারণি- ২৪ হতে দেখা যায় ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি সম্পদ পুঞ্জীভূত ছিল Investment (other than FDR and land Development) খাতে যার পরিমাণ ৪৬.০১১৭% এবং ২০১৯ সালে ৪৯.৩২% উন্নীত হয়েছে। এর পরেই নগদ ব্যাংক FDR খাতে ২য় সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ পুঞ্জিভূত রয়েছে। ২০১৮ সালে এ খাত বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১,১০৯.০২ কোটি টাকা যা মোট সম্পদের ২৮.৭২%। ২০১৯ সালে এ খাতে পুঞ্জিভূত সম্পদের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১০,৭৪৬.৩১ কোটি টাকা যা মোট সম্পদের ২৬.১০%। এছাড়া ভূমি ও ভূমি উন্নয়ন খাতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে যথাক্রমে ২,৭২৫.৩৯% ৩,০০৭.৮৩% কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল যা যথাক্রমে মোট সম্পদের ৭.০৪% ও ৭.৩১%। এছাড়া Advance and Deposit খাতে ২০১৮ সালে পুঞ্জিভূত সম্পদের পরিমাণ ছিল ২,০৩২.১৩ টাকা যা মোট সম্পদের ৫.২৫%। ২০১৯ সালে এ খাতে পুঞ্জিভূত সম্পদের পরিমাণ কিছুটা কমে ৪৯.৩% এ দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২৪

লাইফ ইন্স্যুরেন্সে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে খাতওয়ারী সম্পদের বিবরণ (কোটি টাকায়)

খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ	২০১৮		২০১৯	
ফার্নিচার এন্ড ফিক্সার	৯২.৯১	০.২৪	৯৬.৩৬	০.২৩
ভূমি, ভূমি উন্নয়ন ও দালানাকোঠা	২৭২৫.৩৯	৭.০৫	৩০০৭.৮৩	৭.৩১
অন্যান্য সম্পত্তি	৩১০.০৪	০.৮০	৬৫৬.০০	১.৫৯
পলিসি লোন	১২৬২.৮১	৩.২৬	১৩৩২.০৩	৩.২৪
ভূমি, দালানাকোঠা, ভূমি উন্নয়ন ও এফডিআরএ ব্যতিত বিনিয়োগ	১৭৮০০.৭৭	৪৬.০১	২০৩০৬.৫৪	৪৯.৩২
সুদ, লভ্যাংশ, বকেয়া ভাড়া কিন্তু আদায় হয়নি	১৩০৯.১৮	৩.৩৮	১৩৯৮.৮১	৩.৩৯
প্রাথমিক খরচ	১.৫৬	০.০০	১.২৭	০.০০
প্রি-অপারেশন সংক্রান্ত খরচ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
বিলম্বিত ব্যয়	০.১২	০.০০	০.০০	০.০০
পুনঃবীমাকারীর নিকট থেকে আদায়	১৩০.২২	০.৩৪	১২.৭৮	০.০৩
এজেন্ট ব্যালেন্স	৪৭.৬২	০.১২	৪৪.৫০	০.১১
বকেয়া প্রিমিয়াম	১২২০.৪৩	৩.১৬	১১৮২.১৯	২.৮৭
এডভান্স ও ডেপোজিট	২০৩২.১৩	৫.২৫	২০৩১.৯৫	৪.৯৪
ক্যাশ ও ক্যাশ সদৃশ (এফডিআর সহ)	১১১০৯.০২	২৮.৭২	১০৭৪৬.৩১	২৬.০৯
মুদ্রণ সামগ্রী ও স্ট্যাশনারি সামগ্রীর মজুদ	১৫.৫৯	০.০৪	১৫.০২	০.০৪
অন্যান্য সম্পত্তি	৬২৯.৭২	১.৬৩	৩৪৩.০৩	০.৮৩
	৩৮৬৮৭.৫১		৪১১৭৪.৬২	

লেখচিত্র ১৬ থেকে দেখা যায় লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতে মোট সম্পদের ৯৬% মূলত ৫টি খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে খাতগুলো হল ‘এফডিআর ও ভূমি ব্যতিত অন্যান্য বিনিয়োগ’ যেখানে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ মূলত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খাতগুলো হল এফডিআরসহ নগদ ও নগদ সমতুল্য অর্থ, ভূমি এবং ভূমি উন্নয়ন খাত, বিভিন্ন অগ্রিম, পলিসি লোন, আউটস্ট্যান্ডিং প্রিমিয়াম। এসকল খাত গুলোর মধ্যে আউটস্ট্যান্ডিং প্রিমিয়াম খাতে ৩.১৫% সম্পদ পুঞ্জিভূত রয়েছে যা অনেক বেশি। এখাতে পুঞ্জিভূত সম্পদ বিষয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ রয়েছে এবং বীমাকারীগণ আরও যাচাই বাছাই করে আউটস্ট্যান্ডিং খাতের সম্পদ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

লেখচিত্র ১৬

লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৮ সালে সম্পদের খাতসমূহ

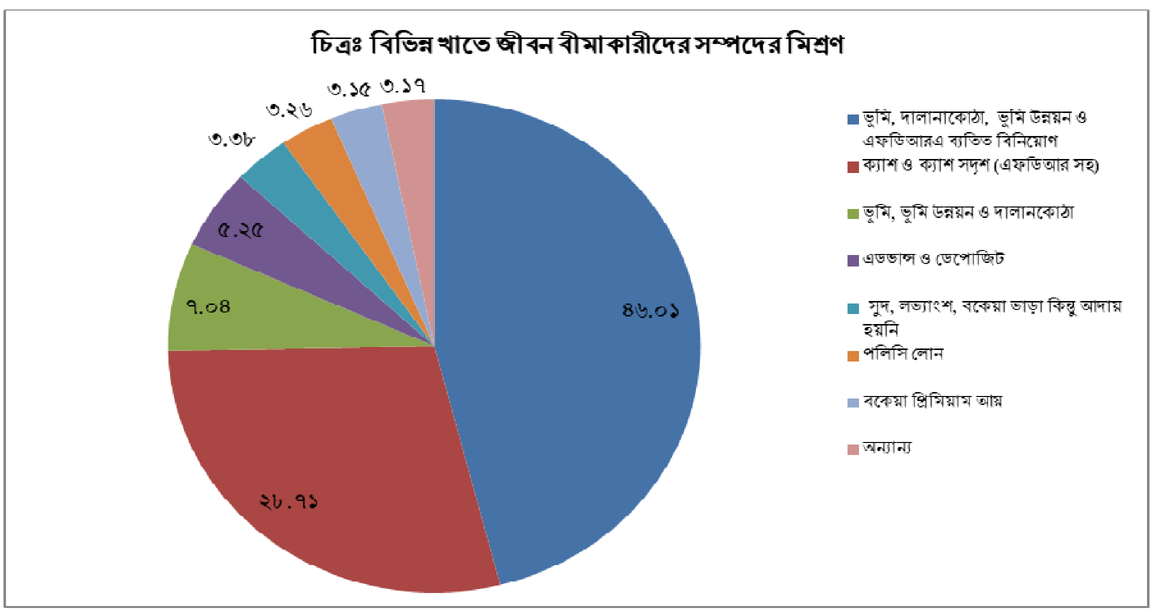

লেখচিত্র ১৭

লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারী সম্পদের পরিমাণ (২০১৮-২০১৯)

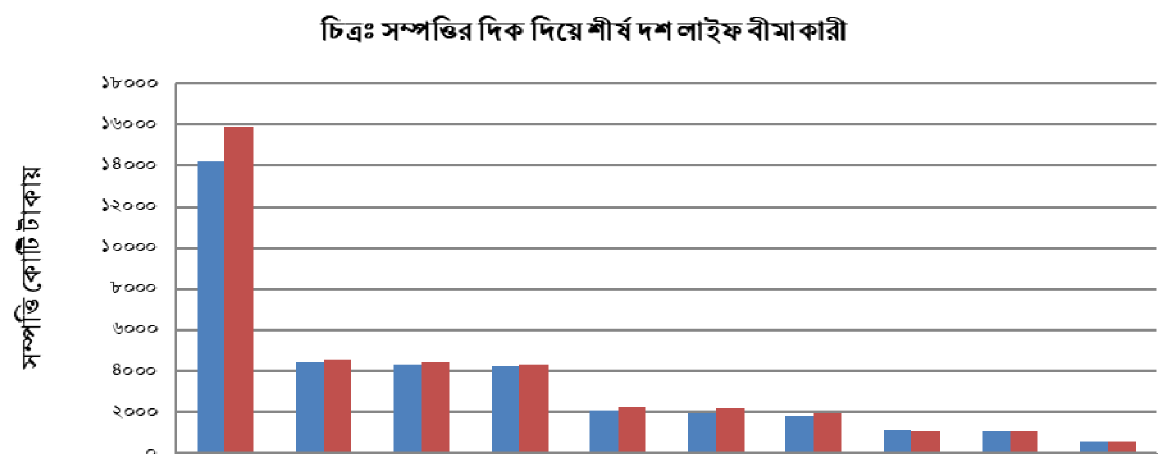

	মেটলাইফ	ডেল্টা লাইফ	ন্যাশনাল লাইফ	ফারইস্ট ইসলামি	জেবিসি	পপুলার লাইফ	মেঘনা লাইফ	প্রাইম ইসলামি	সন্ধানি লাইফ	প্রগতি লাইফ
২০১৮	১৪২০৪	৪৪৭৪	৪২৯৯	৪২৫৮	২০৯৩	১৯৭০	১৮৪৪	১১৫৮	১০৯৭	৫৭৬
২০১৯	১৫৮৮৮	৪৫৮০	৪৪২১	৪৩৪৮	২২৬৫	২২২২	১৯৩৭	১০৭২	১০৬১	৫৮৮

লাইফ বীমাকারীদের মধ্যে সম্পদের দিক থেকে প্রথম দশ টি কোম্পানি হল যথাক্রমে মেটলাইফ, ডেল্টা লাইফ, ন্যাশনাল লাইফ, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ, জীবন বীমা কর্পোরেশন (জেবিসি), পপুলার লাইফ, প্রাইম ইসলামী লাইফ ও প্রগতি লাইফ। ২০১৮ সালে ১৪,২০৪ কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে মেটলাইফ প্রথম স্থানে রয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী বীমা শিল্পের মোট সম্পত্তির ৩৬.৭১% তাদের দখলে রয়েছে। ২০১৯ সালে মেটলাইফের মোট সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,৮৮৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে যা বীমা শিল্পের মোট সম্পত্তির ৩৮.৫৮%। এছাড়া ২০১৮ সালে ডেল্টা লাইফের মোট সম্পদ ছিল ৪,৪৭৪ কোটি টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৪,৫৮০ কোটি টাকা। সম্পত্তির দিক দিয়ে ন্যাশনাল লাইফ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে যথাক্রমে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪,২৯৯ ও ৪,৪৪১ কোটি টাকা। এছাড়া ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ও জেবিসি যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে। ২০১৮ সালে বীমা শিল্পের মোট সম্পত্তির ৯২.৯৯% এবং ২০১৯ সালে বীমা শিল্পের মোট সম্পাত্তির ৯৩.২২% মালিকানা প্রথম সারির ১০টি কোম্পানির দখলে রয়েছে।

বিনিয়োগ

বীমাকারীদের প্রিমিয়াম আয় ও সম্পদ থেকে মূল তহবিলে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগ লব্ধ অর্থ মোট সম্পত্তিকে বৃদ্ধি করে। প্রতি বছর প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কোম্পানিগুলোর সম্পত্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বীমাকারীদের সম্পদের একটি বৃহৎ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। সারণি থেকে দেখা যায় যে ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিতে ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। ২০১৭ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৯,৯৩৪ কোটি টাকা যা ৩.৮৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ৩১,০৮০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৯%। ২০১৯ সাল শেষে লাইফ ইন্স্যুরেন্স খাতের বিনিয়োগের স্থিতি ছিল ৩৩৮৩১ কোটি টাকা। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো তাদের দাবি নিষ্পত্তির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে।

সারণি ২৫

লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ থেকে আয়ের হার (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

সাল	বিনিয়োগ	বিনিয়োগ থেকে আয়ের হার
২০১৫	২৬৭৮৮	৭.৭৩%
২০১৬	২৭৮৮৮	৪.১১%
২০১৭	২৯৯৩৪	৭.৩৪%
২০১৮	৩১০৮০	৩.৮৩%
২০১৯	৩৩৮৩১	৮.৮৫%

বিনিয়োগের খাতসমূহঃ বীমাকারীদের সম্পদের বৃহৎ অংশ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। লাইফ খাতের বীমাকারীরা সম্পদ বিনিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ অনুযায়ী বর্তমানে বিনিয়োগ করে থাকে এর পূর্বে পূর্ববর্তী আইন অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হত। সরকারি সিকিউরিটিজে বীমাকারীদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে মোট বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের ৩০% বিনিয়োগ করতে হয়। ২০১৮ সালে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪,০৬৩ কোটি টাকা যা মোট বিনিয়োগের ৪৫.২৫%। এবছর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগের খাত হল বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত। এখাতে মোট বিনিয়োগ স্থিতি ছিল ৯,১৪৭.৫৬৬ কোটি টাকা যা মোট বিনিয়োগের ২৯.৪৩%। Immoveable Property (Land, Building, Floor, Flat) খাতে ৮.৮৬% অর্থ বিনিয়োগ করা আছে যা টাকার অংকে ২,৭৫২ কোটি টাকা। এছাড়া আইডিআরএ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য খাতে ও পলিসি লোন বাবদ যথাক্রমে ৪.৯৫% ও ৪.০৬% অর্থ বিনিয়োগ করা আছে।

সারণি ২৬

লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের বিবরণ (২০১৮- ২০১৯) (কোটি টাকায়)

	২০১৮			২০১৯		
	বিনিয়োগ	বিনিয়োগ হতে রিটার্নের পরিমাণ	বিনিয়োগ হতে রিটার্নের হার	বিনিয়োগ	বিনিয়োগ হতে রিটার্নের পরিমাণ	বিনিয়োগ হতে রিটার্নের হার
সরকারি সিকিউরিটিজ	১৪০৬৩.০৩	১৪২২.৬৫	১০.১২	১৬৬৮২.০৩	১৪৬১.৬৯	৮.৭৬
মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা ইউনিট ফান্ড	২৭৫.৫২	১৭.১০	৬.২১	২৫৬.৭১	৭.৮২	৩.০৫
শেয়ারস	১৬০১.২৫	৮২.৮২	৫.১৭	১৬১৫.৫১	৭৪.৭২	৪.৬৩
ডিবেঞ্চারস	৩৮৪.৭৪	৩২.৬৫	৮.৪৯	৩৮৫.৮৪	৪৩.৩২	১১.২৩
ভূমি, বিল্ডিং, ফ্লাট	২৭৫২.৮৩	৪০.৯৫	১.৪৯	২৯৯৬.৩২	৫৪.৭১	১.৮৩
মর্টগেজ প্রপার্টি	৫৬.৯৯	৬.০৭	১০.৬৬	৬৩.৫৩	২.৯৮	৪.৬৯
তালিকাভুক্ত ব্যাংকে জমা	৯১৪৭.৫৭	৭৭০.৮৭	৮.৪৩	৮৭৯৮.৮২	৯০২.৭৮	১০.২৬
ব্রিজ ফাইন্যান্স	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
পলিসি লোন	১২৬০.৮৭	১৫১.৬২	১২.০২	১৩৩১.৪৫	১৫৭.৯৫	১১.৮৬
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য বিনিয়োগ	১৫৩৭.৪৫	৭১.৬০	৪.৬৬	১৭০১.২১	৭০.৫৬	৪.১৫
মোট	৩১০৮০.২৪	২৫৯৬.৩৫		৩৩৮৩১.৪২	২৭৭৬.৫৩	

ভূমি ও স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা লাইফ বীমা কোম্পানিগুলোর জন্য লাভজনক খাত নয় কারণ এ খাত হতে নিয়মিত বিনিয়োগ রিটার্ন আসে না এবং সুযোগ ব্যয় অনেক বেশি। এছাড়া এখাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মোরাল হেজার্ড রয়েছে তা সত্ত্বেও এখাতটি তৃতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগের খাত। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী এ খাতে ৮.৮৬% বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে রিটার্ন অনেক কম হওয়ায় বীমাকারীদের মোট বিনিয়োগ রিটার্নে এটি নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

লেখচিত্র ১৮

২০১৮ সালে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শতকরা হার

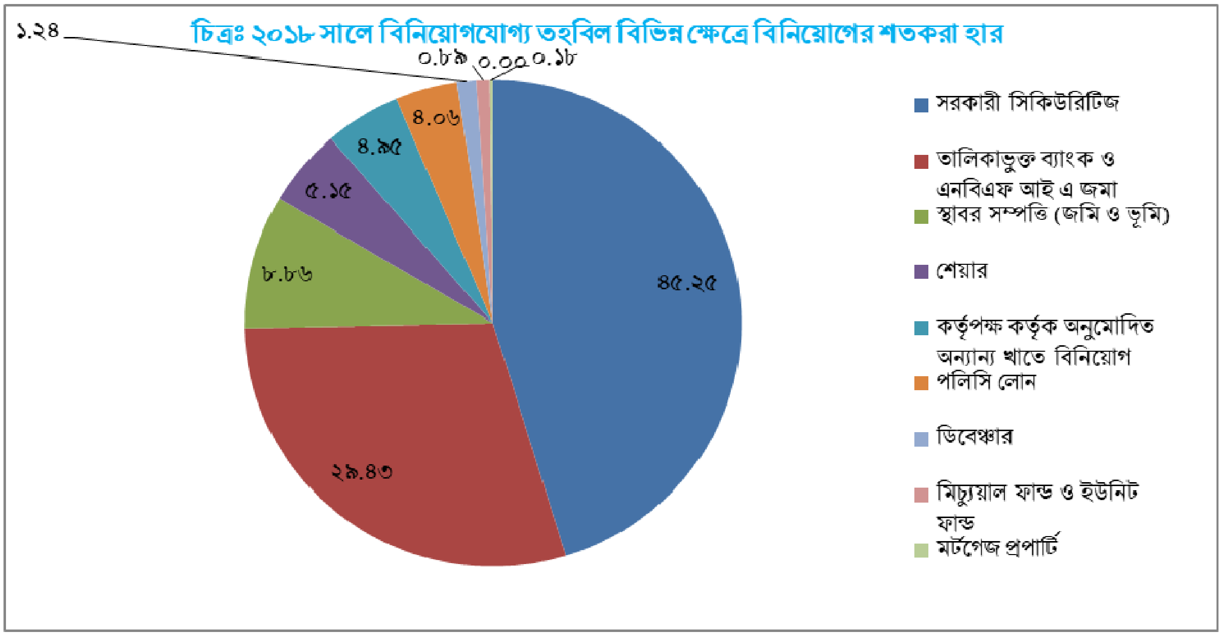

লেখচিত্র ১৯

২০১৯ সালে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শতকরা হার

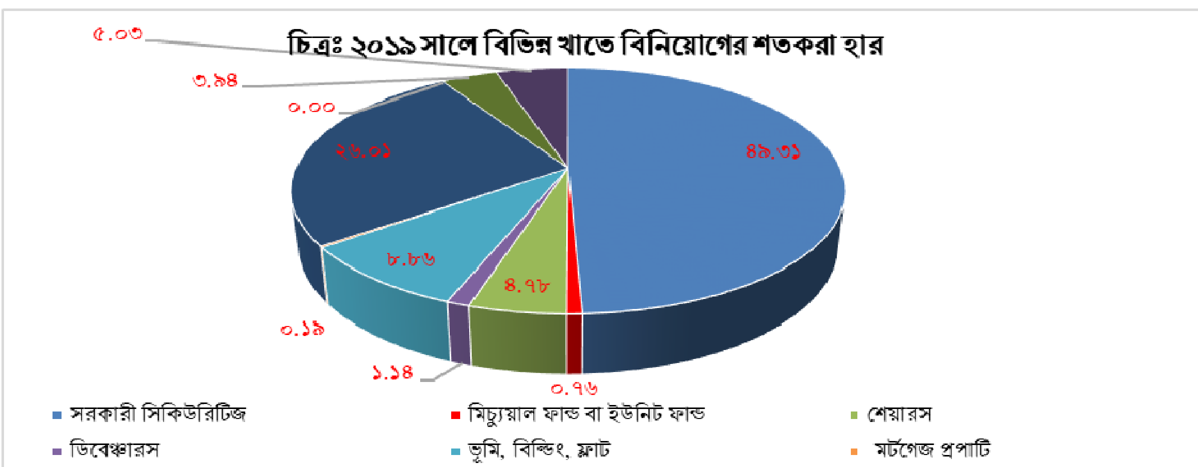

বিনিয়োগের দিক দিয়ে শীর্ষ দশ বীমাকারী

২০১৮ সালের শীর্ষ দশ বিনিয়োগকারী

বিনিয়োগের দিক দিয়ে শীর্ষ দশ বীমাকারী তালিকা লেখচিত্র ২০ এ রয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী ১৩,৫৪৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মেটলাইফ সকল বীমাকারীর শীর্ষে রয়েছে। কোম্পানিটির মোট সম্পদের ৯৫.৩৫% ই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা আছে যা কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা প্রকাশক। বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের সর্বোচ্চ বিনিয়োগের মাধ্যমে বীমাকারীর সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনিভাবে পলিসিহোল্ডাররা বেশি বোনাস পেয়ে থাকেন ও শেয়ার হোল্ডাররা অধিক হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। ৩,৫০৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ডেল্টা লাইফ দ্বিতীয় অবস্থানে এবং ৩,৩৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগে করে ন্যাশনাল তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া ফারইস্ট ইসলামী ৪র্থ ও জেবিসি ৫ম স্থানে রয়েছে। সম্পদের বিপরীতে বিনিয়োগের কাম্য অবস্থা বজায় রাখা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বীমাকারী এ নীতি

অনুসরণ করছে না যা তাদের প্রকৃত রিটার্নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী ফারইস্ট ইসলামী লাইফের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪২৫৮ কোটি টাকা যার বিপরীতে বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ২৫১৫ কোটি টাকা এক্ষেত্রে মোট সম্পত্তির বৃহৎ পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৪০.৯৩% বিনিয়োগ করা হয়নি যা আর্থিক ব্যবস্থাপনার মারাত্মক দূর্বলতা প্রকাশ করে। পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ক্ষেত্রেও দেখা যায় ২০১৮ সালে কোম্পানিটির বিনিয়োগের মোট স্থিতি ছিল ১৯৭০ কোটি টাকা যার বিপরীতে বিনিয়োগ ১৩৩১ কোটি টাকা এক্ষেত্রে মোট সম্পদের ৩২.৪৩% তারল্য হিসেবে রয়েছে।

লেখচিত্র ২০

২০১৮ সালে শীর্ষ দশ বিনিয়োগকারী কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠান

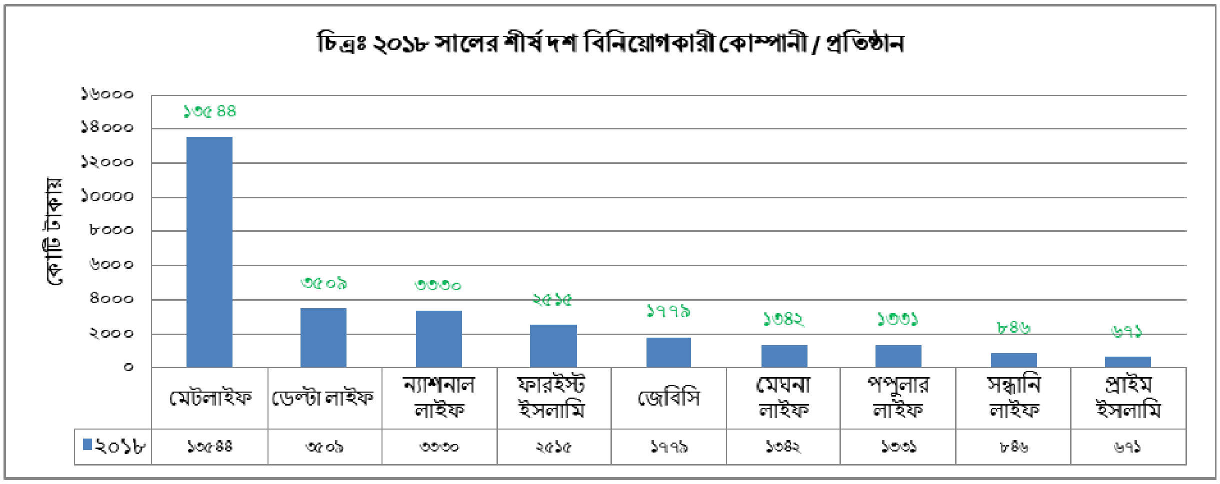

বিনিয়োগ বিবেচনায় ২০১৯ সালে শীর্ষ ১০ লাইফ বীমাকারী

বিনিয়োগের দিক দিয়ে শীর্ষ দশ লাইফ বীমাকারীর তালিকা লেখচিত্র ২১ এ রয়েছে। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী ১৫,১৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মেটলাইফ শীর্ষে রয়েছে। ৩,৭১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ডেল্টা লাইফ দ্বিতীয় অবস্থানে এবং ৩,৫৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগে করে ন্যাশনাল তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এছাড়া ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ও জেবিসি যথাক্রমে ২,৬১৪ ও ১,৮৮৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এছাড়া পপুলার লাইফ ১,৭৭৩ কোটি টাকা, মেঘনা লাইফ ১,৪৫৭ কোটি টাকা, সন্ধানী লাইফ ৮০৬ কোটি টাকা, প্রাইম ইসলামী লাইফ ৬৬৮ কোটি টাকা ও প্রগতি লাইফ ৪৮১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যথাক্রমে তালিকার ৬ষ্ঠ হতে দশম অবস্থানে রয়েছে।

লেখচিত্র ২১

২০১৯ সালে শীর্ষ দশ বিনিয়োগকারী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান

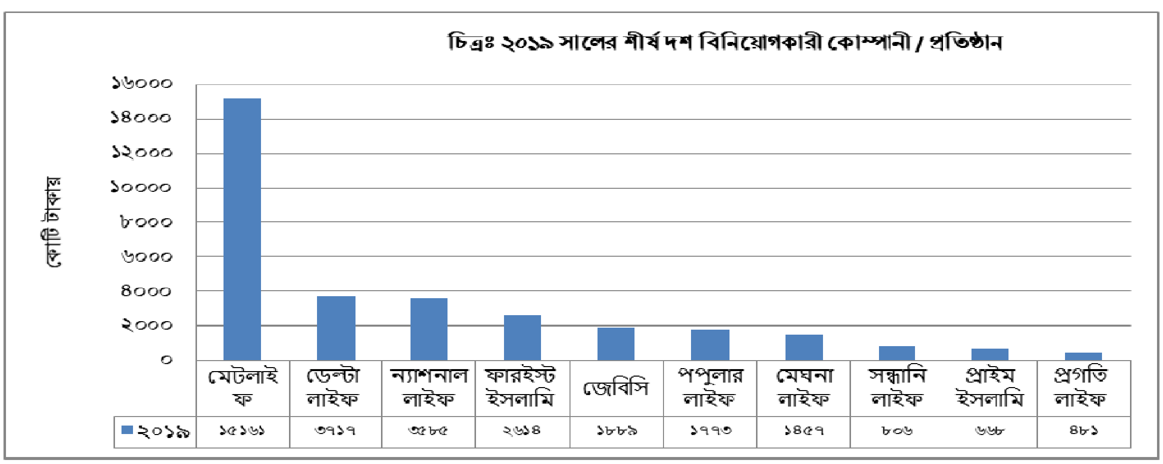

বিনিয়োগ থেকে আয় বিবেচনায় বিনিয়োগের খাতসমূহ

সঠিক বিনিয়োগের খাত নির্বাচন করা বীমাকারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কম ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু ভাল রিটার্ন আসে এমন সকল খাত হল বিনিয়োগের সবচেয়ে ভাল জায়গা। লেখচিত্র ২২ এ বিনিয়োগের বিভিন্ন খাত হতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বীমাকারীরা যে হারে রিটার্ন অর্জন করেছে তার উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্র হতে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বিভিন্ন খাত হতে বিনিয়োগ রিটার্নের হার কমেছে। মূলত সমষ্টিক অর্থনীতিতে মূলধনের প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে এবং অলস অর্থ বেশি পড়ে থাকলে সুদের হারের তারতম্য হয়ে থাকে। বিনিয়োগে বিভিন্ন এভিনিউগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী সিকিউরিটিজ হতে সবচেয়ে বেশি হারে রিটার্ন আসে। ২০১৮ সালে সরকারী সিকিউরিটিজ খাত হতে বিনিয়োগ রিটার্ন এর হার ১০% এর অধিক যা ২০১৯ সালে কমে ৮.৭৬% এ নেমে আসে। সরকারি সিকিউরিটিজ বীমাকারীদের নিকট বিনিয়োগের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাত। ২০১৮ সালে মোট বিনিয়োগের ৪৫.২৫% সরাকারী সিকিউরিটিজ খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ২০১৯ সালেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে (লেখচিত্র: ২২ দ্রষ্টব্য)। ২০১৮ ও ২০১৯ সালের বাজার হার বিবেচনায় এ রিটার্নের হ্রাস ও বৃদ্ধি হতে পারে কারণ বীমাকারীরা সাধারণত পূর্ববতী বছরগুলোতে বিভিন্ন মেয়াদে এ অর্থ বিনিয়োগ করেছে। পলিসি লোন খাতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে মোট বিনিয়োগ যথাক্রমে ৪.৯৫% ও ৫.০৩% (লেখচিত্র: ২২)। সাধারণত বীমাগ্রহীতারা তাদের বীমা পলিসির পেইড আপ অর্থের ৯০% লোন হিসেবে পেয়ে থাকে তবে বীমাকারীভেদে এ হারের তারতম্য থাকতে পারে। পলিসির বিপরীতে লোন নেওয়া বীমাগ্রহীতার জন্য সুবিধাজনক কারণ নতুন করে আন্ডাররাইটিং করার প্রয়োজন পড়ে না এবং বীমাকারীরাও বাজার সুদের চেয়ে বেশি সুদে লোন প্রদান করে থাকে। কিন্তু কোন বীমাকারী চাইলেও পলিসি লোন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারেনা যেহেতু তা গ্রাহকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পলিসি লোন খাতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বিনিয়োগ রিটার্নের হার ছিল যথাক্রমে ১২% ও ১১.৮৬%। বিভিন্ন তালিকাভুক্ত ব্যাংকে এফডিআর বাবাদ মোট বিনিয়োগের বৃহৎ অংশ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে এ হার ছিল যথাক্রমে ২৯.৪৩ % ও ২৬.০১% এবং বিনিয়োগের বিপরীতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে রিটার্নের হার ছিল যথাক্রমে ৮.৪২% ও ১০.২৬%। মূলত পূর্ববর্তী বছরগুলোতে উচ্চ হারে বিনিয়োগের কারণ এ খাতে উচ্চ হারে রিটার্ন এসেছে। ভূমি ও বিল্ডিং খাতে মোট বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের প্রায় ৯ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮.৮৬%। মোট বিনিয়োগের বিপরীতে এ খাতে রিটার্ন সবচেয়ে কম যা মাত্র ১.৪৮%। ২০১৯ সালের চিত্রও একরকম অথাৎ ২০১৯ সালে ভূমি, বিল্ডিং ও দালানকোটা খাত হতে বিনিয়োগ রিটার্ন ছিল মাত্র ১.৮২%। বৃহৎ পরিমাণ অর্থ এ খাতে নামমাত্র হারে বিনিয়োগের ফলে বীমাকারীদের মোট বিনিয়োগ রিটার্ন অনেক কমে যায় যা বীমাকারীদের সম্পদ বৃদ্ধি করেণে যার ফলশ্রুতিতে তা সারপ্লাস ও বোনাসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ভূমি, বিল্ডিং ও দালানকোঠা খাতে সব বীমাকারী একই হারে বিনিয়োগ করছে না মূলত কয়েকটি কোম্পানির বৃহৎ অংশ এ খাতে বিনিয়োগ করার ফলে এখাতে বিনিয়োগের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ডিবেঞ্চার খাতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বীমাকারীদের বিনিয়োগ রিটার্ন যথাক্রমে ৮.৪৮% ও ১১.২২%। মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে ২০১৮ সালে বিনিয়োগ রিটার্নের হার ছিল ৬.২০% যা ২০১৯ সালে কমে ৩% এ দাঁড়িয়েছে। মর্টগেজ ও প্রপার্টি খাতে ২০১৮ সালে বিনিয়োগ রিটার্নের পরিমাণ ছিল ১০.৬৫% যা কমে ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৪.৬৮%। এছাড়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ রিটার্নের পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৬৫% ও ৪.১৪%। তাছাড়া ব্রিজ ফাইন্যান্স খাতে বীমাকারীদের কোন বিনিয়োগ নেই।

লেখচিত্র ২২

লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে আয়ের বিভিন্ন খাতসমূহের হার (২০১৮-২০১৯)

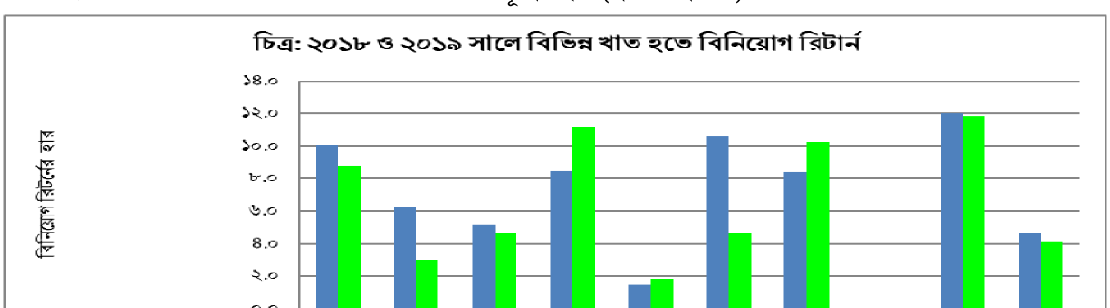

	সরকারী সিকিউরিটিজ	মিচ্যুয়াল ফান্ড বা ইউনিট ফান্ড	শেয়ারস	ডিবেঞ্চারস	ভূমি, বিল্ডিং, ফ্লাট	মরগেজ প্রপার্টি	তালিকা ভুক্ত ব্যাংকে জমা	ব্রিজ ফাইন্যান্স	পলিসি লোন	কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত অন্যান্য বিনিয়োগ
বিনিয়োগ রিটার্নের হার ২০১৮	১০.১২	৬.২১	৫.১৭	৮.৪৯	১.৪৯	১০.৬৬	৮.৪৩		১২.০২	৪.৬৬
বিনিয়োগ রিটার্নের হার ২০১৯	৮.৭৬	৩.০৫	৪.৬৩	১১.২৩	১.৮৩	৪.৬৯	১০.২৬		১১.৮৬	৪.১৫

ব্যবস্থাপনা ব্যয়

বীমা আইন ২০১০ এর ৬২ ধারা অনুযায়ী বীমাকারীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ব্যয়িত সমুদয় ব্যয়কে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, কোন বীমাকারী তার দ্বারা বাংলাদেশে লেনদেনকৃত লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় কোন পঞ্জিকা বৎসরে ব্যবসা সংগ্রহের কমিশন খরচ বা পারিশ্রমিকসহ ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করবে না এবং অনুরূপ ব্যয়সীমা নির্ধারণে বীমাকারীর আকার ও বয়স এবং বীমাকারীর প্রিমিয়াম হারে ব্যবস্থাপনা খরচের জন্য সাধারণভাবে প্রণীত বিধানাবলী বিবেচনা করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ বিধিমালাটি জারি হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। উক্ত বিধি জারি করা হলে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুমোদিত সীমার মধ্যে নিয়ে আসা সহজতর হবে। বীমা আইন ২০১০ এর ৬২ ধারার অধীনে বিধিমালার অনুপস্থিতিতে বীমাকারীরা ১৯৫৮ সালের বীমা বিধিমালার ৩৯ নম্বর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে থাকে।

সারণি ২৭

প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় (২০০৯-২০১৭)(কোটি টাকায়)

বছর	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	অনুমোদিত ব্যয় সীমা	অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের উপর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের শতকরা হার
২০১৫	২৬১৪.০৯	২৩৩৫.৫৯	২৭৮.৫০	--
২০১৬	২৭৮০.০৫	২৫৭৮.৪৪	২০১.৬১	১১.৯২%
২০১৭	২৯২৫.৮১	২৮১৭.২২	১০৮.৫৯	৭.৮২%
২০১৮	৩২৫৮.১৪	৩১৬৩.৬২	৯৪.৫১	৩.৮৫%
২০১৯	৩২৪১.২৬	৩৪০৯.৪৫	-১৬৮.১৯	২.৯৯%

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করে ২০১২ সাল থেকেই বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ থেকে অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ফলস্বরূপ অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিগত বছরগুলোর অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত খরচকৃত অর্থ পুন:ভরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যবস্থা ব্যয় শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার জন্য কোম্পানিসমূহ থেকে সময়ভিত্তিক প্রক্ষেপণ চাওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু কোম্পানি তাদের অতিরিক্ত খরচকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয় পুন:ভরণে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭ সালে সম্মিলিতভাবে লাইফ বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে ১০৮.৫৯ কোটি টাকা ছিল, যা ২০১৮ তে ১২.৯৭% হ্রাস পেয়ে ৯৪.৫১ কোটি টাকা হয়েছে এবং ২০১৯ সালে সামগ্রিকভাবে লাইফ বীমা খাতে কোন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় হয়নি বরং অনুমোদিত সীমার চেয়ে ১৬৮.১৯ কোটি টাকা কম খরচ হয়েছে অর্থাৎ, ২০১৯ সালে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় ২৭৭.১৬% হ্রাস পেয়েছে। (সারণি ২৭ এবং লেখচিত্র ২৩)।

লেখচিত্র ২৩

লাইফ বীমা শিল্পে অতিরিক্ত ব্যবস্থপনা ব্যয় (২০১৫-২০১৯)

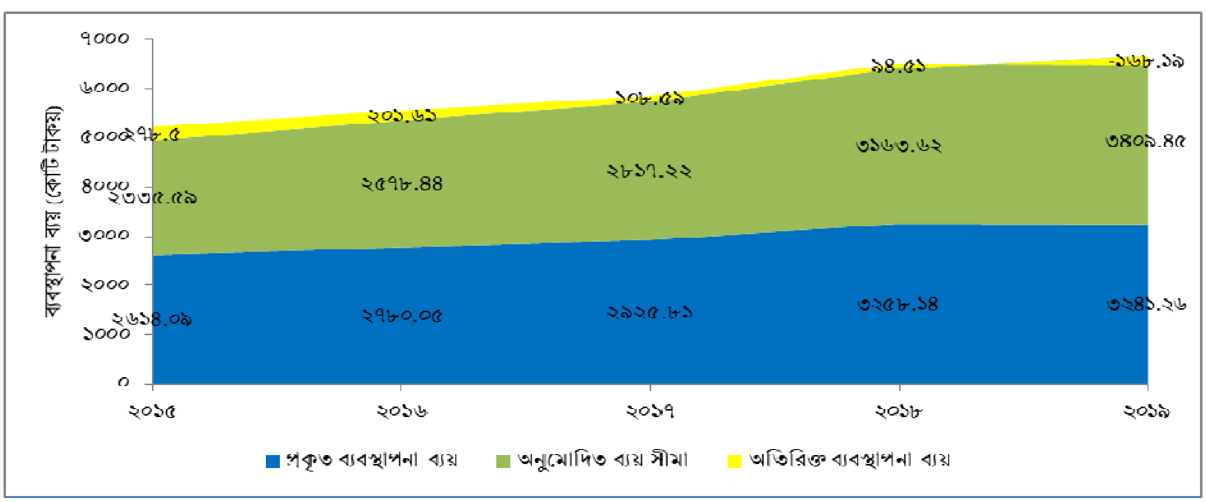

দু'ধরণের ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুপাত দিয়ে সাধারণত একটি লাইফ বীমাকারীর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। একটি পরিমাপ সামগ্রিক ব্যয় অনুপাত যেখানে মোট ব্যয় মোট প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ভাগ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা পরিমাপের আরেকটি অনুপাত হল নবায়ন ব্যয় অনুপাত। এই অনুপাতে প্রথম বর্ষ এবং গ্রুপ বীমার প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সাথে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের ব্যবধানের অংকের সাথে নবায়ন প্রিমিয়ামের অনুপাতকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। লেখচিত্র ২৪ এ লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন বছরের ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত দেখানো হয়েছে। ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমছে এবং এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনুমোদিত সীমায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

লেখচিত্র ২৪

লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও

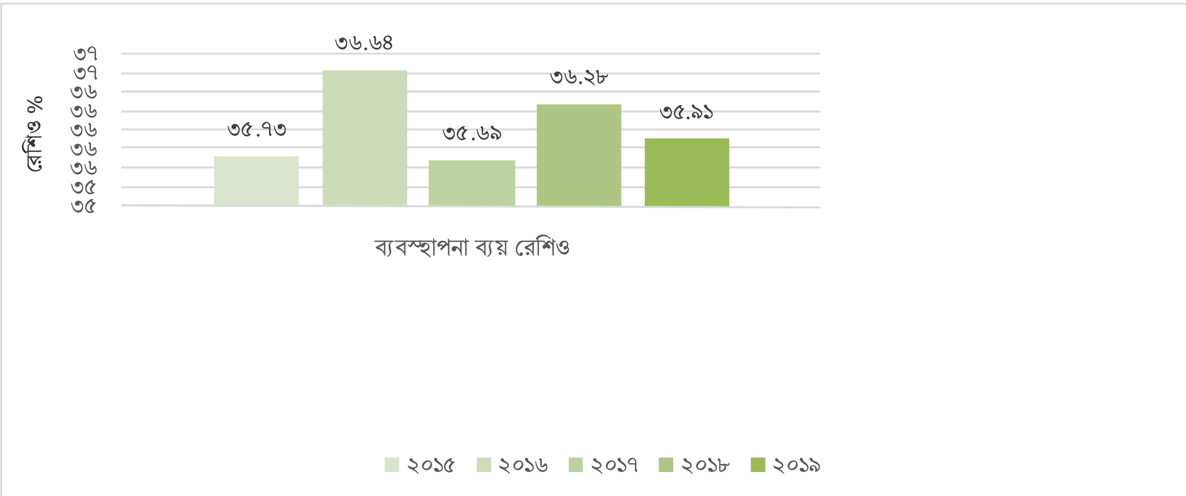

নোট: প্রিমিয়াম আয়ের বিপরীতে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের শতকরা হার

দাবি নিষ্পত্তি

দাবি নিষ্পত্তি হল গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং জনসাধারণের মধ্যে বীমার ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ দাবি নিষ্পত্তিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলস্বরূপ দাবি নিষ্পত্তির হার ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে কোম্পানিসমূহ চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বীমাদাবি পরিশোধ করছে এবং কর্তৃপক্ষের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বীমা মেলাগুলোতেও চেক বিতরণ করা হচ্ছে। সারণি ১৬ ও ১৭ এবং লেখচিত্র ২৫, ২৬ ও ২৭ লাইফ বীমা শিল্পের দাবি নিষ্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণি ২৮

লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন উপ-শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	মৃত্যুদাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠীওস্বাস্থ্য বীমা দাবি	মোট দাবি
২০১৫	২৫৪.৪৩	৩২১০.৯২	৪৭২.৪৬	১৪৭৩.৬৬	২৭৭.৭৫	৫৬৮৯.২২
২০১৬	২৭৭.৬২	৩৮১১.১৮	৪৮৮.০৪	১৩৭৪.৫৯	৩০১.৬৩	৬২৫৩.০৬
২০১৭	৩৯৬.২২	৪০৭৪.৬৬	৫৮০.৪৭	১৩৫৩.৯৩	৩৯৮.১২	৬৮০৩.৪১
২০১৮	২৭১.১৮	৪১৩৩.০৮	৯৪২.৪৯	১২৭৪.৪৬	৭১১.৬৫	৭৩৩২.৮৬
২০১৯	২৮০.৭৭	৪১৩০.৭১	৬৬৫.৬৮	১৩৪৪.৫৮	৮৪৩.১৭	৭২৬৪.৯১

লাইফ বীমা খাতে মোট দাবির পরিমাণ (রিপোর্টিং বছরের প্রারম্ভে অনিষ্পন্ন দাবি ও রিপোর্টিং বছরে উত্থাপিত দাবির যোগফল) ২০১৮ সালে ৭,৩৩২.৮৬ কোটি টাকা ছিল এবং ২০১৯ সালে ৭,২৬৪.৯১ কোটি টাকা ছিল। ২০১৯ সালে মোট দাবির মধ্যে মৃত্যু দাবি ২৮০.৭৭ কোটি, মেয়াদোত্তীর্ণ ৪,১৩০.৭১ কোটি টাকা, সারেন্ডার দাবি ৬৬৫.৬৮ কোটি টাকা, সারভাইভাল বেনিফিট ১,৩৪৪.৫৮ কোটি টাকা এবং গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য বীমা দাবি ৮৪৩.১৭ কোটি টাকা ছিল (সারণি ২৮)।

সারণি ২৯

বীমা দাবি পরিশোধের পরিমাণ এবং নিষ্পত্তির হার (২০১৫- ২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	মৃত্যুদাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইবাল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্যবীমার দাবি	মোট দাবি নিষ্পত্তি
২০১৫	১৩৯.৮৭	২৮৩৯.১৬	৪৭২.৯১	১১৭৩.০৪	২২৭.২৫	৪৮৫২.২৪
	(৫৪.৯৮)	(৮৮.৪২)	(১০০.০৯)	(৭৯.৬০)	(৮১.৮২)	(৮৫.২৯)
২০১৬	১৫৮.২৬	৩৩৫৯.১৮	৪৮৭.৮৮	১১১২.৯৭	২৫১.৭৯	৫৩৭০.০৮
	(৫৭.০১)	(৮৮.১৪)	(৯৯.৯৭)	(৮০.৯৭)	(৮৩.৪৮)	(৮৫.৮৮)
২০১৭	২০৩.৩৭	৩৩৮১.০৩	৫৭৭.৫৬	১০৪২.০২	৩৪৬.৭৩	৫৫৫০.৭১
	(৫১.৩৩)	(৮২.৯৮)	(৯৯.৫০)	(৭৬.৯৬)	(৮৭.০৯)	(৮১.৫৯)
২০১৮	১৭৮.৩১	৩৬৬১.৬৮	৯৩৭.২৭	১০৬৪.৬৬	৬৭৫.৫৩	৬৫১৭.৪৫
	(৬৫.৭৫)	(৮৮.৫৯)	(৯৯.৪৫)	(৮৩.৫৪)	(৯৪.৯২)	(৮৮.৮৮)
২০১৯	১৯০.০৯	৩৬৯২,৯৮	৬৭২.৭০	১১৫৫.৭৩	৭৯৪.১৩	৬৫০৫.৬৩
	(৬৭.৭০)	(৮৯.৪০)	(১০১.০৫)	(৮৫.৯৫)	(৯৪.১৮)	(৮৯.৫৫)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা দাবি নিষ্পত্তির শতকরা হার নির্দেশ করে।

২০১৮ সালে মোট দাবির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি ছিল ৫৬.৩৬% এবং ২০১৯ সালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.৮৫% হয়েছে। ২০১৮ সালে মোট দাবির সার্ভাইবাল বেনিফিট ছিল ১৭.৩৮% এবং ২০১৯ সালে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৫১% এ দাঁড়িয়েছে। ২০১৮ সালে মোট দাবির মৃত্যু দাবি ছিল ৩.৭০% এবং ২০১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাবির অংশ ৩.৮৬% হয়েছে (লেখচিত্র ২৫)।

লেখচিত্র ২৫

লাইফ বীমা শিল্পে বিভিন্ন উপ-শ্রেণির দাবির পরিমাণের শতকরা শেয়ার (২০১৫-২০১৯)

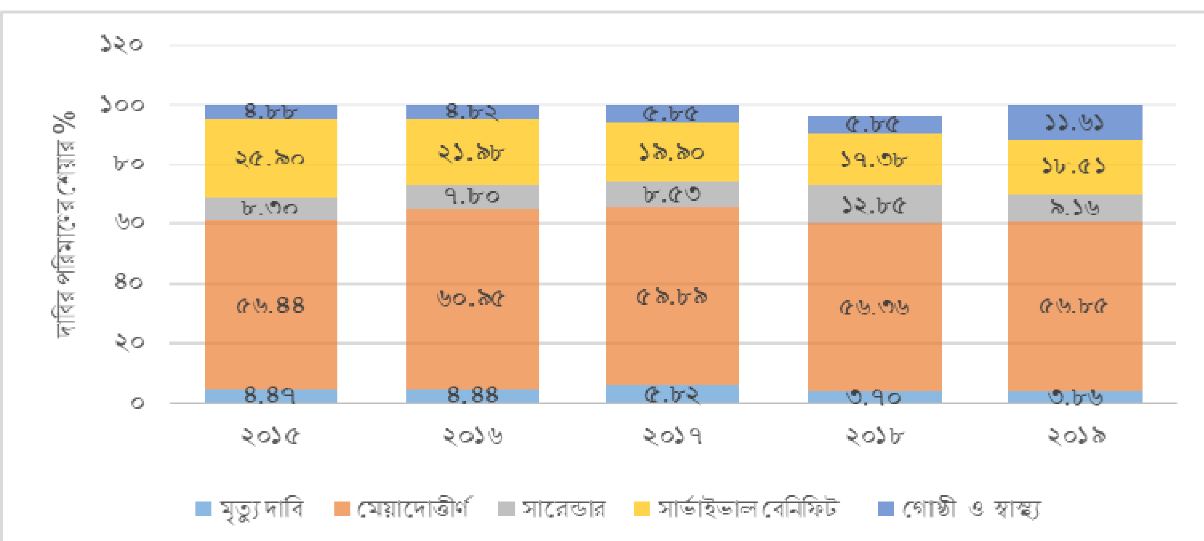

লেখচিত্র ২৬

লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির নিষ্পত্তি পরিমাণের শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)

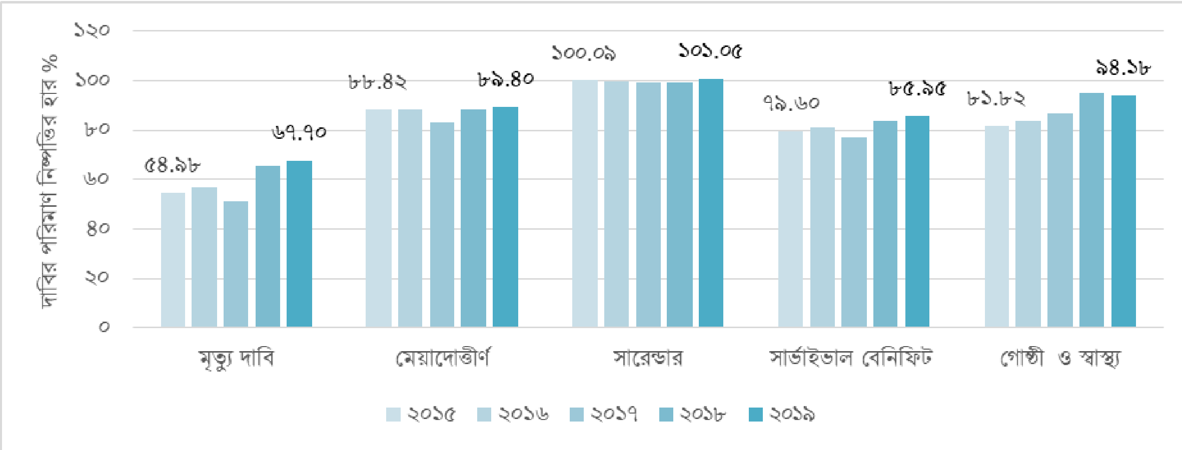

নোটঃ লেখচিত্রে ২০১৫ ও ২০১৯ সালের তথ্য দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ২৭

লাইফ বীমা শিল্পে বীমা দাবি পরিশোধের শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)

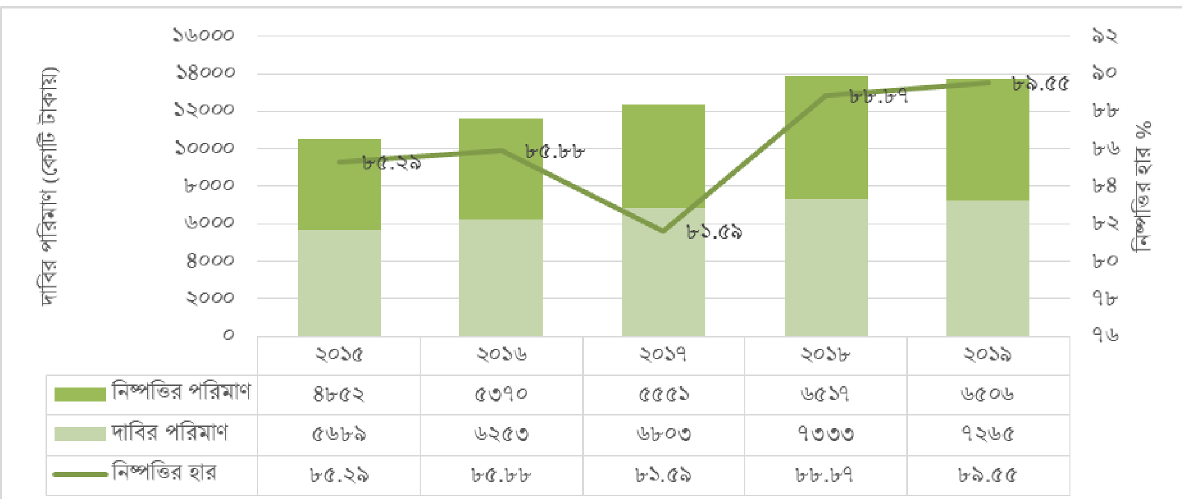

২০১৭ সালে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় ৫,৫৫০.৭১ কোটি টাকার দাবি নিষ্পত্তি হয়েছিল এবং দাবি নিষ্পত্তির হার ছিল ৮১.৫৯ শতাংশ। ২০১৮ সালে দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে ৬,৫১৭ কোটি টাকার এবং দাবি নিষ্পত্তির হার ছিল ৮৮.৮৭ শতাংশ। ২০১৯ সালে নিষ্পত্তির হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে ৬,৫০৬ কোটি টাকার দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং নিষ্পত্তির হার ছিল ৮৯.৫৫ শতাংশ (লেখচিত্র ২৭)। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বীমা দাবি নিষ্পত্তির হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বীমা দাবির সংখ্যা

সারণি ৩০

লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

বছর	মৃত্যুদাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠী ও স্বাস্থ্য বীমার দাবি	মোট দাবি
২০১৫	২৯৪২৮	১৯১৬৫২৪	৯৫৮৯০	৭০৬২০৫	৪৪৫০৯	২৭৯২৫৫৬
২০১৬	২৯৪৩৯	২১৬৮৫৯৪	৯০৪৭৭	৬২২৬৬৫	৫৮৮৬৫	২৯৭০০৪০
২০১৭	৩৩৯৫৭	১৭৮০৯৪১	৯২০১৬	৬৬৬২৬৭	১৪০৪১২	২৭১৩৫৯৩
২০১৮	৩০২৪৬	১৪৬২২৫৪	১২১৭৬৪	৬৪৯৩৪১	১৬৩০৩২	২৪২৬৬৩৭
২০১৯	২৯৩৪৬	১১৬৯৫৪০	৮২৯২২	৫৯৮৮২০	১৯৪১৮৮	২০৭৪৮১৬

সারণি ৩০ এ দেখা যাচ্ছে লাইফ বীমা ব্যবসায় ২০১৮ সালে মোট দাবির সংখ্যা ছিল ২৪,২৬,৬৩৭ টি এবং ২০১৯ সালে এই দাবির সংখ্যা ছিল ২০,৭৪,৮১৬ টি। ২০১৯ সালে এই মোট দাবির মধ্যে ২৯,৩৪৬ টি মৃত্যুর দাবি, ১১,৬৯,৫৪০ টি মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি, ৮২,৯২২ টি সমর্পণ দাবি, ৫,৯৮,৮২০ টি সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি এবং ১,৯৪,১৮৮টি গ্রুপ ও স্বাস্থ্য বীমা দাবি ছিল।

সারণি ৩১

বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং শতকরা নিষ্পত্তির হার (২০১৫- ২০১৯)

বছর	মৃত্যুদাবি	মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি	সারেন্ডার দাবি	সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি	গোষ্ঠীওস্বাস্থ্য বীমার দাবি	মোট দাবি নিষ্পত্তি
২০১৫	১৯৭০৯	১৫৯৭৭০৭	৯২৮৯৬	৫৩০৯৬০	৪১০১৯	২২৮২২৯১
	(৬৬.৯৭)	(৮৩.৩৬)	(৯৬.৮৮)	(৭৫.১৮)	(৯২.১৬)	(৮১.৭৩)
২০১৬	১৮৫৯১	১৮৮২৯০২	৮৬৯৪১	৪৯৭৫৫৭	৫৪৮৩৮	২৫৪০৮২৯
	(৬৩.১৫)	(৮৬.৮৩)	(৯৬.০৯)	(৭৯.৯১)	(৯৩.১৬)	(৮৫.৫৫)
২০১৭	২২৬৬৮	১৪৭৫১১৭	৮৬৪১৪	৪৯০১৩১	১২৬০৯০	২২০০৪২০
	(৬৬.৭৬)	(৮২.৮৩)	(৯৩.৯১)	(৭৩.৫৬)	(৮৯.৮০)	(৮১.০৯)
২০১৮	২১৩২৮	১৩১৯৯৮১	১১৯৫৭১	৫৪৮৭৭৬	১৫৯৪০০	২১৬৯০৫৬
	(৭০.৫২)	(৯০.২৭)	(৯৮.২০)	(৮৪.৫১)	(৯৭.৭৭)	(৮৯.৩৯)
২০১৯	২১৯৪১	১০৪৩৮৮১	৮০৬১৮	৫০৯৮০১	১৮৭৯০৫	১৮৪৪১৪৬
	(৭৪.৭৭)	(৮৯.২৫৬)	(৯৭.২২)	(৮৫.১৩)	(৯৬.৭৬)	(৮৮.৮৮)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা নিষ্পত্তির শতকরা হার নির্দেশ করে

সারণি ৩১ এ দেখা যায় যে, ২০১৮ সালে লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট দাবির পরিশোধের সংখ্যা ছিল ২,১৬,৯০,৫৬ টি এবং ২০১৯ সালে মোট দাবি পরিশোধের সংখ্যা ছিল ১৮,৪৪,১৪৬ টি। ২০১৯ সালে নিষ্পত্তিকৃত মোট দাবির মধ্যে ২১,৯৪১ টি মৃত্যু দাবি, ১০,৪৩,৮৮১ টি মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি, ৮০,৬১৮ টি সমর্পণ দাবি, ৫,০৯,৮০১ টি সার্ভাইভাল বেনিফিট দাবি এবং গ্রুপ বীমার অধীনে ১,৮৭,৯০৫ জন ব্যক্তিকে বীমা সুবিধা বিশেষ করে স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সালে মোটি দাবি নিষ্পত্তির হার ছিল ৮১.৭৩%, ২০১৮ সালে ৮৯.৩৯ এবং ২০১৯ সালে ৮৮.৮৮%।

পলিসি গ্রাহকের দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত

সারণি ৩২

পলিসি গ্রাহকের নীট দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত (কোটি টাকায়)

বছর	গ্রাহকের দায়	প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	চলতি উদ্বৃত্ত	মোট উদ্বৃত্ত	প্রবৃদ্ধি %
২০১৫	২৩৮৫১.০০	১০০৮.৯৯	১৭১৬.১২	২৭২৫.১১	৮.৭০
২০১৬	২৫১৩৪.৯২	১২৪৯.০৯	১৫৮৪.৬৭	২৮৩৩.৭৫	৩.৯৯
২০১৭	২৬৬০৮.১০	১১১৬.৫৭	১৭৪০.০৬	২৮৫৬.৬৩	০.৮১
২০১৮	২৮০৪০.৯০	১০৪৩.৬৪	১৬৮৯.৫৫	২৭৩৩.১৮	(৪.৩২)
২০১৯	২৫১৮১.৯৬	৫৪৪.৪৪	১৫৪৮.১৪	২০৯২.৫৯	(২৩.৪৪)

পলিসি গ্রাহকের উদ্বৃত্ত বীমা আইন ২০১০ এর ৩০ ধারা অনুসারে নির্ধারিত হয়। এ্যাকচ্যুরিয়াল ভ্যালুয়েশন বীমাকারীর দায় এবং উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি (যদি সম্পদ দায়ের তুলনায় কম বা বেশী থাকে) প্রকাশ করে । পলিসিহোল্ডারদের দায় নতুন পলিসি বিক্রির সাথে বৃদ্ধি পায় তবে বিদ্যমান সম্পদের সাথে আরও বেশি সম্পদ যুক্ত হতে পারলে এটি উদ্বৃত্তে পরিণত হতে পারে। অতিরিক্ত ব্যয় এবং বিনিয়োগ রিটার্নের নিম্নহার এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্তকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। সারণি ২০ এ ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নীট পলিসি গ্রাহকের দায় এবং এ্যাকচ্যুরিয়াল উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। বীমা আইন, ২০১০ এর ৮২ ধারার অধীনে বীমাকারী উদ্বৃত্ত পলিসিগ্রাহককে বোনাস হিসাবে এবং শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের আকারে বিতরণ করে।

পরিশোধিত মূলধন

সারণি ৩৩

লাইফ বীমা শিল্পে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

বছর	পরিশোধিত মূলধন	বছরে সংযোজন
২০১৫	৮৫০.১১	৪৬.৬২
২০১৬	৯৪২.০০	৯১.৮৯
২০১৭	৯৮৩.১৭	৪১.১৭
২০১৮	১০৩৩.২১	৫০.০৪
২০১৯	১০৪৭.৬৮	১৪.৪৭

৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত লাইফ বীমাকারীর মোট পরিশোধিত মূলধন ছিল ৯৮৩.১৭ কোটি টাকা এবং ৫০.০৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ১০৩৩.২১ কোটি টাকা হয়েছে এবং ১৪.৪৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৪৭.৬৮ কোটি টাকা (সারণি ৩৩)।

লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট

আর্থিক সহযোগী বা এজেন্টরা লাইফ বীমা শিল্পের প্রধান বিক্রয় শক্তি এবং তারা লাইফ বীমা ব্যবসা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান অবদান রাখে। বিশ্বাসের অভাব এবং সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে এজেন্টের সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না। বাজারের আকার বিবেচনায় ৩.৯৫ লক্ষ এজেন্ট বীমা সেবা প্রদান করার পক্ষে যথেষ্ট তবে পর্যাপ্ত বীমা সংক্রান্ত জ্ঞান লক্ষ্য অর্জনে প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া অনেক এজেন্টই সক্রিয় নয়। এমপ্লয়ার অব এজেন্টের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে অথচ এজেন্ট ও এমপ্লয়ার অব এজেন্টের এর অনুপাত ১:৫ এর কম রয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ বীমাকারী ১:৫ অনুপাত বজায় রাখার বিধানটি পরিপালন করছে না (সারণি ৩৪)।

সারণি ৩৪

লাইফ বীমাকারীর এজেন্ট এবং এমপ্লয়ার অব এজেন্টের সংখ্যা

বছর	এজেন্ট	প্রবৃদ্ধি (%)	এমপ্লয়ার অব এজেন্ট	প্রবৃদ্ধি (%)
২০১৫	৪০৬৭৬২	৩.৪৯	১৯৫৭৭৩	৩.৩০
২০১৬	৩৯৩৮৮৯	-৩.১৬	২০৪০৮৫	৪.২৫
২০১৭	৩৮১৮৩৯	-৩.০৬	২০৯৮২৪	২.৮১
২০১৮	৩৫৮৬০৪	-৬.০৯	১১৫৪৪৯	-৪৪.৯৮
২০১৯	৩৯৫৬৫১	১০.৩৩	১১৭২৪৮	১.৫৬

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এজেন্টদের বীমার মূল জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে উপযুক্ত বিক্রয় বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগটি এজেন্টদের প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে খাপ খাওয়াতে বীমার মূল জ্ঞান শিখতে সহায়তা করে আসছে। বীমা পণ্য বিক্রয় এজেন্টদের অবদানের ওপর নির্ভর করে যদিও এজেন্টদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা বীমাকারীর জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং কাজ। কেবলমাত্র এজেন্টের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হচ্ছে এবং বাংলাদেশে ব্যাংকাস্যুরেন্স চ্যানেল চালু করা যায়নি। প্রকৃত পক্ষে বীমাশিল্পে বীমাকারীরা এজেন্টের পরিবর্তে উন্নয়ন অফিসারকে ব্যবহার করছে এবং বীমা ব্যবসা সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন অফিসারকে কমিশন প্রদান করে বীমা আইন ২০১০ এর ৫৮ ধারা লঙ্ঘন করছে এবং লাইফ বীমা খাতে এজেন্টের সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ ছিল এই কমিশন ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর এজেন্ট ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

লাইফ বীমাকারীর শাখা

সারণি ৩৫

লাইফ বীমাকারীর মোট শাখা অফিসের সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

বছর	বছরের শুরুতে	শাখা খোলা	শাখা বন্ধ	মোট শাখা	পরিবর্তন %
২০১৫	৭০৩৮	৪২০	৫৯৬	৬৮৬২	-১.৮৫
২০১৬	৬৯৫৯	৪৫৭	৬৭৯	৬৭৩৭	-১.৮২
২০১৭	৬৬৪৭	৩৬৯	৪৬৫	৬৫৫১	-২.৭৬
২০১৮	৬৪৬৩	৭৫৫	৩৩৫	৬৮৮৩	৫.০৭
২০১৯	৬৩৬০	২৬৯	৪৮৩	৬১৪৬	-১০.৭১

বীমাকারীসমূহ দেশব্যাপি তাদের অসংখ্য শাখার মাধ্যমে জনগণের দ্বারে বীমাসেবা পৌঁছে থাকে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ৪৯২ টি উপজেলা ৩২টি লাইফ বীমাকারী ৬,৫৫১ টি শাখার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং জনগণের দোরগোড়ায় বীমা সেবা পৌঁছে দিয়েছে। ব্যবসার প্রকৃতির কারণে দেশজুড়ে বিস্তৃত শাখার প্রাপ্যতা গ্রাহকদের মধ্যে বীমা সেবা বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৮ সালে ৫.০৭% শাখা বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৮৮৩ টি হলেও ২০১৯ সালে ১০.৭১% হ্রাস পেয়ে লাইফ বীমাকারীর মোট শাখার সংখ্যা ৬,১৪৬ টি হয়েছে (সারণি ৩৫)।

জনবল

সারণি ৩৬

লাইফ বীমা শিল্পে বীমাকারীর অফিসে মোট জনবলের সংখ্যা

বছর	বছরের শুরুতে	নিয়োগ	ছাঁটাই	বছরের শেষে
২০১৫	২৭০৩৬	১৯৯৪	৩৮৫৫	২৫১৭৫
২০১৬	২৫৩০৮	২৩০৬	৩৯৯৮	২৩৬১৬
২০১৭	২৩৫৫৯	২২০১	৩২৩০	২২৫৩০
২০১৮	২৪৫৫৮	২৩৪৮	২১৫৪	২৪৭৫২
২০১৯	২৩৩৯৯	১৩৭৭	৪৩২৩	২০৪৫৩

সারণি ৩৬-এ দেখা যায় যে, লাইফ বীমা শিল্পে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৭ সালের মধ্যে ২,২৫৩০ জন ছিল এবং ২০১৮ সালে ছিল ২৪,৭৫২ জন। ২০১৯ সালে যত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল তার চেয়ে অধিক সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে।

বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট

সারণি ৩৭

বীমাকারীর ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধের পরিমাণ (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	কর্পোরেট কর	টিডিএস	ভিডিএস	ট্যাক্স এবং ভ্যাট
২০১৫	৩১০.২৮	১১০.৯৬	২৩.৫১	৪৪৪.৭৫
২০১৬	৩৫৫.৯০	১২৮.৬৯	২৫.১৭	৫০৯.৭৬
২০১৭	২৮৫.০৫	১৩৬.৯৬	৩০.৯৪	৪৫২.৯৫
২০১৮	২৬৯.৭৭	১৫৬.৫৮	৩১.২১	৪৫৭.৫৬
২০১৯	৩৪৩.১১	১৭৪.৯১	৪০.০৮	৫৫৮.১০

বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্পোরেট ট্যাক্স, ভ্যাট, টিডিএস এবং ভিডিএস প্রদান করে থাকে। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত ট্যাক্স, টিডিএস ও ভিডিএস এর পরিমাণ সারণি ৩৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে মোট ৪৫৭.৫৬ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে ৫৫৮.১০ কোটি টাকা কর্পোরেট ট্যাক্স, টিডিএস ও ভিডিএস হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

নন-লাইফ বীমা

প্রিমিয়াম

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারীর জন্য ২০১৯ সালটি মোটামুটিভাবে সফল ছিল। বিগত বছরগুলির মতো গ্রস প্রিমিয়াম মূলত অগ্নি বীমা ব্যবসা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যা ২০১৯ সালে মোট গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের ৩৯.৬০% (২০১৮: ৩৮.৮৩%) ছিল। বিরূপ পরিবেশের মধ্যে নন-লাইফ ব্যবসায় ২০১৯ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ ছিল ৩৭৮৯.৭৮ কোটি টাকা যেখানে ২০১৮ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ ছিল ৩৩৯৩.৯৪ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ২০১৮ সালে ১৩.৯৪% ও ২০১৯ সালে ১১.৬৬%(সারণি ৩৮ এবং লেখচিত্র ২৮)।

২০১৮ সালে এই প্রবৃদ্ধি মূলত অগ্নি, মেরিন এবং বিবিধ বীমা ব্যবসা বৃদ্ধির কারণে হয়েছিল এবং ২০১৯ সালে গ্রস প্রিমিয়াম বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও প্রবৃদ্ধি মূলত অগ্নি এবং মেরিন বীমা ব্যবসা বৃদ্ধির কারণে হয়েছিল। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মোটর বীমা প্রচারের মাধ্যমে মোটর বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সুযোগ রয়েছে। মোটর বীমা বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও দেশে ২০১৯ সালে প্রায় ৪.২ মিলিয়ন যানবাহনের মধ্যে মোট প্রায় ২.৩ মিলিয়ন যানবাহন মোটর বীমার আওতায় এসেছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা, শস্য বীমা, ভবন/দালানকোঠা বীমা, ডিপোজিটরী বীমা এবং যাত্রী বীমা প্রবর্তনেরও বিশাল সুযোগ রয়েছে।

সারণি ৩৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধি (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	গ্রস প্রিমিয়াম	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ
২০১৫	২৬৪৩.০১	১০৫৬.২৫	৮৯২.০৩	৩২৮.৩১	৩৬৬.৪২
	৮.০৭%	১২.০৮%	-০.৫০%	১৪.৩৫%	১৪.৬২%
২০১৬	২৭৭২.৮৮	১১৪০.৭৯	৯১৯.৫৪	৩৪৫.০৫	৩৬৭.৪৯
	৪.৯১%	৮.০০%	৩.০৮%	৫.১০%	০.২৯%
২০১৭	২৯৮১.৪৩	১১৯৫.১৪	১০০৬.২	৩৬১.৬৩	৪১৮.৪৭
	৭.৫২%	৪.৭৬%	৯.৪২%	৪.৮১%	১৩.৮৭%
২০১৮	৩৩৯৩.৯৪	১৩১৭.৭৯	১০৮৯.৩১	৩৭৮.৫৩	৬০৮.৩১
	১৩.৮৪%	১০.২৬%	৮.২৬%	৪.৬৭%	৪৫.৩৭%
২০১৯	৩৭৮৯.৭৮	১৫০০.৫৯	১২৪২.৬০	৩৯৮.১২	৬৪৮.৪৭
	১১.৬৬%	১৩.৮৭%	১৪.০৭%	৫.১৮%	৬.৬০%

নোটঃ সারণিতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি ব্যবসার প্রিমিয়াম (Direct Premium) নন-লাইফের মোট প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি ৩৯

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি ব্যবসার উপ-শ্রেণি ভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয় (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	গ্রস প্রিমিয়াম
২০১৫	২০.৫৫	৬৪.১১	১৩.৭২	১০৮.৯২	২০৭.৩১
২০১৬	২৫.৫৮	৯১.৭৮	১৪.১৩	৯২.০১	২২৩.৪৯
২০১৭	৩১.২০	৭৮.৬৩	১৪.৩৪	১১৪.৪৮	২৩৮.৬৬
২০১৮	৫১.১৯	৯৮.৫২	১৫.৮৬	১৮৬.৪৮	৩৫২.০৫
২০১৯	৫৬.৮৯	১১৭.২৩	১৭.৪৪	১৭৯.৫৫	৩৭১.১১

সারণি ৩৯, সরকারি মালিকানাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত সরাসরি প্রিমিয়াম দেখানো হয়েছে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বীমা এবং পুন: বীমা উভয় ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। নন-লাইফ বীমা শিল্পের মোট গ্রস প্রিমিয়ামের গণনায় দ্বৈততা এড়ানোর জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের কেবল সরাসরি গ্রস প্রিমিয়ামকে বিবেচনা করা হয়েছে।

লেখচিত্র ২৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)

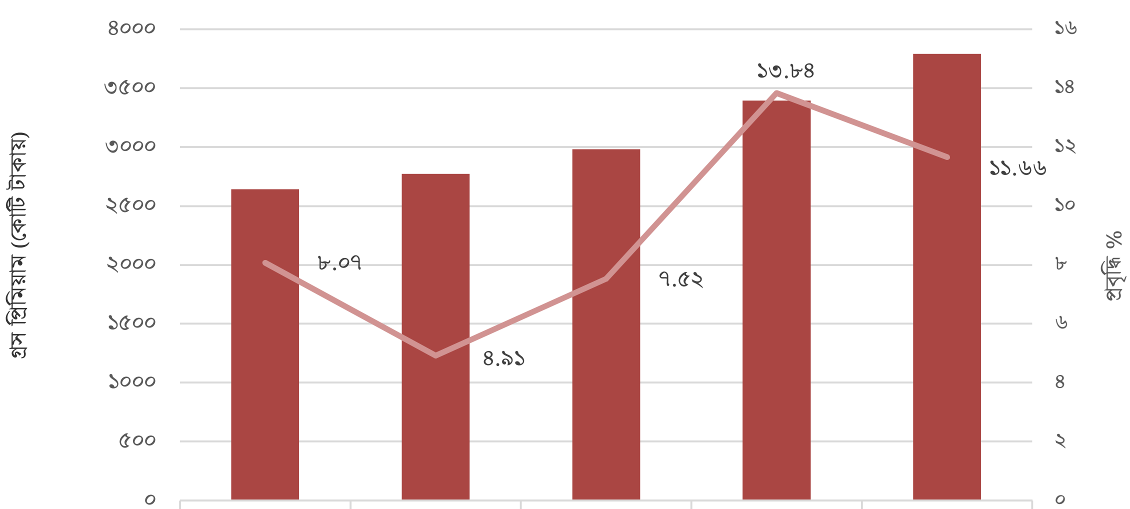

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
গ্রস প্রিমিয়াম	২৬৪৩	২৭৭৩	২৯৮১	৩৩৯৪	৩৭৯০
প্রবৃদ্ধি %	৮.০৭	৪.৯১	৭.৫২	১৩.৮৪	১১.৬৬

গ্রস প্রিমিয়ামের উপ-শ্রেণি ভিত্তিক বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ৩০ এ ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালে সংগৃহীত গ্রস প্রিমিয়ামের বীমার উপ-শ্রেণি ভিত্তিক অংশ শতাংশের হিসেবে দেখানো হয়েছে। অগ্নি, মেরিন, মোটর এবং বিবিধ বীমাকে উপ-শ্রেণি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। নন-লাইফে উপ-শ্রেণির বীমাসমূহের মূলচালিকা শক্তি হিসাবে অগ্নি বীমা মোট প্রিমিয়ামের প্রায় ৪০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব করে। সারণি ৩৮ এবং লেখচিত্র ২৯ এ দেখা যায় যে, অগ্নি বীমা ব্যবসায়ে ২০১৮ সালে মোট প্রিমিয়াম পরিমাণ ১,৩১৭.৭৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ১,৫০০.৫৯ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৮ সালে অগ্নি বীমায় গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.২৬%, ২০১৯ সালে প্রবৃদ্ধির হার হয় ১৩.৮৭% এবং এই হার বিগত পাঁচ বছরে মধ্যে সবচেয়ে বেশী। মোটর বীমা ব্যবসায় ২০১৮ সালে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৬৭% এবং ২০১৯ সালে ৫.১৮% প্রবৃদ্ধি হয়। অথচ অন্যান্য দেশে মোটর বীমা সবচেয়ে জনপ্রিয় বীমা ব্যবসা। মেরিন বীমা ব্যবসায়ে ২০১৮ সালে মোট প্রিমিয়াম পরিমাণ ১০৮৯.৩১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১,২৪২.৬০ কোটি টাকা হয়েছে এবং ২০১৯ সালে

প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪.০৭%, যা বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির হার। গত দশকে বাংলাদেশের রফতানি ও আমদানি খাত ভাল অবস্থায় থাকায় মেরিন বীমায় প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। বিবিধ খাতে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ২০১৫ সালে ৩৬৬.৪২ কোটি টাকা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ৬০৮.৩১ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে ৬৪৮.৪৭ কোটি টাকা এবং ২০১৮ সালে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৫.৩৭% যা ছিল পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু ২০১৯ সালে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ৬.৬০% হয়। বিবিধ বীমার অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য বীমাকে জনপ্রিয় করা যায়নি এবং শস্য বীমা, ভবন/দালানকোঠা বীমা, ডিপোজিটরী বীমা এবং যাত্রী বীমা প্রবর্তন করা যায়নি বিধায় এই উপ-শ্রেণির গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

লেখচিত্র ২৯

নন-লাইফ বীমা শিল্পে উপ-শ্রেণি ভিত্তিক প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)

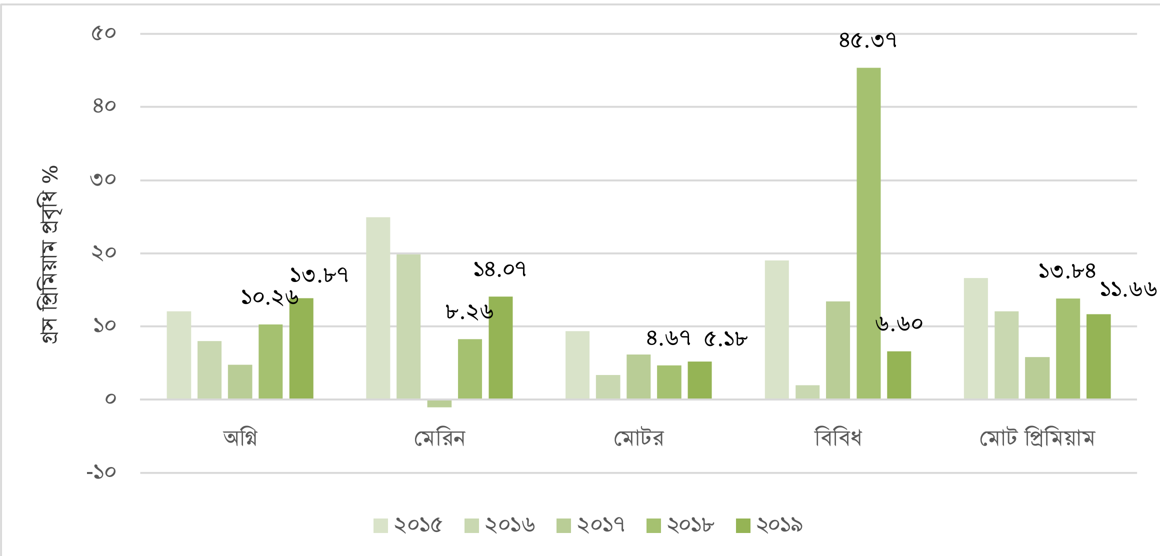

লেখচিত্র ৩০

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণি ভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়ামের শেয়ার (২০১৫-২০১৯)

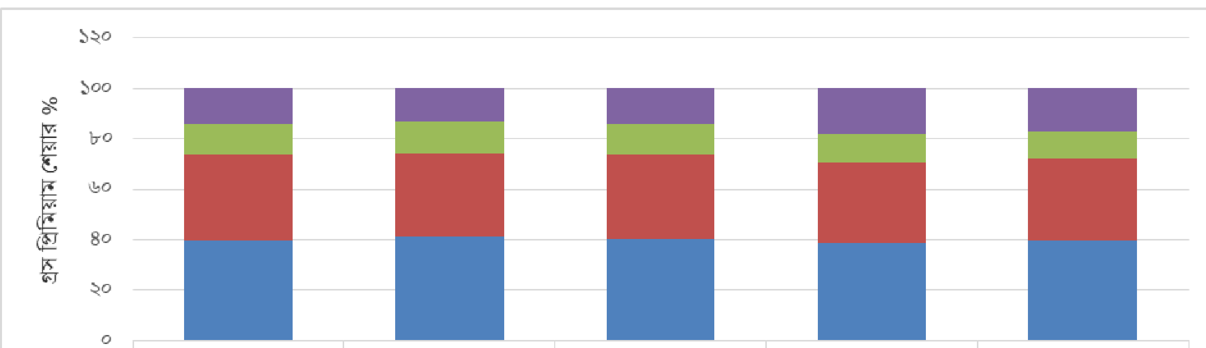

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
বিবিধ	১৩.৮৬	১৩.২৫	১৪.০৪	১৭.৯২	১৭.১১
মটর	১২.৪২	১২.৪৪	১২.১৩	১১.১৫	১০.৫১
মেরিন	৩৩.৭৫	৩৩.১৬	৩৩.৭৫	৩২.১০	৩২.৭৯
অগ্নি	৩৯.৯৬	৪১.১৪	৪০.০৯	৩৮.৮৩	৩৯.৬

নিট প্রিমিয়াম

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয় নন-লাইফ বীমাকারীদের জন্য ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঝুঁকি পুনঃবীমাকারী কর্তৃকও বহন করা হয় এবং বাংলাদেশের ৪৫টি বীমাকারী সম্মিলিতভাবে অগ্নি বীমার মোট গ্রস প্রিমিয়ামের ৩৫-৪০% ধরে রেখেছিল যাকে রিটেইনশন বলা হয়। বীমা ব্যবসার উন্নতির জন্য স্থানীয় বীমাকারীদের প্রিমিয়াম রিটেইন করার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মেরিন বীমা ব্যবসাও একটি উচ্চ ঝুঁকির হওয়ায় একটি বৃহদাংশ পুনঃবীমা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ১২৪২.৬০ কোটির টাকার গ্রস প্রিমিয়ামের মধ্যে মেরিন বীমা ব্যবসায়ে রিটেশনের হার ৬৭.৬৭% ছিল, যা ২০১৮ সালের ৬৯.৬৯% থেকে হ্রাস পায়।

সারণি ৪০

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শ্রেণি ভিত্তিক নীট প্রিমিয়াম ২০১৫-২০১৯ (সাবীক ছাড়া) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	নন-লাইফ খাত
২০১৫	৩৯৪.৭১	৫৩৪.৬৯	২৯৬.৩১	৯১.৭৪	১৩১৭.৪৪
২০১৬	৪১১.৯৩	৫৪৩.৮৫	৩১৩.৬০	৯৬.০৩	১৩৬৫.৪১
২০১৭	৪৫৪.২৫	৬৪৫.৬২	৩২৭.৭০	১০৩.৮০	১৫৩১.৩৭
২০১৮	৫০৩.৯৭	৬৯০.৪৯	৩৪৩.৮২	১২৩.১৩	১৬৬১.৪২
২০১৯	৬০৪.৫৬	৭৬১.৫৪	৩৬৫.৫৪	১৫৬.৪৬	১৮৮৮.০৯

সারণি ৪১

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় (সাবীক ছাড়া) রিটেনশনের শতকরা হার (২০১৫-২০১৯)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	নন-লাইফ খাত
২০১৫	৩৮.১১	৬৪.৫৮	৯৪.১৯	৩৫.৬৩	৫৪.০৯
২০১৬	৩৬.৯৪	৬৫.৭০	৯৪.৭৭	৩৪.৮৬	৫৩.৫৬
২০১৭	৩৯.০৩	৬৯.৬০	৯৪.৩৬	৩৪.১৪	৫৫.৮৩
২০১৮	৩৯.৭৯	৬৯.৬৯	৯৪.৮০	২৯.১৯	৫৪.৬২
২০১৯	৪১.৮৮	৬৭.৬৭	৯৬.০২	৩৩.৩৭	৫৫.২৩

বিগত বছরের মতো মোটর বীমায় রিটেশনের হার সর্বাধিক এবং ২০১৯ সালে এই হারটি মোট প্রিমিয়ামের ৯৬.০২% ছিল। বিবিধ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের ৩৩.৩৭% অংশ ছিল এবং বিগত ৩ বছরের (২০১৫-২০১৭) প্রত্যেক বছরে রিটেনশনের হার ৩৪% এর ওপরে ছিল কিন্তু ২০১৮ সালে এই হার কমে ২৯.১৯% হয় (সারণি ৪১ এবং লেখচিত্র ৩১)। অনৈতিক কমিশনের ব্যবসা, আধুনিক চাহিদা ভিত্তিক বীমা সুবিধার পরিকল্পের অভাব এবং দাবি পরিশোধে অনীহা ও বিলম্বের কারণে এখনও মোটর বীমা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। মোটর বীমার সুবিধা গ্রাহক পর্যায়ে সঠিকভাবে উপস্থাপনের অভাবে এ খাতে প্রাপ্য প্রিমিয়াম আদায় করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

২০১৮ ও ২০১৯ সালে কর্তৃপক্ষ মোটর বীমাগুলির প্রিমিয়াম কাঠামো পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে অনৈতিক কমিশন ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা কর০ছে। কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে নন-লাইফ ব্যবসায় প্রচলিত ট্যারিফ হার পর্যালোচনাপূর্বক নতুন হার অনুমোদন করেছে। দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বীমাকারীদের দ্বারা মেগা প্রকল্পসমূহের বীমা করার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখচিত্র-৩১

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণি ভিত্তিক রিটেনশনের শতকরা হার ২০১৫-২০১৯ (সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ব্যতীত)

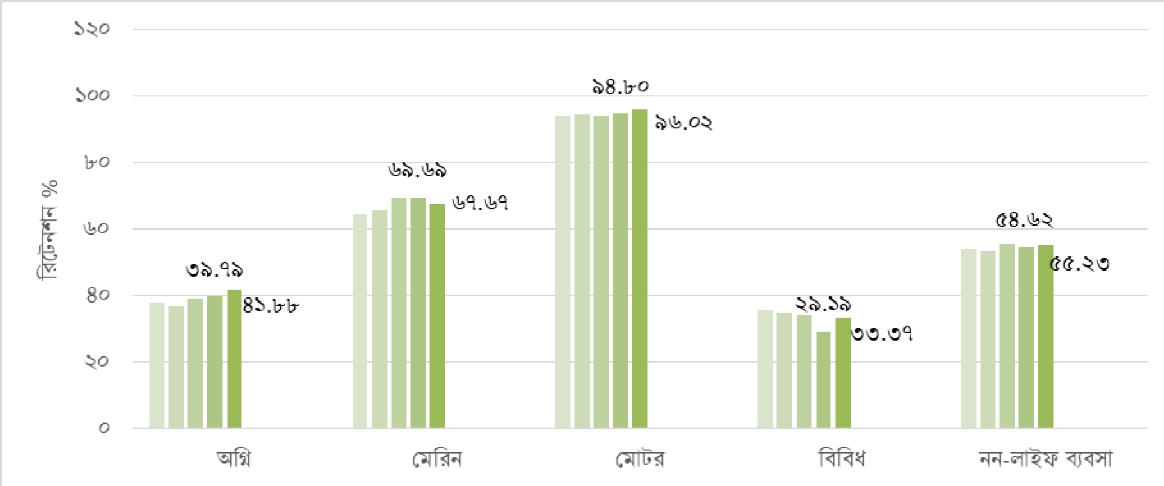

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের গ্রস প্রিমিয়াম এবং নিট প্রিমিয়াম

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের গ্রস প্রিমিয়াম, নিট প্রিমিয়াম এবং পুনঃবীমা সংক্রান্ত তথ্য সারণি ৪২ ও ৪৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৪২

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি গ্রস প্রিমিয়াম এবং গ্রস প্রিমিয়াম (পুনঃবীমাসহ) ২০১৫-২০১৯ (কোটি টাকায়)

বছর	সরাসরি গ্রস প্রিমিয়াম	গ্রস প্রিমিয়াম	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ
২০১৫	২০৭.৩১	৮৬১.৪৫	৩৭৮.৫৬	২১১.১২	১৩.৭২	২৫৮.০৫
২০১৬	২২৩.৪৯	৮৭২.৮৮	৩৯৪.৩৯	২৫৪.৬৬	১৪.১৩	২০৯.৭০
২০১৭	২৩৮.৬৬	৯৩২.৪৩	৪২৭.৮৫	২৩১.৮৭	১৪.৩৪	২৫৮.৩৬
২০১৮	৩৫২.০৫	১১৪৪.৪৩	৪৪২.৭৫	২৭১.৩৮	১৫.৮৬	৪১৪.৫৪
২০১৯	৩৭১.১১	১৩০০.১৭	৫৫৫.৭০	৩০৯.৯৭	১৭.৪৪	৪১৭.০৭

সূত্রঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য (কোন কোন তথ্য এসবিসির বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে অমিল থাকতে পারে)

সারণি ৪৩

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক পুনঃবীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ ২০১৫-২০১৯ (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট
২০১৫	৯৬.২৩	২৫.৯১	০.০০	১৯১.১৯	৩১৩.৩৩
২০১৬	৯২.৩৬	২৮.৪৭	০.০০	১৬৯.৬৬	২৯০.৫০
২০১৭	৩১৯.৫৯	২০১.৭০	০.০০	৫৯.৩৯	৫৮০.৬৮
২০১৮	১৪৭.৯২	৩৫.৮৫	০.০০	৩৩৫.৫৫	৫১৯.৩৩
২০১৯	১৭৪.২১	৩১.১৯	০.০০	৩৩৭.৮৩	৫৮৩.২৩

মার্কেট শেয়ার

সারণি ৪৪ এবং লেখচিত্র ৩২ বর্ণনামতে ২০১৯ সালে গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বাজারের ১০.৯৯% (২০১৮: ১০.৮৪%) শেয়ার অর্জন করে বাজারে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং ৪১৬.৪১ কোটি টাকার গ্রস প্রিমিয়াম আয়ের রেকর্ড করেছে। নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়ামের বিবেচনায় গ্রীন ডেল্টা একটানা পাঁচ বছরের জন্য প্রথম স্থানটি সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। গ্রীন ডেল্টা গ্রস প্রিমিয়াম আয় ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ১৩.২০% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কোম্পানিটি স্বাস্থ্য ও ফসলের বীমা সম্পর্কিত কিছু উদ্ভাবনী পণ্য প্রবর্তন করেছিল এবং এ জাতীয় উদ্ভাবন কোম্পানির প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল।

পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স ৩২২.২৩ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করে তৃতীয় অবস্থানে নেমে গেছে এবং ২০১৯ সালে বাজারের শেয়ারের পরিমাণ ৮.৫০% অর্জন করেছে (২০১৮ সালে ছিল ৮.৮৭%)। পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম আয় ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ৭.০০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৩২

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ ১০টি বীমাকারীর মার্কেট শেয়ার (২০১৬-২০১৯)

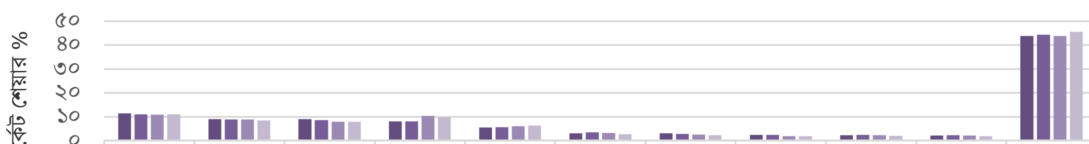

	গ্রীন ডেল্টা	পাইওনিয়ার	রিলায়েন্স	সাবীক	প্রগতি	ইস্টল্যান্ড	রূপালী	বিজিআইসি	ফিনিক্স	নিটল	অন্যান্য বীমাকারী
২০১৬	১১.৪১	৯.০৩	৮.৯৭	৮.০৬	৫.৫৬	৩.১১	৩.০৫	২.৪৭	২.৩৫	২.২১	৪৩.৭৭
২০১৭	১১.০৫	৮.৯২	৮.৬৩	৮.০০	৫.৫৮	৩.৪৬	২.৮৯	২.৪৫	২.৩৯	২.২৫	৪৪.৩৬
২০১৮	১০.৮৪	৮.৮৭	৭.৯২	১০.৩৭	৬.০৫	৩.২৮	২.৫৮	১.৮৫	২.২৪	২.১৩	৪৩.৮৬
২০১৯	১০.৯৯	৮.৫০	৭.৯৩	৯.৭৯	৬.৩৫	২.৭৩	২.৩০	১.৮৬	২.০৬	১.৯৩	৪৫.৫৬

রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ৩০০.৪১ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করে ৪র্থ স্থানে অবস্থান করছে এবং ২০১৯ সালে মার্কেট শেয়ারের পরিমাণ ৭.৯৩% অর্জন করেছে যা ২০১৮ সালে ছিল ৭.৯২% এবং ২০১৯ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ১১.৭১%। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সরাসরি প্রিমিয়াম সংগ্রহ বিবেচনা করে গত দুই বছরে (২০১৮-১৯) বাজারের দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে এসবিসি ৩৭১.১১ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করেছে। এসবিসির গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ২০১৯ সালে ৫.৪১% ছিল।

১৯৮৫ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সরকারি সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অন্যান্য ৪৫টি বেসরকারী বীমাকারীকে গ্রস প্রিমিয়ামের ৫০% বিতরণ করে থাকে। প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ২৪০.৬৫ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করে পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে এবং ২০১৯ সালে মার্কেট শেয়ারের পরিমাণ ৬.৩৫% অর্জন করেছে যা ২০১৮ সালে ছিল ৬.০৫% এবং ২০১৯ সালে গ্রস প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধির হার ১৭.১৯%। ইস্টল্যান্ড, রূপালী, বিজিআইসি, ফিনিক্স এবং নিটল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের মোট প্রিমিয়ামের শীর্ষ দশ অবদানকারীদের মধ্যে রয়েছে। তবে ২০১৯ সালে গ্রীন ডেল্টা ছাড়া অন্যান্য কোম্পানির মধ্যে উত্থান পতন দেখা গেছে।

লেখচিত্র ৩২ এ ২০১৬ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের শীর্ষ দশ অবদানকারী এবং অন্য বীমাকারীদের অবদানকে মার্কেট শেয়ার দেখানো হয়েছে। এই শীর্ষ দশ বীমাকারী মোট গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহের ৫৫% অবদান রেখেছে।

সারণি ৪৪

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ২০১৯ সালে বীমাকারীভিত্তিক গ্রস প্রিমিয়াম আয়, মার্কেট শেয়ার এবং প্রবৃদ্ধির হার

বীমাকারী	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মার্কেট শেয়ার(%)	প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি %	বীমাকারী	গ্রস প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	মার্কেট শেয়ার (%)	প্রিমিয়ামের প্রবৃদ্ধি %
অগ্রনী	৪২.৩২	১.১২	১০.৪৯	মার্কেন্টাইল	৩৭.৭৬	১.০০	১০.২১
এশিয়া	৬৩.১৯	১.৬৭	২.৪১	নিটল	৭৩.০৪	১.৯৩	১.১৩
এশিয়াপ্যাসিফিক	৫৬.৪৩	১.৪৯	৭.২০	নর্দার্ন জেনারেল	৬১.৮২	১.৬৩	৩৩.৭০
কো-অপারেটিভ	১৩.৪৩	০.৩৫	-১.৭০	প্যারামাউন্ট	২৯.১৮	০.৭৭	১১.৮৩
বিজিআইসি	৭০.৫৮	১.৮৬	১২.৪৫	পিপলস	৭১.০৮	১.৮৮	১.১১
বিডি ন্যাশনাল	৫২.০৫	১.৩৭	৩.৭০	ফিনিক্স	৭৮.০৬	২.০৬	২.৮০
সেন্ট্রাল	৩৬.২১	০.৯৬	৩.২২	পাইওনিয়ার	৩২২.২৩	৮.৫০	৭.০০
সিটি জেনারেল	৪৪.৬৭	১.১৮	২.৪০	প্রগতি	২৪০.৬৫	৬.৩৫	১৭.১৯
কন্টিনেন্টাল	৫২.৪১	১.৩৮	-১৫.১৭	প্রাইম	৭১.১৭	১.৮৮	৪.২২
ক্রিষ্টাল	৫২.৭৩	১.৩৯	২২.২৬	প্রভাতী	৭৭.১৭	২.০৪	৫৮.৯৭
দেশ জেনারেল	৩০.৮২	০.৮১	৫১.৫২	পূরবী জেনারেল	৯.১৩	০.২৪	১৬.৭৩
ঢাকা	৩৭.২৩	০.৯৮	১৩.৯৪	রিলায়েন্স	৩০০.৪১	৭.৯৩	১১.৭১
ইষ্টল্যান্ড	১০৩.৫৩	২.৭৩	-৭.১১	রিপাবলিক	৬৮.০৩	১.৮০	২৭.৩০
ইষ্টার্ন	৪৮.১৪	১.২৭	৪.৪৮	রূপালী	৮৭.১১	২.৩০	-০.৫১
এক্সপ্রেস	৪৮.৯৮	১.২৯	১৯.৭৮	সাধীক	৩৭১.১১	৯.৭৯	৫.৪১
ফেডারেল	৬১.৩৪	১.৬২	১৯.৮৫	সেনা কল্যাণ	৫৭.৬১	১.৫২	৫৮.৩২
গ্লোবাল	৬৮.২২	১.৮০	৭০.৬৪	সিকদার	২৯.৪৮	০.৭৮	-৮.৯১
গ্রীনডেল্টা	৪১৬.৪১	১০.৯৯	১৩.২০	সোনার বাংলা	৫৬.৮২	১.৫০	২৬.৮৩
ইসলামী ইন্স্যুবিডি	৫৫.৬৯	১.৪৭	৩৩.৯৬	সাউথ এশিয়া	২০.০৩	০.৫৩	১০২.৭৭
ইসলামীকমার্শি.	৫০.২	১.৩২	৮.৪৬	স্ট্যান্ডার্ড	৪৯.৯২	১.৩২	৫.৪৪
জনতা	৩৩.০৭	০.৮৭	-৫.৬৭	তাকাফুল	৪৯.৪৯	১.৩১	১৫.৫৪
কর্নফুলি	৩৭.০১	০.৯৮	১৩.৩০	ইউনিয়ন	৪৪.৫৬	১.১৮	১২.০০
মেঘনা	৫৮.১	১.৫৩	২৫.৭৯	ইউনাইটেড	৫১.১৩	১.৩৫	৮.২৪
				মোট	৩৭৮৯.৭৮	১০০	১১.৬৬

পলিসির সংখ্যা

সারণি ৪৫ এ ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন উপ-শ্রেণির বীমা পলিসির সংখ্যা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এ সকল পলিসি নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অবদান রেখেছে। মোট প্রিমিয়াম সংগ্রহে অবদান রাখা বিভিন্ন উপ-শ্রেণির মোট পলিসি বিক্রয়ের সংখ্যা ২০১৮ সালে ২৯,৩৬,৮১৮টি এবং ২০১৯ সালে ৩১,১৪,০৬৩টি পলিসি বিক্রয় হয়েছে। ২০১৫ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট পলিসির সংখ্যা ছিল ১৯,৪৮,৭২২টি। লেখচিত্র ৩৪ দেখা যায় যে, মটর বীমা ব্যবসা বিগত বছরগুলোর মতো ২০১৯ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ে অন্যান্য উপশ্রেণির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পলিসি বিক্রয় হয় এবং ২০১৯ সালে মোট পলিসির ৭২.৯০% মটর বীমা পলিসি যা ২০১৮ সালে ছিল ৭১.৭৯%। অন্যদিকে যদিও অগ্নি বীমাতে পলিসির সংখ্যা মটর এবং মেরিন পলিসির তুলনায় কম ছিল তথাপি অগ্নি বীমা পলিসি মোট গ্রস প্রিমিয়ামে সর্বাধিক অবদান রেখেছে। অগ্নি বীমার প্রতি পলিসির বিপরীতে প্রিমিয়ামের পরিমান বেশি থাকে। সাধারণত সকল মটর পলিসি গ্রাহক কেবলমাত্র আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক বীমা সংগ্রহ করে থাকে। যার জন্য গ্রস প্রিমিয়ামে মটর বীমার সর্বনিম্ন অবদান ছিল। সকল উপশ্রেণির বীমা পলিসির সংখ্যা ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বেড়েছে। লেখচিত্র ৩৩ এ দেখা যায় যে, বীমা পলিসির সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০১৮ সালে ২১.৪২% এবং তুলনামূলক ২০১৯ সালে কম অর্থাৎ ৬.০৪% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরণি ৪৫

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তক বীমা পলিসির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট
২০১৫	২৫৫০৭৫	৩৮৭০০৯	১২৩৫৩০৮	৭১৩৩০	১৯৪৮৭২২
২০১৬	২৬২২০২	৪১৪২৩৩	১৪১৩৭২৬	৭৫১৩৬	২১৬৫২৯৭
২০১৭	২৭৩৬৭৭	৪২৯২৬০	১৬২৫৬৩৪	৯০০৫৯	২৪১৮৬৩০
২০১৮	২৮৫০৪৪	৪৯২৪১৬	২১০৮৪৫২	১১৩৯০৬	২৯৩৬৮১৮
২০১৯	২৮৩২০৩	৪৪৬২২৭	২২৭০০৬৮	১১৪৫৬৫	৩১১৪০৬৩

লেখচিত্র ৩৩

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণি ভিত্তিক বীমা পলিসির প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (%) (২০১৫-২০১৯)

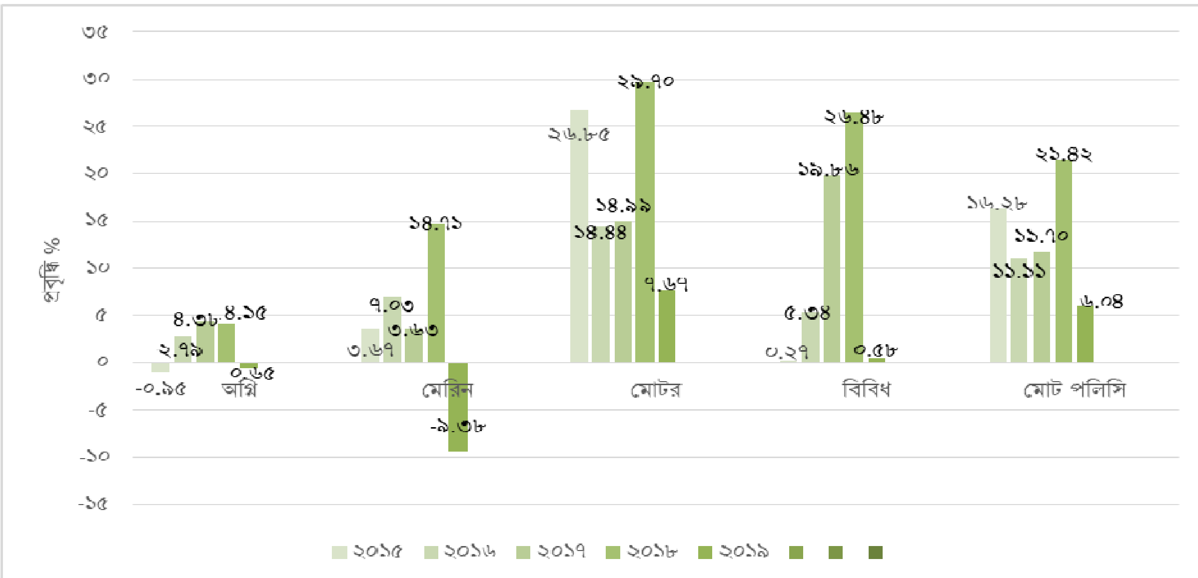

লেখচিত্র ৩৪

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণি ভিত্তিক পলিসির শেয়ার (২০১৫-২০১৯)

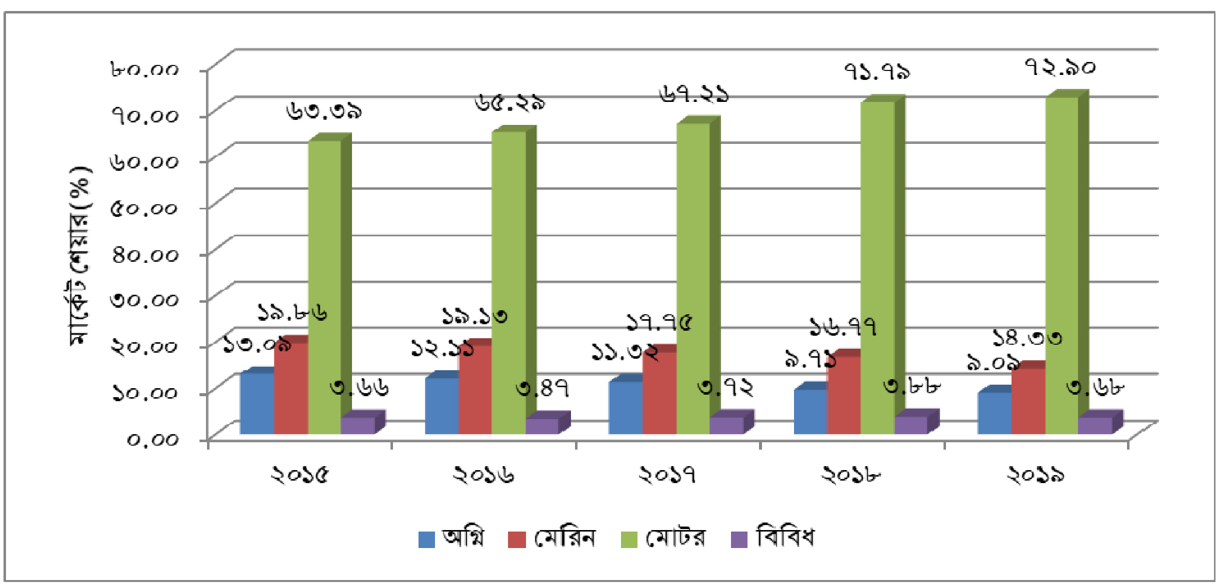

ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও

সারণি ৪৬

প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়, অনুমোদিত সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও পরিবর্তন (২০১৫-২০১৯)   (কোটি টাকায়)

বছর	প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	অনুমোদিত ব্যয় সীমা	অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়	পরিবর্তন %
২০১৫	৮৫৯.৪৩	৫৫৭.৫৭	৩০১.৮৬	
২০১৬	৮৭০.৯২	৫৯৭.৪৪	২৭৩.৪৭	-৯.৪১
২০১৭	৯৩০.৭৮	৬৯৩.০৫	২৩৭.৭৩	-১৩.০৭
২০১৮	৯৮৯.২৮	৯৫৪.০৬	৩৫.২৩	-৮৫.১৮
২০১৯	১,০৮৬.০৩	১,১১২.০৬	(২৬.০৩)	-১৭৩.৯০

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

নন-লাইফ বীমা শিল্পের ৪৫টি বেসরকারি বীমাকারীর সম্মিলিতভাবে বিধি মোতাবেক মোট অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমার এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে। সারণি ৪৬ এবং লেখচিত্র ৩৫ এ দেখা যায় যে, ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সালের মধ্যে ২০১৬ সাল হতে অতিরিক্ত ব্যয় কমতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পর ২০১৫ সাল থেকে কমতে শুরু করেছে। ২০১৯ সালে বিগত বছরের তুলনায় ঋনাত্বক হয়েছে অর্থাৎ ২০১৮ সালের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের তুলনায় ১৭৩.৯০% কমেছে। ২০১৫ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় হয়েছে কিন্তু ২০১৯ সালে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমার কম ব্যয় সংঘটিত হয়েছে, যা বীমা খাতের জন্য ইতিবাচক।

নন-লাইফ বীমা শিল্পের ব্যবস্থাপনা ব্যয় কোম্পানিগুলো তাদের অনুমোদিত সীমার মধ্যে রাখতে পেরেছে, যা বীমা শিল্পের জন্য আশাব্যঞ্জক (২০১৯: -২৬.০৩ কোটি টাকা)। তবে কিছু কোম্পানির অনুমোদিত ব্যবস্থাপনার ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় এখনো লক্ষ্য করা গেছে।

লেখচিত্র ৩৫

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিবর্তনের হার (২০১৫-২০১৯)

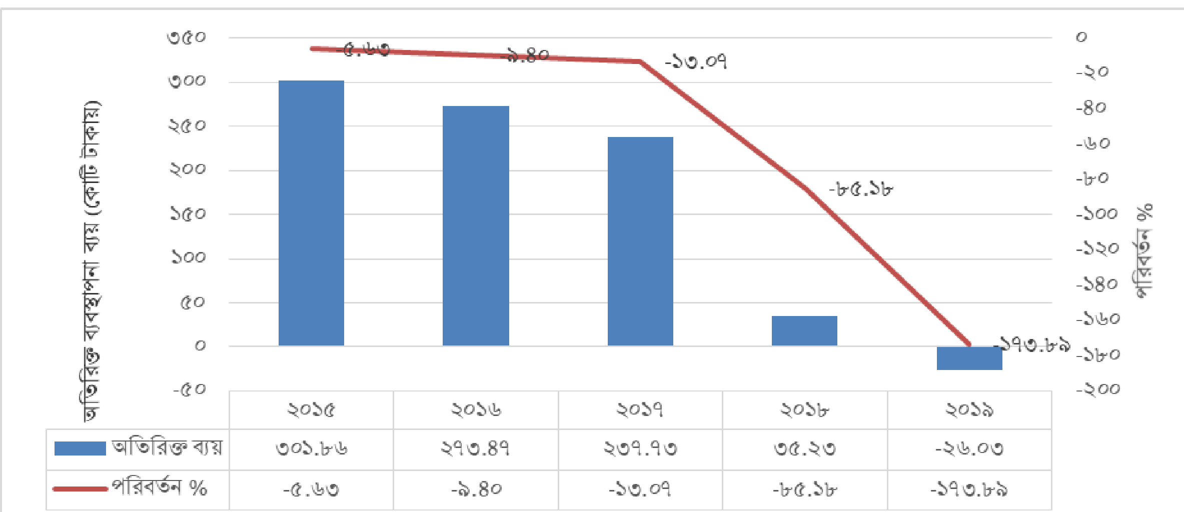

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সারণি ৪৭

নন-লাইফ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও (২০১৫-২০১৯)।

বছর	ব্যবস্থাপনা ব্যয় +নিট কমিশন পরিশোধ (কোটি টাকায়)	নিট প্রিমিয়াম (কোটি টাকায়)	ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেশিও (%)
২০১৫	৬৪৪.৭৭	১৩১৭.৪৪	৪৮.৯৪
২০১৬	৬৩৪.৮৭	১৩৬৫.৪১	৪৬.৫০
২০১৭	৭০৫.১২	১৫৩১.৩৭	৪৬.০৫
২০১৮	১,১৭৩.৬৭	১,৬৬১.৪১	৭০.৬৪
২০১৯	১,২৭৬.১৩	১,৮৮৮.০৯	৬৭.৫৯

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

লেখচিত্র ৩৬

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের রেশিও (২০১৫-২০১৯)

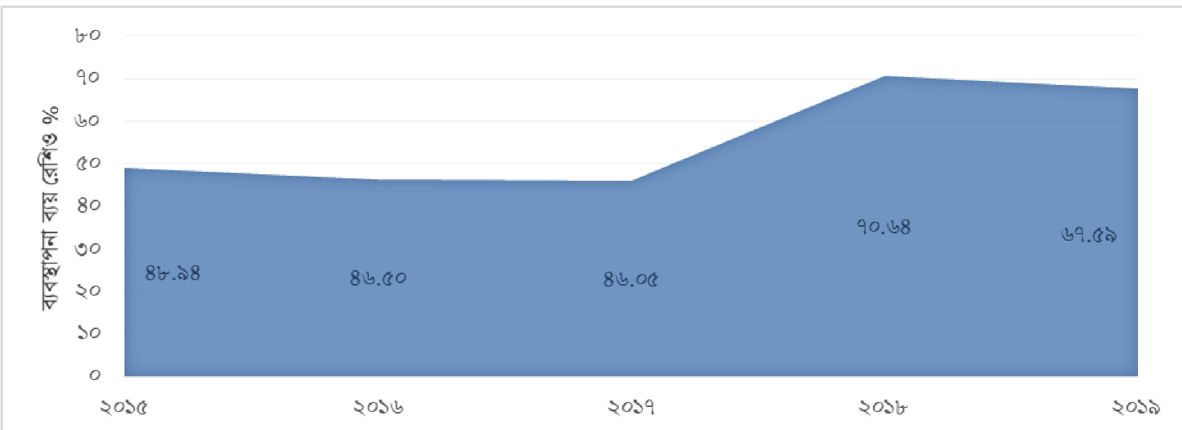

নোটঃ সাবীকের তথ্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত হচ্ছে ২০১৫-২০১৯ সালে প্রায় ৪৯% থেকে ৬৮% পর্যন্ত (সারণি ৪৭ এবং লেখচিত্র ৩৬)। ব্যবসা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অনুপাত আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু বিমাকারীর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের কারণে ৪৫টি বেসরকারি বীমাকারীর সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাতও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিসি গ্রাহকের সুরক্ষার জন্য বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অনুপাত ৩৫% এর নীচে থাকা উচিত।

কম্বাইন্ড রেশিও

বীমাকারীরা ক্লেইম পরিশোধে যে অর্থ ব্যয় করে তা সহ ব্যবস্থাপনা ব্যয় যোগ করে তাকে অর্জিত প্রিমিয়াম আয় দিয়ে ভাগ করলে কম্বাইন রেশিও পাওয়া যায়। কম্বাইন্ড রেশিওতে বিনিয়োগ থেকে আয় যোগ করা হয় না। কম্বাইন্ড রেশিও এর মাধ্যমে বীমাকারীর আন্ডাররাইটিং মুনাফা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কম্বাইন্ড রেশিও ১০০ এর নিচে বলতে বুঝায় বীমাকারী আন্ডার রাইটিং মুনফা করেছে। কম্বাইন্ড রেশিও ১০০ এর উপরে বলতে বুঝায় বীমাকারী আন্ডাররাইটং লোকসান করেছে। সারণী ৪৮ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কম্বাইন্ড রেশিও ক্রমাগত বাড়ছে যদি ২০১৯ তারিখে কম্বাইন্ড রেশিও আবার নিম্নমুখী হয়েছে। ২০১৮ সালে কম্বাইন রেশিও ছিল ৯৮.৪৪ শতাংশ অর্থাৎ ২০১৮ সালে আন্ডাররাইটিং মুনাফার পরিমাণ ১.৫৬% যা ২০১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০.২২%(সারণি- ৪৮)।

সারণি ৪৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় গ্রস প্রিমিয়াম, ব্যবস্থাপনা ব্যয়, কমিশন, এবং কম্বাইন্ড রেশিও ২০১৫-২০১৯ (কোটি টাকা)

বছর	নিট প্রিমিয়াম	ব্যবস্থাপনা ব্যয়	নিট কমিশন পরিশোধ	নিট দাবি পরিশোধ	মোট ব্যয়	কম্বাইন্ড রেশিও %
২০১৫	১২৭৮.৬৬	৪৯৭.৯৪	১২৪.৯৬	৩১১.৮৭	৯৩৪.৭৭	৭৩.১১
২০১৬	১৩২৭.৮১	৪৯৯.৭১	১১৪.৮৮	৩০২.৩০	৯১৬.৮৯	৬৯.০৫
২০১৭	১৪৮৫.৯৫	৫৪০.৪৮	১৪১.০৩	৩৩৮.৩৩	১০১৯.৮৪	৬৮.৬৩
২০১৮	১,৬৬১.৪১	৯৮৯.২৮	১৮৪.৩৯	৪৬১.৭৫	১,৬৩৫.৪২	৯৮.৪৪
২০১৯	১,৮৮৮.০৯	১,০৮৬.০৩	১৯০.১১	৪১৮.৯১	১,৬৯৫.০৫	৮৯.৭৮

নোটঃ সাধীক ব্যতিত।

সম্পদ

বীমা ব্যবসায় গ্রাহকরা তাদের অর্থ (প্রিমিয়াম বাবদ) প্রদানের বিনিময়ে একটি তাৎক্ষণিক দ্রব্য বা সেবা পায় না বরং নির্দিষ্ট শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভবিষ্যতে বেনিফিট বা ঝুঁকির বিপরীতে বীমাকারীর নিকট হতে আর্থিক ক্ষতিপুরণের প্রতিশ্রুতি পায়। বীমাকারীর সম্পদ পলিসি গ্রাহকদের চূড়ান্ত সুরক্ষার জন্য অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। বীমাকারীর সম্পদ দ্বারা গ্রাহকের দায় এবং ঋণদাতার দায় পূরণে বীমাকারীর তাৎক্ষণিক ক্ষমতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বীমাকারীর সাফল্য তার বিনিয়োগ নীতির সাফল্য দ্বারা চালিত হয়। কারণ বীমাকারীরা অর্থ বা দাবি পরিশোধের আগে কিছু সময়ের জন্য প্রিমিয়াম (অর্থ) সংরক্ষণ করে সেই অর্থ উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগপূর্বক আয় করতে পারে।

বিপরীতে, যদি কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে ক্ষতির সৃষ্টি করে তবে একজন বীমাকারীর ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আরও বেশি মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃত পক্ষে মূলধন সংগ্রহের কেবলমাত্র দুটি উপায় রয়েছে একটি হচ্ছে শেয়ারহোল্ডারদের থেকে এবং অপরটি হচ্ছে প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত মুনাফা। দুর্বল বিনিয়োগের কারণে প্রিমিয়াম সংগ্রহের চরম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে বীমাকারী প্রিমিয়াম বাড়াতে পারে না। সম্পদের গুণাগুণ, তারল্য, ভ্যালুয়েশন এবং সম্পদের বাছাই পলিসি গ্রাহকের দায় মিটাতে সক্ষম হবে কিনা বীমার নিয়ন্ত্রকের অন্যতম প্রধান কাজের মধ্যে পড়ে। মূলধন পর্যাপ্ততার প্রয়োজনীয়তা সম্পদের ওপর নির্ভর করে এবং বীমাকারীকে ঝুঁকিপূর্ণ ধরণের সম্পদের ক্ষেত্রে আরও মূলধন ধরে রাখতে হয়। পলিসি গ্রাহকদের সুরক্ষার এবং শেয়াররহোল্ডারদের লাভের প্রয়োজনের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা উচিত।

সারণি ৪৯ এ ২০১৮ ও ২০১৯ সালের এবং লেখচিত্র ৩৭ এ ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ে সম্পদের খাতওয়ারী বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এ শিল্পে ২০১৮ সালে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১১,২৯৩.২৩ কোটি টাকা এং ২০১৯ সালে ৬.৯২% বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ ডিসেম্বরে মোট সম্পদের পরিমাণ হয়েছে ১২,০৭৪.৭০ কোটি টাকা।

পুনঃবীমা প্রাপ্যতা, অগ্রিম, আমানত এবং বিনিয়োগ (এফডিআর ছাড়) গত পাঁচ বছরে নন-লাইফ ব্যবসায়ে সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে এ শিল্প ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে (লেখচিত্র ৩৮) ।

সারণি ৪৯

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ও ২০১৯ এ খাতভিত্তিক সম্পদের শেয়ার এবং পরিমাণ বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্র: নং:	সম্পদের খাত	২০১৮	%	২০১৯	%
১	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সার	৪৩.৭৩	০.৩৯	৩৫.১৮	০.২৯
২	ভূমি, ভূমি উন্নয়ন এবং ভবন	১,১৭০.২৩	১০.৩৬	১২১১.৯১	১০.০৪
৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	৩০৯.১৫	২.৭৪	৩৭৮.৩২	৩.১৩
৪	বিনিয়োগ (স্থায়ী আমানত ব্যতিত)	১,৯০৫.৬৬	১৬.৮৭	১৮৮৩.৮৯	১৫.৬
৫	সুদ, লভ্যাংশ, ভাড়া এ্যাক্রোড বাট নট ডিউ	২২৫.৬০	২.০০	১০৭.৭৬	০.৮৯
৬	প্রিলিমিনারী ব্যয়	০.০০	০.০০	০	০
৭	প্রি-অপারেশন খরচ	১২.৭০	০.১১	১৩.৯৯	০.১২
৮	ডেফার্ড ব্যয়	৮.১১	০.০৭	৫৭২.৩৩	৪.৭৪
৯	রি-ইন্স্যুরেন্স থেকে প্রাপ্য	১,৬৮১.০৬	১৪.৮৯	১০৭৩.০৭	৮.৮৯
১০	এডভান্স এন্ড ডিপজিট	১,২৮৯.৯৫	১১.৪২	১২৬৮.৯৬	১০.৫১
১১	স্থায়ী আমানতসহ নগদ ও নগদ সমমান	৪,০৬৩.৩৫	৩৫.৯৮	৪৪১৮.৩৯	৩৬.৫৯
১২	স্ট্যাম্প, ফরম এবং স্টেশনারীর মজুদ	৫২১.৮৯	৪.৬২	৮.৬৭	০.০৭
১৩	অন্যান্য সম্পদ	৬১.৮০	০.৫৫	১১০২.২৩	৯.১৩
১৪	মোট সম্পদ	১১২৯৩.২৩	১০০	১২০৭৪.৭০	১০০

অগ্নি বীমার উথাপিত দাবির জন্য পুনঃবিমাকারীর নিকট উথাপিত দাবি ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ৪.৮৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। তদনুসারে পুনঃবিমাকারীর নিকট হতে প্রাপ্য দাবি ২০১৮ সালে মোট সম্পত্তির ১৪.৮৯% থেকে কমে ২০১৯ সালে মোট সম্পদের ৮.৮৯% হয়েছে। নন-লাইফ বীমা শিল্পে বিনিয়োগ (স্থায়ী আমানত ব্যতিত) খাতটি সম্পদের অন্যতম খাত। এই খাতে ২০১৮ সালে স্থিতি ছিল ১,৯০৫.৬৬ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে স্থিতি ছিল ১,৮৮৩.৮৯ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ৩৭

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদের বিভিন্ন খাতের বিবরণ (২০১৬-২০১৯)

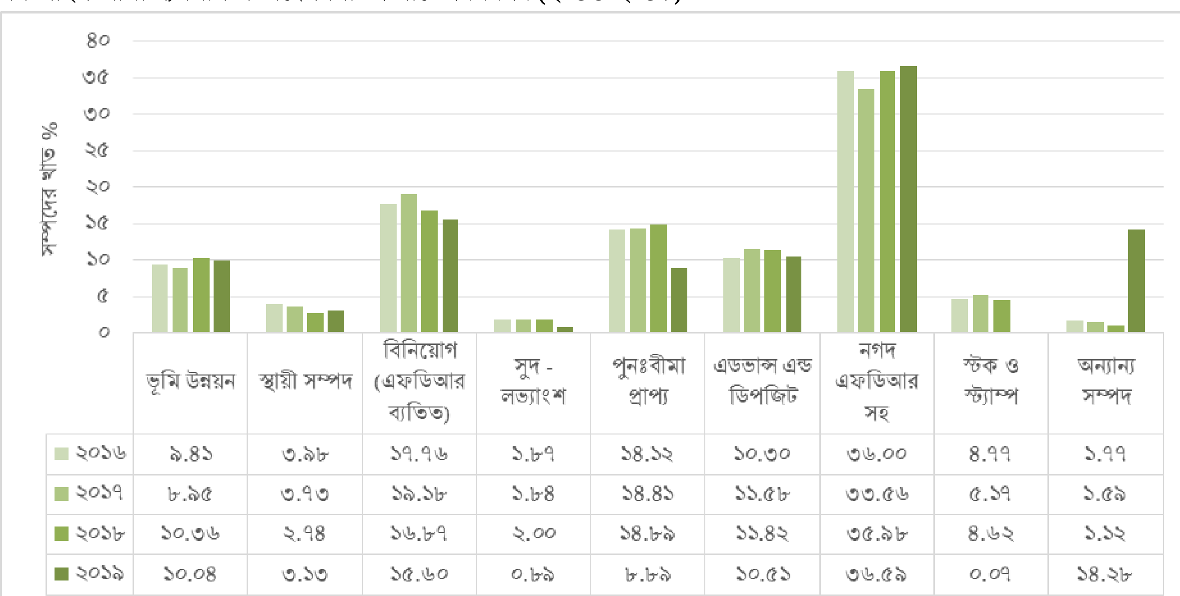

২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে অগ্রিম ও আমানতের পরিমাণ ৮.৭৪% বেড়েছে। ২০১৯ সালে বিনিয়োগের (আমানতসহ) পরিমাণ নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট সম্পদের ৩৬.৫৯ শতাংশ এবং এই হার ২০১৯ সালে ছিল ৩৫.৯৮ শতাংশ। বীমাকারীর বিনিয়োগ থেকে আয় কোম্পানিসমুহের সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে (লেখচিত্র ৩৭) ।

লেখচিত্র ৩৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় মোট সম্পদের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)

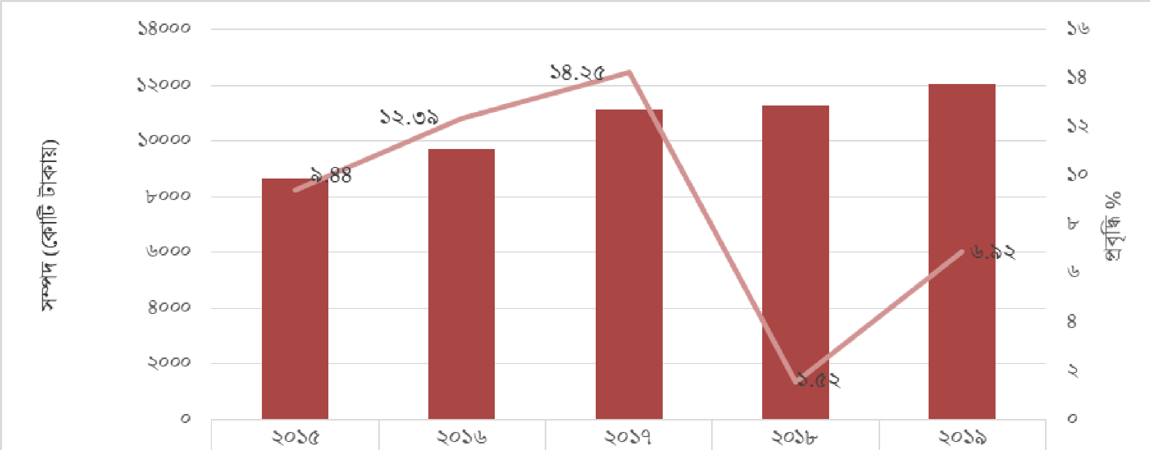

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোট সম্পদ	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪	১১২৯৩	১২০৭৫
প্রবৃদ্ধি %	৯.৪৪	১২.৩৯	১৪.২৫	১.৫২	৬.৯২

লেখচিত্র ৩৯

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর সম্পদের শেয়ার (২০১৭-২০১৯)

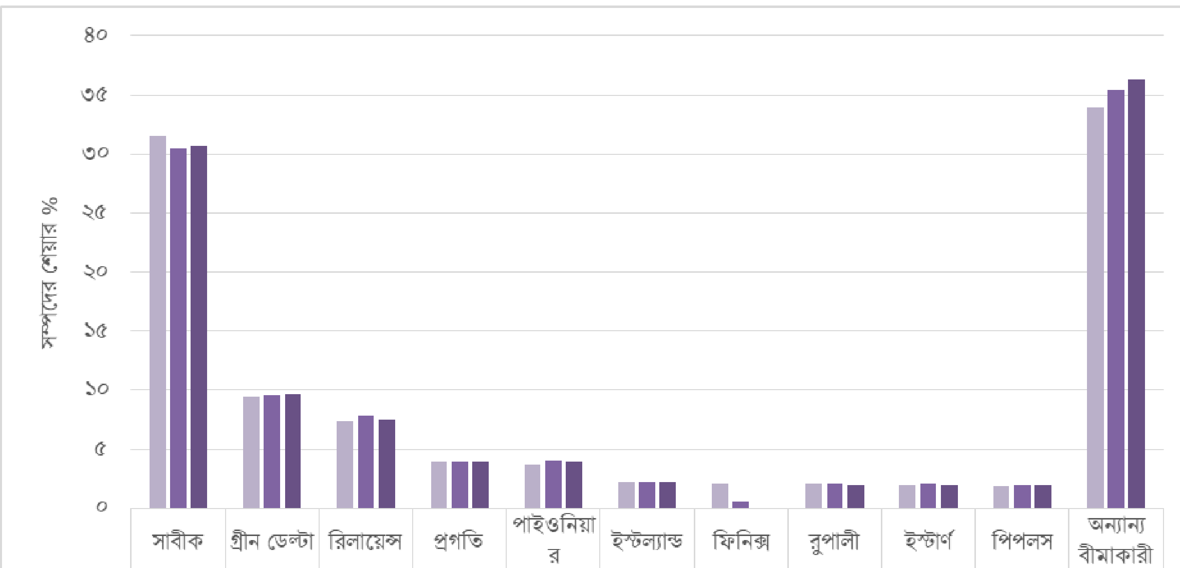

	সাধারণ	গ্রীন ডেল্টা	রিলায়েন্স	প্রগতি	পাইওনিয়ার	ইস্টল্যান্ড	ফিনিক্স	রুপালী	ইস্টার্ণ	পিপলস	অন্যান্য বীমাকারী
২০১৭	৩১.৫২	৯.৪৪	৭.৪০	৩.৮৭	৩.৬৭	২.২৩	২.১৩	২.০৫	১.৯৪	১.৮৪	৩৩.৯০
২০১৮	৩০.৫১	৯.৫৯	৭.৮০	৩.৯০	৩.৯৮	২.১৪	০.৫৩	২.০৮	২.০৩	১.৯৬	৩৫.৪৭
২০১৯	৩০.৬৬	৯.৬৮	৭.৪৫	৩.৮৭	৩.৮৯	২.১৫	০.০০	২.০১	২.০৩	১.৯৬	৩৬.৩০

কোম্পানির সম্পদের পরিমান থেকে কোম্পানির ব্যবসায়িক শক্তি, মূল্য, সুনাম এবং আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। লেখচিত্র ৩৯ এ দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দেশের ৪৬টি বীমাকারীর মধ্যে ২০১৯ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসার মোট সম্পদের সর্বাধিক ৩০.৬৬% ধারণ করে। এসবিসি, গ্রীন ডেল্টা, রিলায়েন্স, প্রগতি, পাইওনিয়ার, ইস্টল্যান্ড, ফিনিক্স, রূপালী, ইস্টল্যান্ড এবং পিপলস ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ২০১৯ সালে নন-লাইফ বীমা ব্যবসার মোট সম্পদের প্রায় ৬৪% সংরক্ষণ করেছে এবং অবশিষ্ট ৩৬টি বীমাকারী ৩৬% ধারণ করেছে।

বিনিয়োগ

সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি। বীমাকারীদের অবশ্যই প্রত্যাশিত দাবি ও অপ্রত্যাশিত বৃহত্তর দাবি নিষ্পত্তির জন্য সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে এবং যে কোন সম্পদ-দায়ের অমিল থেকে বিরূপ ফলাফল দূর করার সক্ষমতা থাকতে হবে। এ সক্ষমতা অর্জনে বীমাকারীদের সম্পদ আইনের বিধানে নির্ধারিত যথাযথ খাতে বিনিয়োগ থাকতে হবে। বীমাকারী কর্তৃক সলভেন্সি মার্জিন বা প্রয়োজনীয় মূলধন রাখার উদ্দেশ্য হলো যে কোন সময়ে দাবি পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তরল সম্পদ রাখে তা নিশ্চিত করা। এই নিশ্চয়তার জন্যই প্রয়োজন বিনিয়োগের সঠিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সারণি ৫০ এবং লেখচিত্র ৪০ এ দেখা যায় যে, নন-লাইফ বীমা ব্যবসা বীমাকারীসমূহ মোট বিনিয়োগের মাত্র ২% এরও কম সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে বিনিয়োগ করেছে কিন্তু পলিসি গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য এ হার বৃদ্ধি করতে হবে। কর্তৃপক্ষ বীমাকারীদের জন্য আধুনিক বিনিয়োগ বিধিমালা জারি এবং সলভেন্সি মার্জিন রেগুলেশন জারি করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । বীমাকারীসমূহ মোট বিনিয়োগের পরিমাণের প্রায় ৬০% বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগ করেছে এবং প্রায় ২৫-২৭% অর্থ ক্যাপিটাল মার্কেটে শেয়ার হিসাবে বিনিয়োগ করেছে। বীমাকারীসমূহ বিগত তিন বছরে প্রায় ১২-১৪% অর্থ স্থাবর সম্পত্তির মতো অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করেছে, যা কাম্য নয়।

সারণি ৫০

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ও ২০১৯ এ খাতভিত্তিক বিনিয়োগের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের শেয়ারের বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্র নং	বিনিয়োগের খাত	২০১৮	%	২০১৯	%
১	সরকারি সিকিউরিটিজ	১০৭.২৭	১.৭৯	১১৪.২৫	১.৮১
২	মিউচুয়াল / ইউনিটফান্ড	১২৯.৫৩	২.১৬	১২৭.৮৮	২.০২
৩	শেয়ার	১৫৮৪.৯৩	২৬.৪৮	১৫২৭.৯২	২৪.১৬
৪	ডিবেঞ্চার	৯.৩৯	০.১৬	৯.৮৪	০.১৬
৫	স্থাবর সম্পত্তি	৮২৯.১৬	১৩.৮৬	৭৩৫.৫৬	১১.৬৩
৬	স্থায়ী আমানত	৩১৭৯.৪	৫৩.১৩	৩৬০৫.৩১	৫৭.০০
৭	ব্রীজ ফাইন্যান্সিং	০	০.০০	০	০.০০
৮	অন্যান্য বিনিয়োগ	১৪৪.৮৭	২.৪২	২০৩.৯২	৩.২২
৯	মোট বিনিয়োগ	৫৯৮৪.৫৫	১০০	৬৩২৪.৬৭	১০০

লেখচিত্র ৪২-এ দেখা যায় যে শীর্ষ দশটি বীমাকারীর কাছে ৩ বছরে (২০১৫-২০১৭) পুরো নন-লাইফ বিমা শিল্পের প্রায় ৬৫% বিনিয়োগ করেছে। এই শীর্ষ দশটি বীমাকারী হচ্ছে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, গ্রীন ডেল্টা, রিলায়েন্স, ইষ্টল্যান্ড, পাইওনিয়ার, রূপালী, ঢাকা, পিপলস, ইউনাইটেড এবং ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। লেখচিত্র ৪৩ এ দেখা যাচ্ছে যে ২০১৫ সালে সম্পদ ও বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৫৬.৩৭% কিন্তু ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নন-লাইফ বীমা শিল্পের সম্পদ ও বিনিয়োগের অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমে যায় এবং ২০১৯ সালে এই অনুপাত ছিল ৫২.৩৮%।

তবে এ শিল্পে সম্পদ বিনিয়োগের অনুপাত ৬৫%-৭০% হওয়া উচিত এবং আমাদের শিল্পটি গত ৫ বছর ধরে প্রয়োজনীয় অনুপাত অর্জন করতে পারেনি। ২০১৯ সালে ফেডারেল, প্রগতি এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ তাদের সম্পদের ২০% এরও কম বিনিয়োগ করেছে এবং রিলায়েন্স, পাইওনিয়ার, ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স, প্রাইম, নর্দার্ন জেনারেল, গ্লোবাল, মেঘনা এবং কন্টিনেন্টাল তাদের সম্পদের ৪৫% এরও কম বিনিয়োগ করেছে। বীমাকারীর দুর্বল ও অদক্ষ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার কারণে নন-লাইফবীমা শিল্পে সম্পদ বিনিয়োগ অনুপাত যথাযথ হয়নি এবং এ কারণেই বিগত কয়েক বছরে এ শিল্পের দাবি নিষ্পত্তির হার হতাশাব্যঞ্জক ছিল। লেখচিত্র ৪১ এ দেখা যায় যে, ২০১৫ সাল থকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান হারে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৪০

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৭-২০১৯)

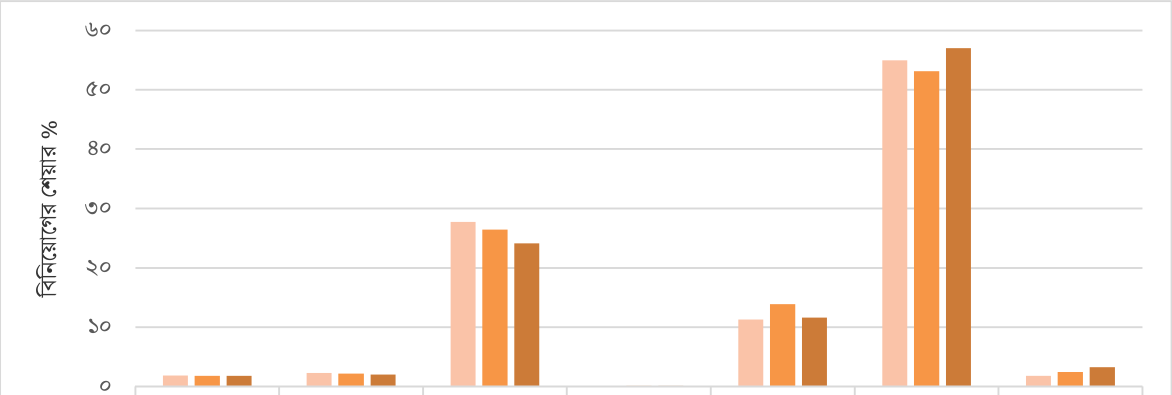

	সরকারি সিকিউরিটিজ	মিউচুয়াল / ইউনিট ফান্ড	শেয়ার	ডিবেঞ্চার	স্থাবর সম্পত্তি	স্থায়ী আমানত	অন্যান্য বিনিয়োগ
২০১৭	১.৮৪	২.২৪	২৭.৭৭	০.০৭	১১.৩১	৫৪.৯৯	১.৭৭
২০১৮	১.৭৯	২.১৬	২৬.৪৮	০.১৬	১৩.৮৬	৫৩.১৩	২.৪২
২০১৯	১.৮১	২.০২	২৪.১৬	০.১৬	১১.৬৩	৫৭.০০	৩.২২

লেখচিত্র ৪১

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ এবং প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৯)

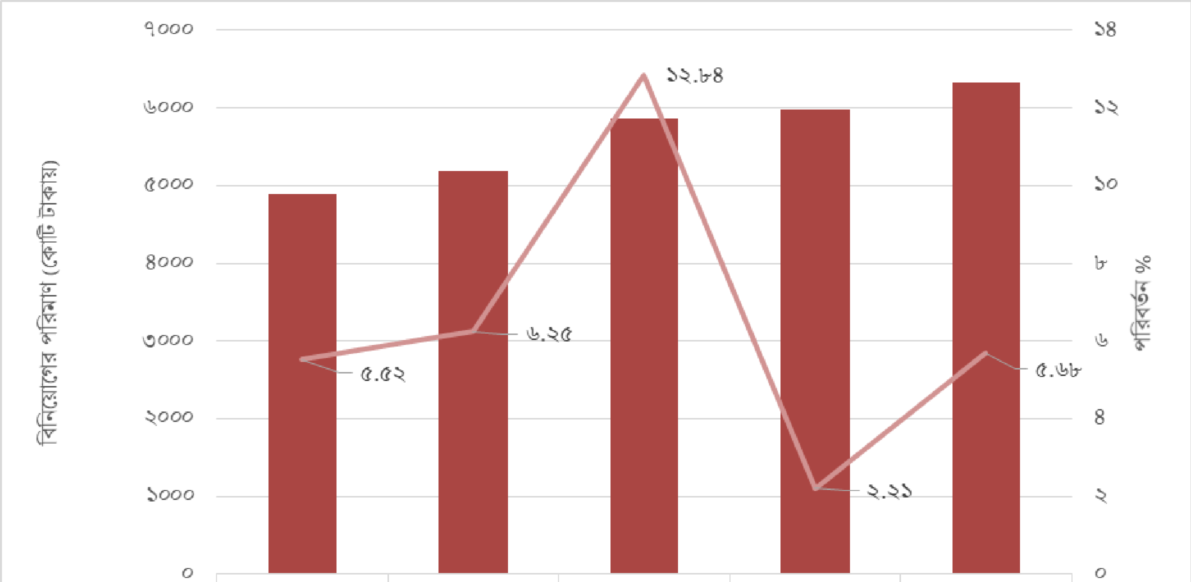

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
বিনিয়োগ	৪৮৮৪	৫১৮৯	৫৮৫৫	৫৯৮৫	৬৩২৫
পরিবর্তন %	৫.৫২	৬.২৫	১২.৮৪	২.২১	৫.৬৮

লেখচিত্র ৪২

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় শীর্ষ দশ বীমাকারীর বিনিয়োগের শেয়ার (২০১৭-২০১৯)

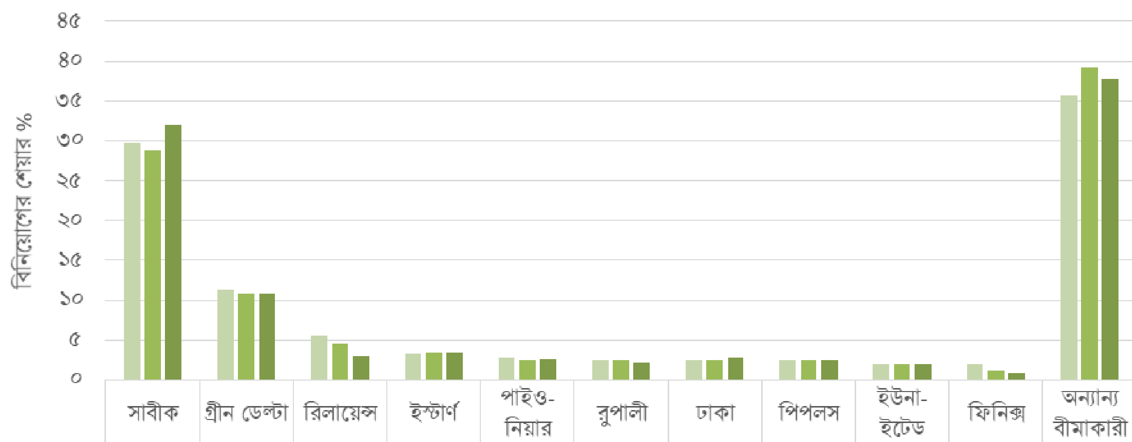

	সাবীক	গ্রীন ডেল্টা	রিলায়েন্স	ইস্টার্ণ	পাইও-নিয়ার	রুপালী	ঢাকা	পিপলস	ইউনা-ইটেড	ফিনিক্স	অন্যান্য বীমাকারী
২০১৭	২৯.৭৮	১১.৩৮	৫.৫৪	৩.৩৫	২.৮৭	২.৫০	২.৪৯	২.৪৬	১.৯৮	১.৯৭	৩৫.৬৮
২০১৮	২৮.৮১	১০.৮২	৪.৬০	৩.৪৪	২.৪২	২.৪৫	২.৪৫	২.৫০	২.০৮	১.১৯	৩৯.২৫
২০১৯	৩২.০৪	১০.৮৮	২.৯৭	৩.৪০	২.৫৯	২.১১	২.৭৯	২.৪৯	২.০১	০.৯২	৩৭.৭৯

লেখচিত্র ৪৩

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় সম্পদ ও বিনিয়োগের রেশিও (২০১৫-২০১৯)

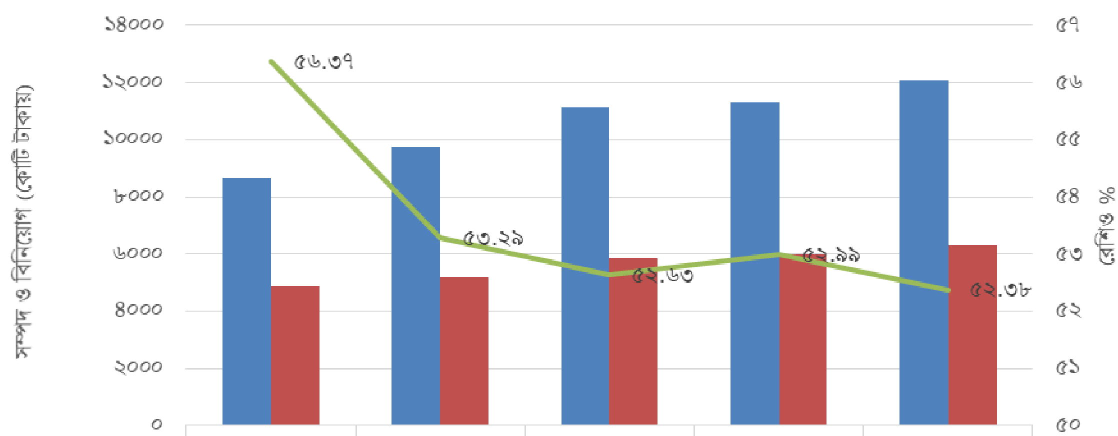

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
মোট সম্পদ	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪	১১২৯৩	১২০৭৫
বিনিয়োগ	৪৮৮৪	৫১৮৯	৫৮৫৫	৫৯৮৫	৬৩২৫
রেশিও %	৫৬.৩৭	৫৩.২৯	৫২.৬৩	৫২.৯৯	৫২.৩৮

বিনিয়োগ আয়

সারণি ৫১ দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নন-লাইফ বীমাকারী বিনিয়োগের উপর আয় প্রায় ৭.০০% থেকে ৯.০০% হার অর্জন করেছে তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প হারের সুদের কারণে গত ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৮-২০১৯ সালে এই হার সবচেয়ে কম ছিল। ২০১৭ সালে বিনিয়োগ রিটার্ণ ছিল ৮.৫৭% এবং বীমাকারীরা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। ২০১৯ সালে এই হার সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৬.৮৮% হয়েছে। বীমাকারীদের বীমা দাবি পরিশোধ অনেকটা বিনিয়োগের আয়ের উপর নির্ভশীল।

সারণি ৫১

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বিনিয়োগ থেকে আয়ের সাধারণ হার (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	বিনিয়োগ	বিনিয়োগ আয়	বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তির হার (%)
২০১৫	৪৮৮৩.৮৫	৩৮৮.৭২	৭.৯৬
২০১৬	৫১৮৮.৮৫	৪০০.১৮	৭.৭১
২০১৭	৫৮৫৪.৯৩	৫০১.৯৫	৮.৫৭
২০১৮	৫৯৮৪.৫৫	৪২৪.৬১	৭.১০
২০১৯	৬৩২৪.৬৭	৪৩৫.২১	৬.৮৮

দাবি নিষ্পত্তি

বীমাকারীসমূহের একটি সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে তাদের বীমা গ্রাহকদের ঝুঁকির বিপরীতে নিরাপত্তা বিধান করা। বিদ্যমান আইন ও বিধি বিধান অনুসরণ করে এবং গ্রাহকের প্রত্যাশাগুলির সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে একটি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বীমাকারীদের থাকা প্রয়োজন। যদিও এই প্রক্রিয়াটি অনেক জটিল কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে দাবি নিষ্পত্তি করলে গ্রাহকের সন্তুষ্টি বাড়বে এবং বীমা সেবার মান উন্নত হবে। বীমা দাবি নিষ্পত্তির জন্য অটোমেশন ব্যবস্থা এই পদ্ধতিকে সহায়তা করার জন্য কার্যকর মাধ্যম হতে পারে।

নন-লাইফে অধিকাংশ বীমা দাবির কারণ প্রায় একই রকম এবং বীমাকারীকে দাবি প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের দায়ের হিসেব নির্ভুলভাবে করা দরকার। স্বভাবতই দাবি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হলে বীমাকারীকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দাবির নিষ্পত্তির পরিমাণ এবং দাবি নিষ্পত্তির সংখ্যা দেখানো হয়েছে (সারণি- ৫৩ এবং ৫৪)। বীমার উপ-শ্রেণিভিত্তিক বিভিন্ন দাবির রেশিও (ক্লেইম রেশিও) হিসেব করে দেখানো হয়েছে (সারণি-৫২)। বীমাকারীর আর্থিক অবস্থা ক্লেইম রেশিও দ্বারা প্রভাবিত হয়। সম্পদ এবং দুর্ঘটনা বীমার জন্য দাবির রেশিও সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দেশের একমাত্র পুনঃবীমাকারী। এসবিসি একই সাথে বীমা এবং পুনঃবীমা ব্যবসা করছে এবং বীমা এবং পুনঃবীমা ব্যবসার জন্য তাদের আলাদা কোনও এ্যাকাউন্ট নেই। হিসেবের ভিন্নতা এড়াতে এসবিসির তথ্য বাদ দিয়ে দাবি রেশিও বের করা হয়েছে।

সারণি ৫২

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণি ভিত্তিক ক্লেইম রেশিও (%) (২০১৫-২০১৯)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	নন-লাইফ ব্যবসা
২০১৫	৪১.৯৭	১১.১৮	২৬.৬৯	১৭.৯৫	২৪.৩৯
২০১৬	৩২.৯৭	১২.০৫	২৬.৭৭	২৬.৩২	২২.৭৭
২০১৭	৩০.৯১	১৩.৬১	২৮.৪১	২৬.১৬	২২.৭৭
২০১৮	৩৬.৫৮	১৪.৩৫	২৪.৭২	৩৮.৪৪	২৫.৮০
২০১৯	৬৫.২৬	১৪.৪০	২৪.২৯	৩৯.৬৮	৩৫.০৪

লেখচিত্র ৪৪

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমার উপ-শ্রেণি ভিত্তিক ক্লেইম রেশিও (২০১৫-২০১৯)

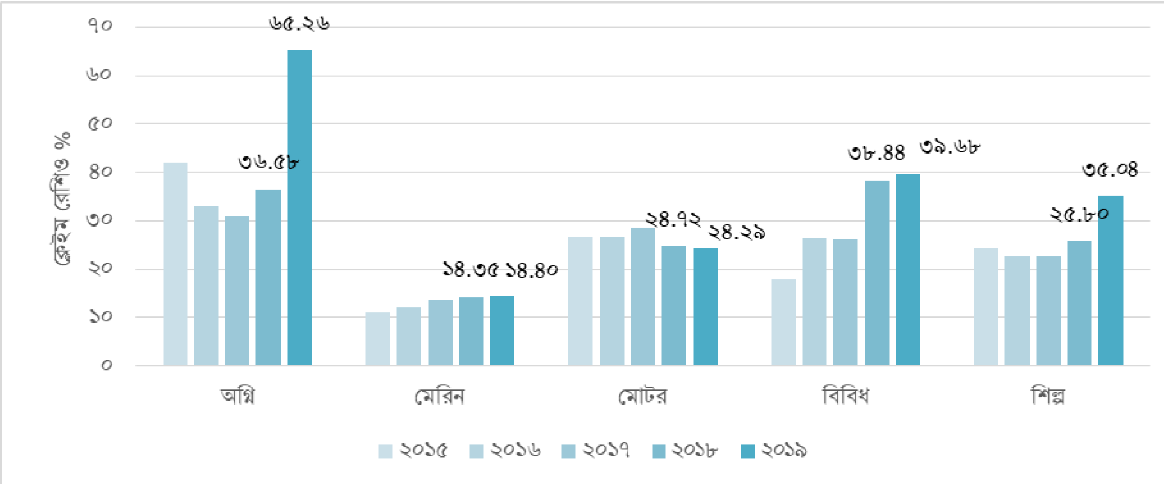

সারণি ৫৩

নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক বীমা দাবির পরিমাণ (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি
২০১৫	১৪৭৬.৩২	৩৯৮.৩০	১৪৫.৯০	১৫৭.৩৪	২১৭৭.৮৬
২০১৬	১৩৭৫.৪০	৩৭৪.০৩	১৫৯.৯৭	১৬৬.৫৬	২০৭৫.৯৫
২০১৭	১৭০৭.৪৫	৪৫২.২৭	১৮৯.৩১	৩৬৪.৫১	২৭১৩.৫৪
২০১৮	২২২৪.৩৭	৪৬১.৬৩	১৫২.৫৯	২৯৪.৪৬	৩১৩৩.০৫
২০১৯	১৬৮০.৬০	৫০৬.০২	১৪৪.৪০	২৩২.৬৪	২৫৬৩.৬৬

নন-লাইফ বিমা খাতে সবচেয়ে বেশি বীমা দাবি উত্থাপিত হয় অগ্নি খাতে। এখাতে ২০১৮ সালে ২২২৪.৩৭ কোটি টাকার বীমা দাবি উত্থাপিত হয়েছে যা মোট বীমা দাবির ৭১%। ২০১৮ সালে মেরিন, মটর ও বিবিধ খাতে সম্মিলিত উত্থাপিত বীমা দাবির পরিমাণ ৯০৮.৬৮ কোটি টাকা যা মোট দাবির ২৯ শতাংশ। ২০১৮ সালে নৌ বীমা খাত উত্থাপিত দাবির পরিমাণ ৪৬১.৬৩ কোটি টাকা যা মোট দাবির ১৪.৭৩ শতাংশ এবং বিবিধ খাতে উত্থাপিত বীমা দাবির পরিমাণ ২৯৪.৪৬ কোটি টাকা যা মোট বীমা দাবির ৯.৪০ শতাংশ। অবশিষ্ট ৪.৮৭ শতাংশ বীমা দাবি মটর খাত হতে এসেছে।

লেখচিত্র ৪৫

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণিভিত্তিক দাবির পরিমাণ (২০১৫-২০১৯)

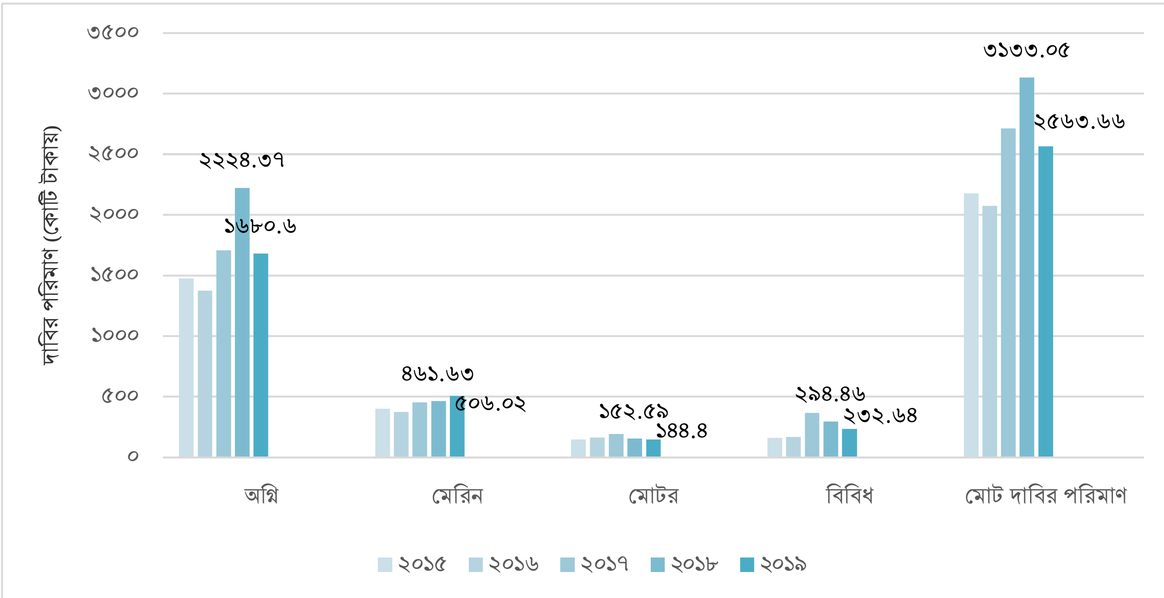

সারণি ৫৪

শ্রেণিভিত্তিক মোট বীমা দাবি (গ্রস দাবি) পরিশোধের পরিমাণ (২০১৫- ২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি পরিশোধ
২০১৫	৭৪৬.৮১	১৪৫.৩০	৮২.৭৬	৫৩.৬৮	১০২৮.৫৫
২০১৬	৫৫৩.৮৫	১৯৬.০৮	৮৫.৬৫	৭০.১৬	৯০৫.৭৪
২০১৭	৪৬২.২২	১৮০.৭৫	৯৬.০৭	২৩১.০৩	৯৭০.০৭
২০১৮	১৯৬.৪৯	১০২.৪৭	৮৮.৯৩	৮৪.৩৩	৪৭২.২৩
২০১৯	৪১৯.৩২	১১৫.০০	৯৩.০২	১০১.৫৬	৭২৮.৯১

সারণি-৫৩ হতে দেখা যায় যে ২০১৯ সালে মোট দাবি (বিগত বছরের অনিষ্পন্ন দাবি এবং চলতি বছরের উত্থাপিত দাবি) ২০১৮ সালের ৩,১৩৩.০৫ কোটি টাকার ১৮.১৭% হ্রাস পেয়ে ২,৫৬৩.৬৬ কোটি টাকা হয়েছে। সারণি ৫৪ দেখা যায় যে নন-লাইফ বীমা খাতে ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ দাবি ১,০২৮.৫৫ কোটি টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০১৮ সালে ৪৭২.২৩ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিবিধ বীমায় ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ দাবি পরিশোধের পরিমাণ ছিল ২৩১.০৩ কোটি টাকা এবং ২০১৯ সালে তা কমে হয়েছে ১০১.৫৬ কোটি টাকা।

পরিশোধিত বীমা দাবির শতকরা হার

পরিশোধিত বীমা দাবি যা উত্থাপিত বীমা দাবির বিপরীতে পরিশোধ করা হয়েছে। সারণি- ৫৫ তে নন-লাইফ বীমা খাতে উত্থাপিত বীমা দাবির পরিমাণ বিধৃত রয়েছে। ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সালের তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরিশোধিত বীমা দাবি মোট উত্থাপিত বীমা দাবির চেয়ে অনেক কম। ২০১৮ সালে উত্থাপিত বীমা দাবির বিপরীতে পরিশোধিত বীমা দাবির পরিমাণ ছিল ৪০.৮৭% যার মধ্যে মটর খাতে সর্বাধিক ৬০.৬৮% বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে অন্যদিকে মেরিন বীমা খাতে উত্থাপিত বীমা দাবির মাত্র ৩৬.৩৮% পরিশোধ করা হয়েছে।

২০১৯ সালে বিগত ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে যার পরিমাণ উত্থাপিত মোট বীমা দাবির ৫২.০৭%। ২০১৯ সালে মেরিন বীমা খাতে সর্বনিম্ন বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে যার পরিমাণ ২৭.৮১% অন্যদিকে বিবিধ খাতে ১০৩.৮৭% বীমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে।

সারণি ৫৫

শ্রেণি ভিত্তিক মোট বীমা দাবি পরিশোধের হার (%) (২০১৫-২০১৯)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি নিষ্পত্তির হার
২০১৫	৫০.৫৯	৩৬.৪৮	৫৬.৭২	৩৪.১২	৪৭.২৩
২০১৬	৪০.২৭	৫২.৪২	৫৩.৫৪	৪২.১৩	৪৩.৬৩
২০১৭	২৭.০৭	৩৯.৯৭	৫০.৭৫	৬৩.৩৮	৩৫.৭৫
২০১৮	৪০.৭৮	৩৬.৩৮	৬০.৬৮	৪০.১৮	৪০.৮৭
২০১৯	৪৮.৫৪	২৭.৮১	৬৮.২৮	১০৩.৮৭	৫২.০৭

দাবির সংখ্যা

সারণি ৫৬

নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সে বিভিন্ন শ্রেণি ভিত্তিক বীমা দাবির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি
২০১৫	৩৩৬০	৫৪৯৫	১০১১৮	৬৯৯৯	২৫৯৭২
২০১৬	৩৫১৮	৫৯২৮	১১১৩৮	৮৭৮০	২৯৩৬৪
২০১৭	৩৮৫৯	৬৬৭৫	১২২৯৭	১১১০৮	৩৩৯৩৯
২০১৮	৩৫১০	৭৯৫৬	১৩২৯৬	১১৮৬২	৩৬৬২৪
২০১৯	৩৪৩৬	৮৬৪৬	১৩৪৬৪	১৬৮৩১	৪২৩৭৭

সারণি-৫৬ হতে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালের ৩৬,৬২৪টি হতে ১৫.৫৮% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে মোট দাবির সংখ্যা হয় ৪২,৩৭৭টি (লেখচিত্র ৪৬)। সারণি- ৫৬ হতে আরো দেখা যায় যে, এ শিল্প ২০১৭ সালে সর্বাধিক ৩,৮৫৯টি সংখ্যক অগ্নি বীমা দাবি ছিল এবং ২০১৫ সালে সর্বনিম্ন অগ্নি বীমা দাবির সংখ্যা ছিল ৩,৩৬০টি।

২০১৯ সালে বিবিধ বীমা দাবির সংখ্যা ছিল ১৬,৮৩১টি এবং ২০১৮ সালে বিবিধ বীমা দাবির সংখ্যা ছিল ১১,৮৬২ ছিল। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা বিবিধ বীমার অন্তর্ভুক্ত। তাই স্বাস্থ্য বীমা জনপ্রিয় হলে বিবিধ বীমার দাবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

লেখচিত্র ৪৬

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় উপ-শ্রেণি ভিত্তিক দাবির সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

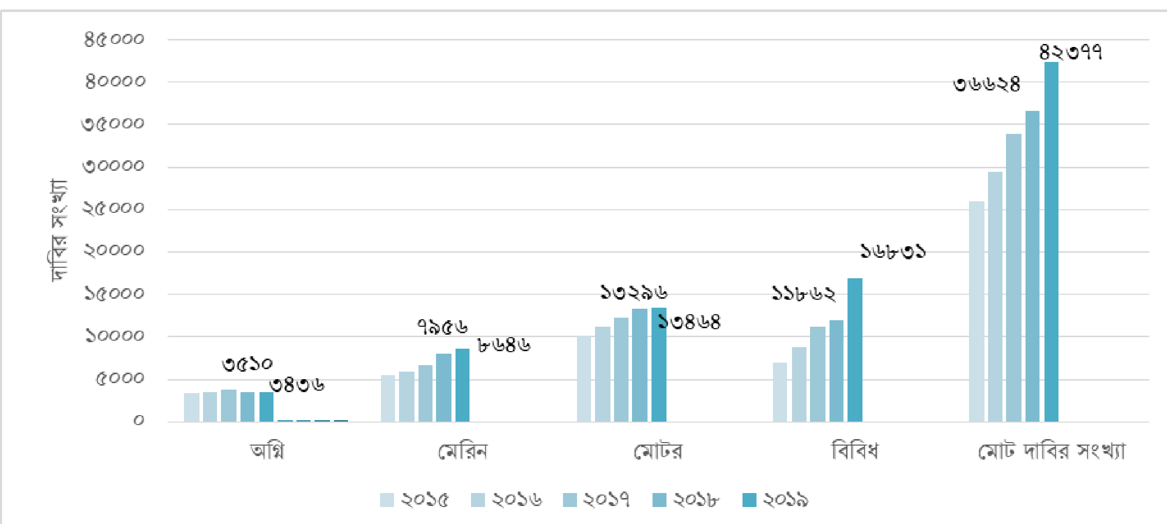

সারণি ৫৭

বীমা দাবি পরিশোধের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির শতকরা হার (২০১৫- ২০১৯)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট দাবি নিষ্পত্তি
২০১৫	২০৮৫	৪২৩৮	৭৬৮৩	৬২৪৩	২০২৪৯
	(৬২.০৫)	(৭৭.১২)	(৭৫.৯৩)	(৮৯.২০)	(৭৭.৯৬)
২০১৬	২০২৮	৪১৫৮	৮১০৭	৭৮৯৯	২২১৯২
	(৫৭.৬৫)	(৭০.১৪)	(৭২.৭৯)	(৮৯.৯৭)	(৭৫.৫৮)
২০১৭	২১০৬	৪৬২৯	৮৭০০	১০১৬০	২৫৫৯৫
	(৫৪.৫৭)	(৬৯.৩৫)	(৭০.৭৫)	(৯১.৪৭)	(৭৫.৪১)
২০১৮	১৭০৫	৪৪২৫	৮৯৬০	৯১৬৭	২৪২৫৭
	(৪৮.৫৭)	(৫৫.৬১)	(৬৭.৩৮)	(৭৭.২৮)	(৬৬.২৩)
২০১৯	১৮৩৭	৪৬৪৬	৮৫৫০	১৩৭৯৯	২৮৮৩২
	(৫৩.৪৬)	(৫৩.৭৩)	(৬৩.৫)	(৮১.৯৮)	(৬৮.০৩)

নোটঃ বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা নিষ্পত্তির শতকরা হার নির্দেশ করে।

নন-লাইফ বীমা শিল্পে ২০১৫ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বীমা দাবি নিষ্পত্তির হার ৬৬%-৭৮% এবং দাবির পরিমাণ হিসেবে নিষ্পত্তি হার মাত্র ৩৫%-৫৩% হয়েছে, কারণ বড় বড় অগ্নি বীমা দাবি পরিশোধের হার সন্তোষজনক নয়।

বীমাকারীর শাখা

বীমা ব্যবসা বৃদ্ধির কারণে দেশ জুড়ে বিস্তৃত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা সম্প্রসারণের প্রবৃদ্ধি গ্রাহকদের মধ্যে বীমা সেবা বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৮ সালে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখার সংখ্যা ছিল ১,৩৬৭ টি, ২০১৯ সালে ১১টি নতুন শাখা যুক্ত করে মোট শাখার সংখ্যা ১,৩৭৮টি হয়েছে (লেখচিত্র ৪৭)।

লেখচিত্র ৪৭

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় বীমাকারীর শাখার সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

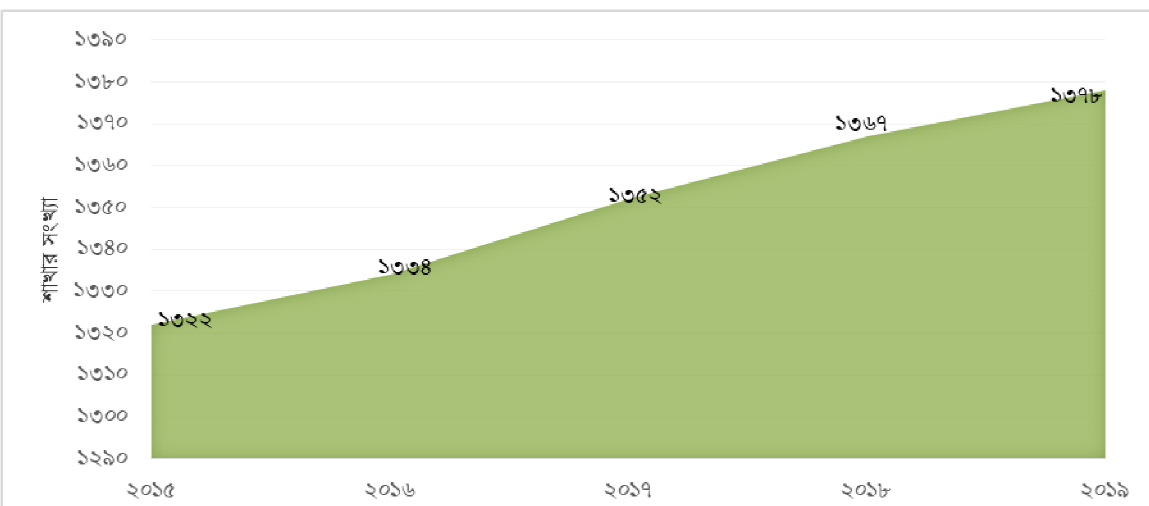

এজেন্ট

বীমা পণ্য বিক্রয় এজেন্টদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে, যদিও এজেন্টদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা বীমাকারীর জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং কাজ। কেবলমাত্র এজেন্টের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হচ্ছে এবং বাংলাদেশে ব্যাংকাসুরেন্স চ্যানেল চালু করা যায়নি। ২০১৮ সালে এই শিল্পে এজেন্টের মোট সংখ্যা ২,৬০৭ জন ছিল এবং ২০১৯ সালে ২,৬৭৯ জন এজেন্ট । ২০১৫ সালে এ শিল্পে এজেন্টদের মোট সংখ্যা ছিল ২,৫০৩ জন। বিগত পাঁচ বছরে এজেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৭৬ জন, যা বছরে গড়ে ৩৫ জনের মত (লেখচিত্র ৪৮)।

লেখচিত্র ৪৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় এজেন্টের সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

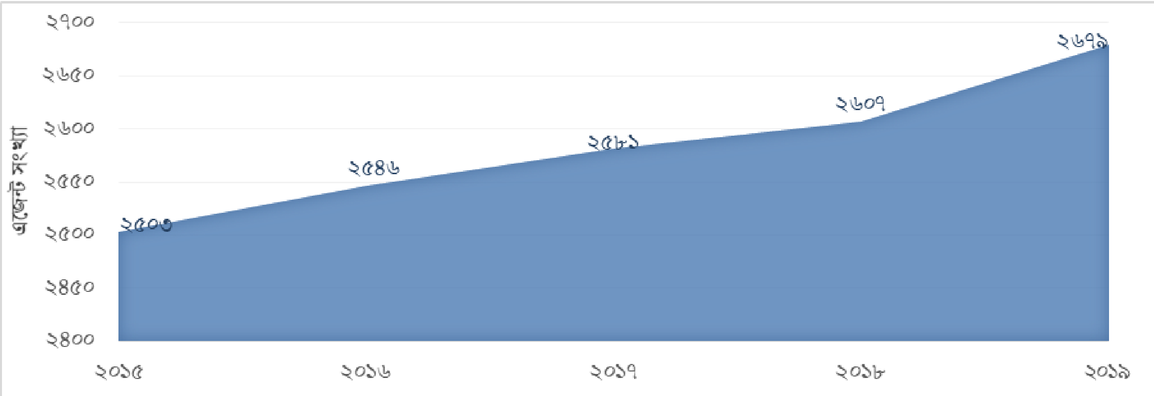

প্রকৃত পক্ষে নন-লাইফ বীমা শিল্পে বীমাকারীসমূহ এজেন্টের পরিবর্তে উন্নয়ন কর্মকর্তাকে ব্যবহার করছে এবং বীমা ব্যবসা সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন কর্মকর্তাকে কমিশন প্রদান করে বীমা আইন ২০১০ এর ৫৮ ধারা লঙ্ঘন করছে এবং নন-লাইফ বীমা খাতে এজেন্টের সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ ছিল এই কমিশন ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ বীমাকারীর এজেন্ট ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

জনবল

সারণি ৫৮ এ দেখা যায় যে নন-লাইফ বীমা শিল্পে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৯ সালের মধ্যে ১৬,২৪০ জন ছিল এবং ২০১৮ সালে ছিল ১৬,৭৮৬ জন। প্রতি বছর হাজার সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল এবং একই সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে। কর্মচারী ব্যবস্থাপনার চিত্র খুবই হতাশাব্যঞ্জক ছিল এবং ক্রমান্বয়ে জনবল কমে যাওয়া বীমা শিল্পে অস্থিরতার চিত্র ফুটে উঠে।

সারণি ৫৮

নন-লাইফ বীমা ব্যবসায় জনবলের সংখ্যা (২০১৫-২০১৯)

বছর	বছরের শুরুতে	নতুন নিয়োগ	ছাটাই	বছরের শেষে
২০১৫	১৬২৪৮	১২৩৭	১০৯৪	১৬৪০৯
২০১৬	১৬৪০৯	১৪৮২	১০৮৮	১৬৮৭৩
২০১৭	১৬৮০৭	১১৬২	৯৭০	১৬৯৯৮
২০১৮	১৬২০৯	১৪১৪	৮৩৭	১৬৭৮৬
২০১৯	১৬১৯৯	২০৯১	২০৫০	১৬২৪০

পরিশোধিত মূলধন

৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নন-লাইফ বীমাকারীর মোট পরিশোধিত মূলধন ছিল ১,৭১১.৯৯ কোটি টাকা এবং ২০৫.৩৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ১,৯১৭.৩৬ কোটি টাকা হয়েছে। ৪৪৬.২৯ কোটি টাকা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমান দাড়ায় ২,৩৬৩.৬৫ কোটি টাকা (সারণি ৫৯)।

সারণি ৫৯

নন-লাইফ বীমাকারীর পরিশোধিত মূলধন (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	স্পনসর	পাবলিক	মোট পরিশোধিত মূলধন	বছরে বৃদ্ধি
২০১৫	৭১৬.০২	৭৭৬.২৯	১৪৯২.৩০	৯১.৪৯
২০১৬	৭১২.৩৮	৮৬৪.৫০	১৫৭৬.৮৮	৮৪.৫৮
২০১৭	৮০৬.৪০	৯০৫.৫৯	১৭১১.৯৯	১৩৫.১১
২০১৮	৯০০.৯৩	১০১৬.৪৩	১৯১৭.৩৬	২০৫.৩৭
২০১৯	৯০৫.৯০	১৪৫৭.৭৬	২৩৬৩.৬৫	৪৪৬.২৯

স্ট্যাম্প ডিউটি

সারণি ৬০

নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক স্ট্যাম্প ডিউটি পরিশোধ (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বছর	অগ্নি	মেরিন	মোটর	বিবিধ	মোট স্ট্যাম্প ডিউটি
২০১৫	১.০২	৭৫.৫৯	১.১৫	০.৬৪	৭৮.৪০
২০১৬	১.১০	৭৮.২৬	১.৩৭	০.৫৭	৮১.৩০
২০১৭	১.২৩	৭৬.২২	১.৪৬	২.৫৩	৮১.৪৫
২০১৮	১.৪৪	৭৮.০৫	১.৬০	১.৩৪	৮২.৪৪
২০১৯	১.২৬	৮৯.৫৭	১.৯৮	০.৯২	৯৩.৭২

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন পলিসি ইস্যু করে স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করে থাকে। ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী ২০১৫ সালে ৭৮.৪০ কোটি টাকা প্রদান করলেও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৯৩.৭২ কোটি টাকা স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

ট্যাক্স এবং ভ্যাট

সারণি ৬১

নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ট্যাক্স এবং ভ্যাট পরিশোধ (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকা)

বছর	ট্যাক্স	ভ্যাট	টিডিএস	ভিডিএস	মোট
২০১৫	১০৭৯.৭৭	১৯৬.৮১	৪৭.০৮	১০.৪৪	১৩৩৪.১০
২০১৬	৫৭২.২৮	২১৬.৩৬	৫০.০২	১৩.৬৮	৮৫২.৩৪
২০১৭	৬৯৬.১২	২৪০.৮৮	৫৩.৩২	১৬.৮৫	১০০৭.১৭
২০১৮	৬৩২.০৬	৩৩২.৭৮	৬৩.০৬	১৩.৮৪	১০৪১.৭৪
২০১৯	৬৯২.২১	৩৭০.৬৭	৯১.৩৯	১৫.৩৭	১১৬৯.৬৪

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্পোরেট ট্যাক্স, ভ্যাট, টিডিএস এবং ভিডিএস প্রদান করে থাকে। ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী কর্তৃক ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স, ভ্যাট, টিডিএস এবং ভিডিএস প্রদানের হিসাব সারণি ৪৯ উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী ১,৩৩৪.১০ কোটি টাকা প্রদান করলেও ক্রমান্বয়ে হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে ২০১৯ সালে ১,১৬৯.৬৪ কোটি টাকা কর ও ট্যাক্স বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

সংযুক্তি ১

বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	নিবন্ধন বছর	বীমাকারীর স্ট্যাটাস
১	জেবিসি	১৯৭৩	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
২	মেটলাইফ	১৯৭৪	বিদেশী কোম্পানি
৩	ন্যাশনাল	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৪	ডেল্টা	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৫	সন্ধানী	১৯৯০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৬	মেঘনা	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৭	ফারইষ্ট ইসলামী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৮	পদ্মা ইসলামী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৯	পপুলার	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১০	প্রগতি	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১১	প্রাইম ইসলামী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১২	প্রগ্রেসিভ	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৩	রুপালী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৪	সানলাইফ	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৫	বায়রা লাইফ	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
১৬	গোল্ডেন	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়
১৭	হোমল্যান্ড	১৯৯৬	তালিকাভুক্ত নয়
১৮	সানফ্লাওয়ার	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
১৯	বেস্ট	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২০	চার্টার্ড	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২১	এনআরবি গ্লোবাল	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২২	প্রটেক্টিভ ইসলামী	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২৩	সোনালী লাইফ	২০১৩	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৪	জেনীথ ইসলামী	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
২৫	আলফা ইসলামী	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৬	ডায়মন্ড	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৭	গার্ডিয়ান	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৮	যমুনা	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
২৯	মার্কেন্টাইল ইসলামী	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
৩০	স্বদেশ	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
৩১	ট্রাস্ট ইসলামী	২০১৪	তালিকাভুক্ত নয়
৩২	এলআইসি (বাংলাদেশ) লি:	২০১৬	তালিকাভুক্ত নয়
৩৩	আস্থা	২০১৯	তালিকাভুক্ত নয়
৩৪	আকিজ তাকাফুল	২০২২	তালিকাভুক্ত নয়
৩৫	এনআরবি ইসলামী	২০২২	তালিকাভুক্ত নয়

সংযুক্তি ২

বীমা ব্যবসায় নিবন্ধিত নন-লাইফ বীমাকারীর তালিকা এবং স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্তির বিবরণ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	নিবন্ধন বছর	বীমাকারীর স্ট্যাটাস
১	এসবিসি	১৯৭৩	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান
২	গ্রীনডেল্টা	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩	বিজিআইসি	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৪	ইউনাইটেড	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৫	পিপলস	১৯৮৫	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৬	ইষ্টার্ণ	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৭	ইস্টল্যান্ড	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৮	প্রগতি	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৯	কর্ণফুলি	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১০	ফিনিক্স	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১১	জনতা	১৯৮৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১২	সেন্ট্রাল	১৯৮৭	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৩	ফেডারেল	১৯৮৭	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৪	রূপালী	১৯৮৮	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৫	রিলায়েন্স	১৯৮৮	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৬	পুরবী	১৯৮৮	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৭	পাইওনিয়ার	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৮	সিটি জেনারেল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
১৯	প্রভাতী	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২০	প্রাইম	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২১	বাংলাদেশ ন্যাশনাল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২২	মার্কেন্টাইল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৩	নর্দার্ন জেনারেল	১৯৯৬	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৪	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৫	নিটল	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৬	স্ট্যান্ডার্ড	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৭	প্যারামাউন্ট	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৮	রিপাবলিক	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
২৯	এশিয়া প্যাসিফিক	১৯৯৯	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩০	কন্টিনেন্টাল	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩১	এশিয়া	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩২	ঢাকা	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৩	সোনার বাংলা	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৪	অগ্রণী	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৫	গ্লোবাল	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৬	তাকাফুল ইসলামী	২০০১	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৩৭	বিডি কো-অপারেটিভ	১৯৮৫	প্রযোজ্য নয়
৩৮	ক্রিষ্ট্যাল	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়
৩৯	মেঘনা	১৯৯৬	তালিকাভুক্ত নয়
৪০	সাউথ এশিয়া	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	নিবন্ধন বছর	বীমাকারীর স্ট্যাটাস
৪১	ইসলামী কমার্শিয়াল	১৯৯৯	তালিকাভুক্ত নয়
৪২	ইউনিয়ন	২০০০	তালিকাভুক্ত নয়
৪৩	দেশ জেনারেল	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৪৪	এক্সপ্রেস	২০০০	স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে তালিকাভুক্ত
৪৫	সেনাকল্যাণ	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়
৪৬	সিকদার	২০১৩	তালিকাভুক্ত নয়

সংযুক্তি ৩

আইডিআরএ গঠনের পর হতে অনুমোদিত লাইফ বীমা পরিকল্প

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪
১	আলফা ইসলামী	সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		চার কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		একক প্রিমিয়াম সঞ্চয়ী বীমা মুনাফাসহ	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		পেনশন বীমা (মুনাফাসহ)	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা (এডিবি), সহযোগী বীমা	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		স্থায়ী অক্ষমতা ও দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা (পিএডিবি), সহযোগী বীমা	১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪
২	আস্থা	আস্থা সুরক্ষা (মুনাফাসহ)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
		আস্থা সময় সুরক্ষা (মুনাফাসহ)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
		আস্থা মানি ব্যাক টার্ম	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৩	বায়রা	বায়রা লাইফের সকল বীমা পলিসির অনুমোদন বীমা অধিদপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে।	
৪	বেস্ট লাইফ	প্রত্যাশিত মেয়াদী তিন কিস্তি বীমা (লাভসহ)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		প্রিমিয়াম ফেরৎ বীমা পরিকল্প (নিশ্চিত লাভযুক্ত)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		শিশু নিরাপত্তা বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		দ্বিগুন প্রদান একক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		শিক্ষা ব্যয় বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		হজ্ব বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		দেনমোহর বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৫	চার্টার্ড লাইফ	তিন কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		পাঁচ কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		মেয়াদী বীমা (মুনাফাসহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		মেয়াদী বীমা (মুনাফা বিহীন)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		মানি ব্যাক বীমা	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		এক কিস্তি বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		পেনশন বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		শিশু শিক্ষা বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		শিশু শিক্ষা বীমা (মুনাফাসহ)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		হজ্জ বীমা (মুনাফাসহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		গ্রুপ সাময়িক বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		গ্রুপ মেয়াদী বীমা (মুনাফাসহ)	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		জনশক্তি রপ্তানি বীমা	১১ ডিসেম্বর ২০১৩
		গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা	২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪
৬	ডায়মন্ড লাইফ	প্রত্যাশিত মেয়াদি তিন কিস্তি বীমা (লাভসহ)	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদি চার কিস্তি বীমা (লাভসহ)	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদি পাঁচ কিস্তি বীমা (লাভসহ)	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		সাধারণ মেয়াদি বীমা পরিকল্প (লাভসহ)	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		সাধারণ মেয়াদি বীমা পরিকল্প (লাভ বিহীন)	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
৭	ডেল্টা লাইফ	মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ) ক্ষুদ্র বীমা	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		ত্রৈমাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ) ক্ষুদ্র বীমা	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		অর্ধবার্ষিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		বার্ষিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		মেয়াদভিত্তিক আমুলিয়া জীবন বীমা পরিকল্প	৭ জানুয়ারি ২০১৫
		সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ) ক্ষুদ্র বীমা	২৩ ডিসেম্বর ২০১৯
৮	ফারইষ্ট ইসলামী	মেয়াদ ভিত্তিক বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		মাসিক কিস্তি বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		কিস্তি বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		স্বাস্থ্য গোষ্ঠী বীমা স্কিম	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
		স্বাস্থ্য সেবা বীমা (ব্যক্তিগত জীবন)	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৯	গোল্ডেন লাইফ	গোল্ডেন লাইফের সকল বীমা পলিসির অনুমোদন বীমা অধিদপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে।	
১০	গার্ডিয়ান লাইফ	গোষ্ঠী বীমা	০৬ অক্টোবর ২০১৯
		বরোয়ার্স স্কিম-ক্রেডিট শিল্ড বীমা পরিকল্প	২১ অক্টোবর ২০১৯
		ক্রেডিট শিল্ড ঋণ বীমা পরিকল্প	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮
		সহজ জীবন বীমা	৩১ মে ২০১৮
		সহজ জীবন প্লাস বীমা	৩১ মে ২০১৮
		বিশেষ সহজ বীমা	৩১ মে ২০১৮
		বিশেষ সহজ জীবন প্লাস বীমা	৩১ মে ২০১৮
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	৬ আগস্ট ২০১৪
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (মুনাফাবিহীন)	৬ আগস্ট ২০১৪
		চার কিস্তি বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		এককালীন মেয়াদী বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		পেনশন বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		গোষ্ঠী বীমা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
		গার্ডিয়ান প্রবৃদ্ধি	৬ আগস্ট ২০১৭
		গার্ডিয়ান সমৃদ্ধি	৬ আগস্ট ২০১৭
		এককালীন মেয়াদী বীমা (গার্ডিয়ান সুরক্ষা)	৬ আগস্ট ২০১৭
		গার্ডিয়ান সঞ্চয়	১০ নভেম্বর ২০১৪
		ব্রাক ব্যাংক এসএমই ঋণ নিরাপত্তা বীমা পরিকল্প	১০ নভেম্বর ২০১৪
		পাঁচ কিস্তি মেয়াদি বীমা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		তিন কিস্তি মেয়াদি বীমা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪
১১	হোমল্যান্ড লাইফ	হোমল্যান্ড লাইফের সকল বীমা পলিসির অনুমোদন বীমা অধিদপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে।	
১২	যমুনা লাইফ	এক কিস্তি বীমা পরিকল্প (মুনাফা বিহীন)	২৯ মার্চ ২০১৬
		এস্যুরেন্স কাম পেনশন বীমা পরিকল্প (মুনাফা বিহীন)	২৯ মার্চ ২০১৬
		মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা	২৯ মার্চ ২০১৬
		শিশু নিরাপত্তা বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২৯ মার্চ ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২০ নভেম্বর ২০১৭
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফা বিহীন)	২০ নভেম্বর ২০১৭
		মেয়াদী বীমা	২৪ নভেম্বর ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (তিন কিস্তি)	২৪ নভেম্বর ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (পাঁচ কিস্তি)	২৪ নভেম্বর ২০১৪
		সমাহার বীমা (নিশ্চিত লাভসহ)	২৪ নভেম্বর ২০১৪
		সঞ্চয়ী বীমা (লাভ বিহীন)	২৪ নভেম্বর ২০১৪
১৩	জীবন বীমা কর্পোরেশন	সামাজিক নিরাপত্তা বীমা (লাভসহ)	৩ জুলাই ২০১১
		প্রবাসী বীমা	০২ অক্টোবর ২০১১
		প্রমিলা ডিপিএস (লাভসহ)	১৮ ডিসেম্বর ২০১৭
		হজ্জ বীমা স্কীম (লাভসহ)	১৮ ডিসেম্বর ২০১৭
		প্রবাসী কর্মী বীমা (চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ)	১১ ডিসেম্বর ২০১৯
১৪	লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	এল আই সি জীবন রক্ষক	২১ ডিসেম্বর ২০১৫
		এল আই সি সিঙ্গেল প্রিমিয়াম এন্ডোমেন্ট প্লান্ট	২১ ডিসেম্বর ২০১৫
		এল আই সি জীবন আনন্দ	২১ ডিসেম্বর ২০১৫
		এল আই সি মানি ব্যাক প্লান্ট ২৫ বছর	২১ ডিসেম্বর ২০১৫
		এল আই সি মানি ব্যাক প্লান্ট ২০ বছর	২১ ডিসেম্বর ২০১৫
		এল আই সি ১ বছর মেয়াদী গ্রুপ প্লান	১৭ জানুয়ারি ২০১৭
		এল আই সি সিঙ্গেল প্রিমিয়াম গ্রুপ প্লান	১৭ জানুয়ারি ২০১৭
		এল আই সি গ্রুপ ক্রেডিট লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্লান	১৭ জানুয়ারি ২০১৭
		এল আই সি পেনশন প্লান	১৭ ডিসেম্বর ২০১৭
		এল আই সি বীমা ডায়মন্ড	৩০ জুলাই ২০১৮
		এল আই সি ইয়ং সিটিজেন প্লান	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
		এল আই সি গ্রো ফাস্ট	০২ অক্টোবর ২০১৯
		এল আই সি হেলথ প্লাস	১০ ডিসেম্বর ২০১৯
১৫	মেঘনা লাইফ	হজ্জ বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		একক বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		দেনমোহর বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪
১৬	মার্কেন্টাইল ইসলামী	দ্বি-বার্ষিক বীমা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		মেয়াদী বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		তিন কিস্তি বীমা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		চার কিস্তি বীমা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		পাঁচ কিস্তি বীমা	২৪ মে ২০১৬
		হজ্ব বীমা (মুনাফাসহ)	২৪ মে ২০১৬
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	২৪ মে ২০১৬
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	২৪ মে ২০১৬
		এক কিস্তি বীমা(মুনাফা বিহীন)	২৪ মে ২০১৬
		মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা (প্রতি বছর নবায়ন যোগ্য)	২৪ মে ২০১৬
		মেয়াদী গোষ্ঠী বীমা	২৪ মে ২০১৬
		পেনশন বীমা	২৪ মে ২০১৬
		সহযোগী গোষ্ঠী বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৪ মে ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	২৪ মে ২০১৬
		মার্কেন্টাইল সঞ্চয়ী বীমাপ্লান (মুনাফা বিহীন)	২৪ মে ২০১৬
১৭	মেট লাইফ		১ ডিসেম্বর, ২০১৩
		প্রিমিয়াম ফেরত যোগ্য মারাত্মক অসুস্থতাজনিত বীমা (সিআই আরওপি)	
		এক কিস্তি জমা নিরাপত্তা স্কিম (এসডিপিএস)	১ ডিসেম্বর, ২০১৩
		সেবা বীমা পরিকল্প	১ ডিসেম্বর, ২০১৩
১৮	ন্যাশনাল লাইফ	এ্যাস্যুরেন্স কাম পেনশন (মুনাফাবিহীন)	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষদ্রবীমা-এম.ডি.এম. এই (লাভযুক্ত)	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা-এম.এস.আই (লাভযুক্ত)	১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭
		তিন কিস্তি বীমা	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
		চার কিস্তি বীমা	৭ ডিসেম্বর, ২০১৫
১৯	এনআরবি গ্লোবাল লাইফ	মেয়াদী বীমা (মুনাফাযুক্ত)	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		মেয়াদী বীমা (মুনাফা বিহীন)	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (তিন কিস্তি)	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (পাঁচ কিস্তি)	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		মানিব্যাক পরিকল্প (নিশ্চিত মুনাফা)	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
		এককালীন বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৪ ডিসেম্বর ২০১৩
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাযুক্ত)	২৪ ডিসেম্বর ২০১৩
		পেনশন বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৪ ডিসেম্বর ২০১৩
		গ্রুপ জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা	২৪ ডিসেম্বর ২০১৩
		মাসিক সঞ্চয় বীমা (মুনাফাযুক্ত)	০১ জুন ২০১৫
		দেনমোহর বীমা (সম্পূর্ণ সুদবিহীন)	০১ জুন ২০১৫
		হজ্জ বীমা (সম্পূর্ণ সুদবিহীন)	০১ জুন ২০১৫

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪
২০	পদ্মা ইসলামী	পদ্মা ইসলামী লাইফের সকল বীমা পলিসির অনুমোদন বীমা অধিদপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে।	
২১	পপুলার লাইফ	পপুলার লাইফের সকল বীমা পলিসির অনুমোদন বীমা অধিদপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে।	
২২	প্রাইম ইসলামী লাইফ	সহযোগী গোষ্ঠী স্বাস্থ্য বীমা স্কিম	০৩ জুলাই ২০১৮
		পারিবারিক নিরাপত্তা বীমা	১৭ নভেম্বর ২০১৪
		জনতা সঞ্চয়ী বীমা	১৭ নভেম্বর ২০১৪
২৩	প্রগতি লাইফ	ইউনিট লিংক লাইফ বীমা পরিকল্প	১৭ জানুয়ারি ২০১১
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	০৬ মার্চ ২০১৯
		সাময়িক জীবন বীমা পরিকল্প (লাভ বিহীন)	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
		আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-সেবা স্বাস্থ্য বীমা পলিসি	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
২৪	প্রগ্রেসিভ লাইফ	প্রগ্রেসিভ লাইফের সকল বীমা পলিসির অনুমোদন বীমা অধিদপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে।	
২৫	প্রোটেক্টিভ ইসলামী	পাঁচ কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ এপ্রিল ২০১৩
		চার কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ এপ্রিল ২০১৩
		বহু কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ এপ্রিল ২০১৩
		মেয়াদী বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ এপ্রিল ২০১৩
		তিন কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ এপ্রিল ২০১৩
		এক কিস্তি বীমা (মুনাফা বিহীন)	২৫ এপ্রিল ২০১৩
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	১২ অক্টোবর ২০১৪
		পেনশন বীমা (মুনাফা বিহীন)	১২ অক্টোবর ২০১৪
		হজ্জ বীমা (মুনাফাসহ)	১২ অক্টোবর ২০১৪
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	১২ অক্টোবর ২০১৪
		মানিব্যাক বীমা (নিশ্চিত মুনাফাসহ)	১২ অক্টোবর ২০১৪
		গ্রুপ মেয়াদী বীমা সহযোগী বীমাসহ (মুনাফা বিহীন)	১৫ নভেম্বর ২০১৫
		গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্প	১৫ নভেম্বর ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	১২ জুলাই ২০১৭
		দুই কিস্তি মাসিক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	২১ নভেম্বর ২০১৯
২৬	রূপালী লাইফ	দ্বিগুন নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	১২ জানুয়ারি ২০১৫
		এককালীন প্রদান সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফা বিহীন)	১২ জানুয়ারি ২০১৫
২৭	সন্ধানী লাইফ	কিস্তি বীমা পরিকল্প মুনাফাসহ	০৭ মে ২০১৮
২৮	স্বদেশ লাইফ	এক কালীন প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		দ্বি-বার্ষিক প্রদান পরিকল্প	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (লাভসহ) (তিন কিস্তি)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		প্রত্যাশিত মেয়াদী বীমা (লাভসহ) (চার কিস্তি)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		নিশ্চয়তাসহ পেনশন বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪
		হজ্জ বীমা (লাভযুক্ত)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		মেয়াদান্তে লাভসহ টাকা ফেরত পরিকল্প (নিশ্চিত বোনাসসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		সাধারণ মেয়াদি বীমা পরিকল্প (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		সাধারণ মেয়াদি বীমা পরিকল্প (লাভসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		স্বদেশ মাসিক সঞ্চয় (এমএমএস) (লাভবিহীন)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		স্বদেশ মাসিক সঞ্চয় (এমএমএস) (লাভসহ)	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		গ্রুপ বীমা	২৯ অক্টোবর ২০১৪
		শিশুর নিশ্চিত আর্থিক নিরাপত্তা পরিকল্প (লাভসহ)	০২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (লাভসহ)	০২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
২৯	সোনালী লাইফ	সাধারণ সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		শিক্ষার ব্যয় বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		সিঙ্গেল প্রিমিয়াম বীমা পরিকল্প (মুনাফা বিহীন)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		এ্যাসুরেন্স কাম পেনশন বীমা (মুনাফা বিহীন)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		দেনমোহর বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		হজ্জ বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	১ নভেম্বর, ২০১৬
		সোনালী ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্স	১ নভেম্বর, ২০১৬
		গ্রুপ বীমা ও সহযোগী বীমা	৩০ জুলাই ২০১৩
		দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু দাবি	৩০ জুলাই ২০১৩
		স্থায়ী অক্ষমতা ও দুর্ঘটনা বীমা	৩০ জুলাই ২০১৩
		সাধারণ সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (লাভযুক্ত)	৩০ জুলাই ২০১৩
		মানি ব্যাক টার্ম বীমা পরিকল্প (নিশ্চিত লাভযুক্ত)	৩০ জুলাই ২০১৩
		প্রত্যাশিত সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প - লাভযুক্ত (তিন কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য)	৩০ জুলাই ২০১৩
		প্রত্যাশিত সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প - লাভযুক্ত (পাঁচ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য)	৩০ জুলাই ২০১৩
		সাধারণ সঞ্চয়ী বীমা পরিকল্প (লাভ বিহীন)	৩০ জুলাই ২০১৩
৩০	সানফ্লাওয়ার	সানফ্লাওয়ার লাইফের সকল বীমা পলিসির অনুমোদন বীমা অধিদপ্তর থেকে নেয়া হয়েছে।	
৩১	সানলাইফ	গ্রুপ মেয়াদী সঞ্চয়ী বীমা	১০ আগস্ট ২০১৭
৩২	ট্রাস্ট ইসলামী	শিশু নিরাপত্তা বীমা	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		পেনশন বীমা	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		দেনমোহর বীমা	১৯ অক্টোবর ২০১৫

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	পরিকল্পের নাম	অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩	৪
		গোষ্ঠী বীমা এবং সহযোগী বীমা	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		সহযোগী বীমা- একক জীবন	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বীমা	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		স্থায়ী অক্ষমতাজনিত এবং দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		মাসিক সঞ্চয়ী ক্ষুদ্র বীমা পরিকল্প (লাভসহ)	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		একক প্রিমিয়াম বীমা পরিকল্প (লাভ বিহীন)	১৯ অক্টোবর ২০১৫
		সাধারণ মেয়াদী বীমা (লাভসহ)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		প্রত্যাশিত (তিন কিস্তি) মেয়াদী বীমা (লাভসহ)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		প্রত্যাশিত (চার কিস্তি) মেয়াদী বীমা (লাভসহ)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		প্রত্যাশিত (পাঁচ কিস্তি) মেয়াদী বীমা (লাভসহ)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		দ্বি-বার্ষিক কিস্তি বীমা পরিকল্প (লাভসহ)	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
৩৩	জেনিথ ইসলামী	সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		দ্বি-বার্ষিক প্রদান বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		তিন কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		চার কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		পাঁচ কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		হজ্জ্ব বীমা পরিকল্প (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		দেনমোহর বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		শিশু নিরাপত্তা বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		শিক্ষা ব্যয় বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		একক প্রদান সঞ্চয়ী বীমা	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
		পেনশন বীমা (মুনাফা বিহীন)	১৪ জুলাই ২০১৪
		গ্রুপ সাময়িক জীবন বীমা	১৪ জুলাই ২০১৪
		গ্রুপ এন্ডোমেন্ট বীমা পরিকল্প (মুনাফা বিহীন)	১৪ জুলাই ২০১৪
		মাসিক সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
		মাসিক (তিন কিস্তি) সঞ্চয়ী বীমা (মুনাফাসহ)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
		প্রত্যাশিত এক কিস্তি বীমা (মুনাফাসহ)	১২ মার্চ ২০১৮
		প্রত্যাশিত এক কিস্তি বীমা (মুনাফা বিহীন)	১২ মার্চ ২০১৮
		যুগল বীমা (মুনাফাসহ)	১২ মার্চ ২০১৮
		গ্রুপ হাসপাতাল চিকিৎসা বীমা	১২ মার্চ ২০১৮

সংযুক্তি ৪

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নন-লাইফ বীমা পরিকল্প

ক্র নং	পরিকল্পের নাম	সার্কুলার নম্বর	অনুমোদনের তারিখ
১	নিবেদিতা বীমা (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য)	নন-লাইফ-৩৮/২০১৪	৪ মে ২০১৪
২	বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকের জন্য অর্থ বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৩	হজ্জ ও ওমরাহ ভ্রমণ বীমা	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৪	প্রাইম হেল্থ বীমা	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৫	জিডি হেল্থ বীমা	নন-লাইফ-৪১/২০১৪	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
৬	নিরাময় মাইক্রো হেল্থ বীমা	নন-লাইফ-৪২/২০১৫	২৯ জানুয়ারী ২০১৫
৭	বাংলাদেশের উপকূলীয় জাহাজের দায়বদ্ধতা বীমা কভার	১৫০তম সিআরসি সভায় অনুমোদিত	১০ নভেম্বর ২০১৪
৮	প্রবাসী কর্মীদের জন্য পেশা নির্বিশেষে বীমা স্কীম	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
৯	গণস্বাস্থ্য বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
১০	আবহাওয়া সূচকভিত্তিক ফসল বীমা	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
১১	ব্যাংকার্স ব্ল্যাংকেট বন্ড, কম্পিউটার অপরাধ এবং পেশাদার ক্ষতিপূরণ নীতি	নন-লাইফ-৪৩/২০১৫	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫
১২	রবি গ্রাহকদের জন্য গ্রুপ হাসপাতালে চিকিৎসার পরিকল্প	নন-লাইফ-৪৬/২০১৫	৩০ জুন ২০১৫
১৩	(i) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সামগ্রিক অপরাধ বীমা (ii) বৈদ্যুতিক ও কম্পিউটার অপরাধ বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৪৬/২০১৫	৩০ জুন ২০১৫
১৪	বন্যার কারণে কনটিন্জেন্ট লস অব আর্নিং সংক্রান্ত বীমা	১৫৩তম সিআরসি সভায় অনুমোদিত	১৬ নভেম্বর ২০১৫
১৫	এক্সটেন্ডেট ওয়ারেন্টি বীমা		১৩ জুলাই ২০১৬
১৬	কাসাভার জন্য আবহাওয়া সূচকভিত্তিক বীমার পাইলট প্রকল্প	নন-লাইফ-৪৯/২০১৭	১৭ জানুয়ারী ২০১৭
১৭	এজেন্ট ব্যাংকিং বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৫০/২০১৭	৩ এপ্রিল ২০১৭
১৮	নিবেদিতা প্লাস	নন-লাইফ-৫৬/২০১৮	২১ অক্টোবর ২০১৮
১৯	নিবেদিতা ইকো	নন-লাইফ-৫৬/২০১৮	২১ অক্টোবর ২০১৮
২০	রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সনাক্তকরণ (আরএফআইডি) ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করে গবাদি পশু বীমা পলিসি	নন-লাইফ-৬২/২০১৯	৭ মে ২০১৬
২১	নিরাপদ, অনলাইনভিত্তিক ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির বীমা পলিসি (ব্যাপক ঝুঁকি)	নন-লাইফ-৬৩/২০১৯	২৯ মে ২০১৯

সংযুক্তি ৫

বীমা সংক্রান্ত প্রকাশিত আইন বিধি প্রবিধানমালাসমূহ

ক্রমিক নং	বীমা সম্পর্কিত আইন, বিধি এবং প্রবিধান	গেজেট আকারে প্রকাশের তারিখ
আইন		
১	বীমা আইন, ২০১০	১৮.০৩.২০১০
	বীমা আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভার্সন)	১৪.০৬.২০১৮
২	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০	১৮.০৩.২০১০
	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভার্সন)	০১.১০.২০১৩
৩	বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯	০৯.০৫.২০১৯
বিধিমালা		
১	বীমা ব্যবসা নিবন্ধন ফি বিধিমালা, ২০১২	৩০.১২.২০১২
	বীমা ব্যবসা নিবন্ধন ফি বিধিমালা, ২০১২ এর প্রজ্ঞাপন	১১.০৬.২০১৮
২	বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক শেয়ার ক্রয় বা ধারণ (শর্তাদি নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৩	২৬.০২.২০১৩
৩	বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের জন্য লাইসেন্স ফি বিধিমালা, ২০১২	৩০.১২.২০১২
৪	দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি সরবরাহ ফি বিধিমালা, ২০১৪	০১.০১.২০১৫
৫	বীমাকারীর মূলধন ও শেয়ার ধারণ বিধিমালা, ২০১৬	২৫.০৯.২০১৬
৬	নন-লাইফ ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী বিধিমালা, ২০১৮	৩০.০৯.২০১৮
৭	স্বল্প অংকের বীমাদাবী সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০১৮	৩০.০৯.২০১৮
৮	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বীমা জরিপকারীগণকে লাইসেন্স প্রদান) বিধিমালা, ২০১৮	২৮.১০.২০১৮
৯	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী বিধিমালা, ২০১৮	০৩.০২.২০১৯
প্রবিধান		
১	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (তহবিল ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১১	২০.১০.২০১১
২	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (উপদেষ্টা পরিষদ) প্রবিধানমালা, ২০১১	২০.১০.২০১১
৩	বীমা কোম্পানী (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ) প্রবিধানমালা, ২০১২	০৩.০১.২০১৩
৪	বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপন (লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন) প্রবিধানমালা, ২০১২	০২.০১.২০১৩
৫	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০১২	০২.০১.২০১৩
৬	বীমাকারীর নিবন্ধন প্রবিধানমালা, ২০১৩	১০.০২.২০১৩
৭	গ্রামীণ বা সামাজিক খাতে বীমাকারীর দায়বদ্ধতা প্রবিধানমালা, ২০১২	০২.০১.২০১৩
৮	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০১২	০১.০১.২০১৩
৯	রিভিউ এর (সময়, ফরম ও ফি) প্রবিধানমালা, ২০১৫	২৫.০৮.২০১৫
১০	লাইফ ইন্স্যুরেন্স পুনঃবীমা (শর্তাদি নির্ধারণ) প্রবিধানমালা, ২০১৫	১৬.০৩.২০১৬
১১	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণী প্রবিধানমালা, ২০১৬ (রহিতকরণ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে)	১৮.০৭.২০১৬ ৩০.০৯.২০১৮
১২	লাইফ ইন্সুরেন্স গ্রাহক নিরাপত্তা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৬	০২.০৪.২০১৭
১৩	বীমাকারীর রেজিস্ট্রার (পলিসি ও দাবী) সংরক্ষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭	১৬.০৪.২০১৮
১৪	বীমা (নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৯	১৪.১১.২০১৯
১৫	বীমা (লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ) প্রবিধানমালা, ২০১৯	১৯.১১.২০১৯

সংযুক্তি ৬

বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য জুন ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	ভ্রমণের মেয়াদ	ভ্রমণের ধরণ	বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
০১	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ হতে ১১ ফেব্রুয়ারি ও ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	সেমিনার (ভারত)	4th South Asian Insurance Regulator's Meet and International Conference, India	১। জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য (আইন) ২। ড. শেখ মহা: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)
০২	২৫ জুন, ২০১৮ হতে ২৯ জুন, ২০১৮	প্রশিক্ষণ (ভারত)	Regulators Interaction session, Insurance Institute of India, Mumbai	১। জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য ২। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য ৩। ড.শেখ মহ: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ৪। ড.মহা: বশিরুল আলম, পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৫। জনাব ফারুক আহম্মেদ, পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৬। জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব) ৭। জনাব আবু মাহমুদ, অফিসার
০৩	০২ জুলাই, ২০১৮ হতে ০৬ জুলাই, ২০১৮	প্রশিক্ষণ (ভারত)	Regulators Interaction session, Insurance Institute of India, Mumbai	১। জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য ২। কাজী মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৩। জনাব খলিল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৪। জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব) ৫। জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব) ৬। জনাব হামেদ বিন হাসান, জুনিয়র অফিসার
০৪	১২ জুলাই, ২০১৮ হতে ১৩ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত	এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান (সিঙ্গাপুর)	ইন্স্যুরেন্স এশিয়া এ্যাওয়ার্ড ২০১৮ অনুষ্ঠান।	১। জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য ২। জনাব খলিল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব)
০৫	২৪ জুলাই, ২০১৮ হতে ২৭ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত	সভা (নেপাল)	21st APG Annual Meeting and Technical Assistance Forum 2018 (Nepal)	১। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য
০৬	০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ০৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত	সভা (রাশিয়া)	10th AFI Global Policy Forum (GPF) and Annual General Meeting (AGM) Russia	১। জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, চেয়ারম্যান ২। জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য
০৭	০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	সেমিনার (চীন)	4th China ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development in Nanning 7th September, 2019	১। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য ২। ড. শেখ মহ: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, অতিরিক্ত সচিব ৩। জনাব ফারুক আহম্মেদ, পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৪। জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব)

ক্রঃ নং	ভ্রমণের মেয়াদ	ভ্রমণের ধরণ	বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
০৮	১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ২ অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত	ওয়ার্কশপ (লন্ডন)	Chartered Insurance Institute, U.K. and LLYODS, FCA Workshop and Exposure Visit	১। জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য ২। জনাব খলিল আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব) ৩। জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব)
০৯	২৪ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ২৬ অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (থাইল্যান্ড)	AITRI Regional Seminar for Insurance Supervisors in Asia and the Pacific on Market Conduct regulation and Compliance Thailand	১। ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য ২। জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব)
১০	২৯ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ২ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সভা (মরক্কো	BAM-AFI Member Training on Innovations in Digital Financial Inclusion, Rabat, Morocco	ড.মহা: বশিরুল আলম, পরিচালক (যুগ্মসচিব)
১১	৬ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ৮ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সভা (জাম্বিয়া)	14th International Microinsurance Conference, Zambia 2018	ড.এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ, সদস্য
১২	০৮ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ৯ নভেম্বর, ২০১৮	সেমিনার (Luxembourg)	25th Annual Conference in Luxembourg 8-9 November, 2018	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী, চেয়ারম্যান
১৩	১২ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ১৬ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	প্রশিক্ষণ (মালয়েশিয়া)	BNM-AFI Member Training on AML/CFT Considerations and Approaches for Financial Inclusion	জনাব ফারুক আহম্মেদ, পরিচালক (যুগ্মসচিব)
১৪	১২ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (সিঙ্গাপুর)	Fintech Conference 2018	জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য
১৫	২৬ নভেম্বর, ২০১৮ হতে ২৭ নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (ফিজি)	AFI-RBF Conference on Smart Policies for Green Financial Inclusion	ড.শেখ মহ: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, অতিঃসচিব
১৬	২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত	সেমিনার (নেপাল)	JICA Alumni Association Forum of SAARC Countries (JAAFSC) Annual Meeting/Seminar	জনাব আবুল কাশেম মোহামম্দ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব)
১৭	৭ অক্টোবর, ২০১৯ হতে ১১ অক্টোবর, ২০১৯	প্রশিক্ষণ (মালয়েশিয়া)	BNM-AFI JLP on Empowering Consumers Through Financial Education 07 October 2019	১। জনাব মোঃ শাহ্ আলম, পরিচালক (উপসচিব) ২। জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব)
১৮	২১ অক্টোবর ২০১৯ হতে ২৪ অক্টোবর ২০১৯	প্রশিক্ষণ (মেক্সিকো)	Training on CNBV-AFI Joint Learning Programme on Fintech Regulation and Proportionality for Financial Inclusion, on 21-24 October,2019	ড. এম. মোশাররফ হোসেন. এফসিএ, সদস্য (লাইফ)
১৯	২৫ নভেম্বর, ২০১৯ থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০১৯	প্রশিক্ষণ (মিশর)	CBE-AFI Joint Learning Programme on Digital Financial Services Interoperability	জনাব মোঃ শাহ্ আলম, পরিচালক (উপসচিব)

সংযুক্তি ৭

নন-লাইফ বীমাকারীর গ্রস প্রিমিয়াম সংগ্রহ (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বীমাকারীর নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
অগ্রনী	৩৬	৪১	৩৭	৩৮	৪২
এশিয়া	৪৫	৪৮	৫১	৬২	৬৩
এশিয়া প্যাসিফিক	৩৭	৪০	৪৭	৫৩	৫৬
বিডি কো-অপারেটিভ	১০	১০	১৩	১৪	১৩
বিজিআইসি	৬৬	৬৯	৭৩	৬৩	৭১
বিডি ন্যাশনাল	৩৬	৪৪	৪৮	৫০	৫২
সেন্ট্রাল	৩১	৩৪	৩৫	৩৫	৩৬
সিটি জেনারেল	৩৫	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
কন্টিনেন্টাল	৫৭	৫৩	৫৯	৬২	৫২
ক্রিষ্টাল	৩৭	৩৯	৪১	৪৩	৫৩
দেশ জেনারেল	১২	১৫	১৬	২০	৩১
ঢাকা	২৯	২৬	৩০	৩৩	৩৭
ইষ্টল্যান্ড	৮২	৮৬	১০৩	১১১	১০৪
ইষ্টার্ন	৩৮	৩৯	৪২	৪৬	৪৮
এক্সপ্রেস	৪০	৩৯	৪০	৪১	৪৯
ফেডারেল	৪৮	৪৩	৪৪	৫১	৬১
গ্লোবাল	২৬	২৩	২৩	৪০	৬৮
গ্রীন ডেল্টা	৩০২	৩১৬	৩২৯	৩৬৮	৪১৬
ইসলামী ইন্স্যু বিডি	৪২	৩৯	৪৩	৪২	৫৬
ইসলামী কমার্শিয়াল	২৭	৩৩	৪১	৪৬	৫০
জনতা	২৭	৩৪	৩২	৩৫	৩৩
কর্নফুলি	২৮	২৯	৩১	৩৩	৩৭
মেঘনা	৪২	৪৭	৪১	৪৬	৫৮
মার্কেন্টাইল	৩০	৩০	৩২	৩৪	৩৮
নিটল	৬১	৬১	৬৭	৭২	৭৩
নর্দার্ন ইসলামী	৩৫	৩৭	৪২	৪৬	৬২
প্যারামাউন্ট	১৪	১৭	১৯	২৬	২৯
পিপলস্	৫৪	৬১	৬৫	৭০	৭১
ফিনিক্স	৬৪	৬৫	৭১	৭৬	৭৮
পাইওনিয়ার	২২৮	২৫০	২৬৬	৩০১	৩২২
প্রগতি	১৫১	১৫৪	১৬৬	২০৫	২৪১
প্রাইম	৫৮	৫৪	৬৭	৬৮	৭১

বীমাকারীর নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
প্রভাতী	৪১	৪৪	৪৮	৪৯	৭৭
পুরবী জেনারেল	৫	৬	৭	৮	৯
রিলায়েন্স	২২৭	২৪৯	২৫৭	২৬৯	৩০০
রিপাবলিক	৪৪	৪৬	৪৮	৫৩	৬৮
রূপালী	৮২	৮৫	৮৬	৮৮	৮৭
সাবীক	২০৭	২২৩	২৩৯	৩৫২	৩৭১
সেনাকল্যাণ	১৭	২০	২৬	৩৬	৫৮
সিকদার	২৯	২২	২৬	৩২	২৯
সোনার বাংলা	৩৫	৩৮	৪১	৪৫	৫৭
সাউথ এশিয়া	৫	৬	৭	১০	২০
স্ট্যান্ডার্ড	২১	৪	২১	৪৭	৫০
তাকাফুল	৩৩	৩৮	৪০	৪৩	৪৯
ইউনিয়ন	৩১	৩১	৩২	৪০	৪৫
ইউনাইটেড	৩৮	৪২	৪৫	৪৭	৫১
মোট	২৬৪৩	২৭৭৩	২৯৮১	৩৩৯৪	৩৭৯০

সংযুক্তি ৮

নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ (২০১৫-২০১৯) (কোটি টাকায়)

বীমাকারীর নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
অগ্রনী	৬৩	৬৯	৭৩	৮১	৮২
এশিয়া	১৫৪	১৬৫	১৫৫	১৬২	১৭৭
এশিয়া প্যাসিফিক	১১৫	১২২	১৩৫	১৩৭	১০৬
বিডি কো-অপারেটিভ	১৮	২০	২১	২৬	২৫
বিজিআইসি	১৬০	১৬৫	১৭২	১৬৭	১৬৬
বিডি ন্যাশনাল	৮৩	১১২	১২৪	১৩৩	১৩৯
সেন্ট্রাল	১৬৩	১৬১	১৭০	১৮১	১৮৬
সিটি জেনারেল	১১৩	১২৩	১২৪	১৩১	১৩৪
কন্টিনেন্টাল	৯৯	১০২	১০৮	১১২	১১০
ক্রিষ্টাল	৬৬	৭৫	৮৮	৯৪	১০৬
দেশ জেনারেল	২৭	৩২	৫৩	৫৭	৬৯
ঢাকা	১৫৪	১৫৯	১৯২	১৯৯	২২৭
ইষ্টল্যান্ড	২১৭	২৩৫	২৪৮	২৩০	২৬০
ইষ্টার্ন	২০৫	২০৯	২১৬	২৪২	২৪৫
এক্সপ্রেস	১০৩	১০৯	১০৯	১১১	১১৯
ফেডারেল	১১০	১১৩	১৩২	১৩৫	১৩৯
গ্লোবাল	৬৭	৭৩	৭২	৮১	৯৮
গ্রীন ডেল্টা	৮২০	১০০০	১০৫০	১,০৮৩	১,১৬৯
ইসলামী ইন্স্যু বিডি	৭৯	৮৮	৯৬	১০৩	১১২
ইসলামী কমার্শিয়াল	৭১	৮০	৮৮	৯৬	৯৫
জনতা	৮১	৮২	৮৯	৯৬	১০১
কর্নফুলি	১২২	১২৩	১৩১	১২৬	১৩২
মেঘনা	৫৬	৬৭	৬৮	৭০	৮০
মার্কেন্টাইল	১৩০	১৩৫	১৩৮	১৭৭	২১৬
নিটল	১০৯	১২৪	১৪৩	১৫৯	১৭৬
নর্দার্ন ইসলামী	১২৫	১১৩	১২৮	৯৭	১০৯
প্যারামাউন্ট	৪৮	৫৪	৬১	৭২	১০৬
পিপলস	১৭৯	১৮৯	২০৫	২২১	২৩৬
ফিনিক্স	১১১	১৯৪	২৩৬	৬০	৫৫
পাইওনিয়ার	২৭২	৩১৬	৪০৮	৪৫০	৪৭০
প্রগতি	৩৯৬	৪২০	৪৩১	৪৪০	৪৬৭
প্রাইম	১১৪	১১১	১২২	১৩০	১৩৭

বীমাকারীর নাম	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
প্রভাতী	৭৮	৯৫	১০২	৯৪	১০৭
পুরবী জেনারেল	৮০	৮৮	৯৭	১০২	১০৭
রিলায়েন্স	৬৩০	৬৬০	৮২৩	৮৮০	৯০০
রিপাবলিক	৮২	৯২	১০১	১০৫	১১৯
রূপালী	২১৫	২২১	২২৮	২৩৫	২৪৩
সাবীক	২৩৮৩	২৮১৫	৩৫০৬	৩,৪৪৬	৩,৭০২
সেনাকল্যাণ	৩৬	৪২	৪৬	৪৯	৭১
সিকদার	৯০	১০২	১০৪	১৩৯	১৪১
সোনার বাংলা	৭৩	৮১	৯২	১০৪	১১৫
সাউথ এশিয়া	২৬	২৫	২৭	২৭	২৮
স্ট্যান্ডার্ড	৯০	৮৯	৯৮	১১২	১২৫
তাকাফুল	৮০	৮৯	৯৫	১০০	১০৬
ইউনিয়ন	৪৭	৬৩	৬৯	৭৬	৮৮
ইউনাইটেড	১২৬	১৩৭	১৫০	১৬৫	১৭৭
মোট	৮৬৬৩	৯৭৩৭	১১১২৪	১১২৯৩	১২০৭৫